সংক্ষিপ্ত সংস্করণ
ব্যবসা শুরুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্সসমূহ

— একটি নীতিনির্দেশিকা

International Labour Organization

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

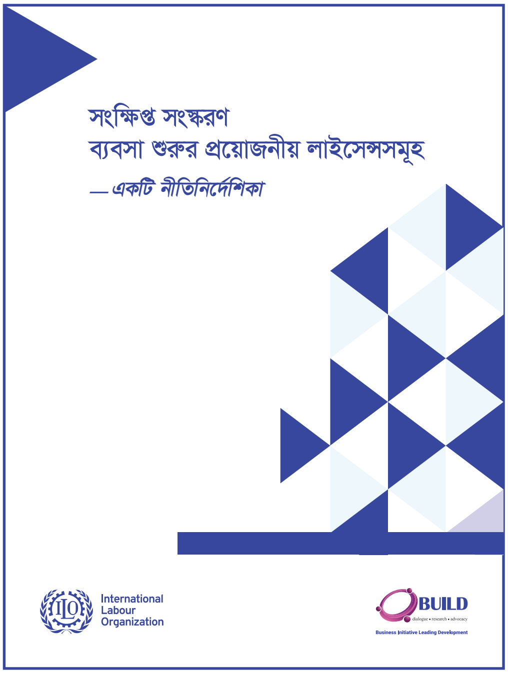

প্রকাশক

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) ও
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

গবেষণা

বিল্ড-এর রিসার্চ, ডায়ালগ, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন উইং
৬ষ্ঠ বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স - রেগুলেটরি গাইড

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

কপিরাইট বিল্ড

ISBN:

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)
ডিসিসিআই ভবন
৯ম তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন:
ইমেইল: ceo@buildbd.org, info@buildbd.org
ওয়েবসাইট: www.buildbd.org

ডিসক্লেইমার

৬ষ্ঠ বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স গাইডবুকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসাবে বিজনেসক ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথ উদ্যোগে এই **'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ৬ষ্ঠ বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস: একটি রেগুলেটরি গাইড'** প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের জন্য, বিশেষ করে নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য, ব্যবসা শুরুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, অনুমোদন, সনদপত্র, পারমিট ও ফিস সংক্রান্ত সকল তথ্য এই গাইডবুকটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে এটি একটি আম্ব্রেলা পাবলিকেশন হিসেবে সকলের কাজে লাগে।

এই গাইডবুকটি আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় বিল্ড কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকার, সরকারি ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও গৃহীত উৎস অনুযায়ী অধিকাংশ তথ্যই নির্ভরযোগ্য, তবে ব্যাখ্যার ভিন্নতা, পর্যায়ক্রমিক নীতিগত পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদের কারণে তথ্যে কিছুটা পার্থক্য তৈরি হতে পারে।

বিল্ড ও আইএলও প্রকাশনাটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে এটিকে কোনো আইনি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এই প্রকাশনার নির্ভুলতা যাচাইকরণে এবং সামগ্রিকভাবে এর প্রস্তুতকরণে **শিল্প মন্ত্রণালয়** সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত সর্বশেষ ও সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই গাইডবুকের সর্বত্র প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের লিংক প্রদান করা হয়েছে।

সূচিপত্র

I.	বিল্ড-এর চেয়ারপারসনের বার্তা	৫
II.	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)-এর বার্তা	৬
III.	বিল্ড-এর সিইও-এর বার্তা	৭
IV.	বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স: একটি রেগুলেটরি গাইড সম্পর্কে	৮
V.	বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) সম্পর্কে	১০
VI.	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) সম্পর্কে	১১
VII.	৬ষ্ঠ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ	১২
VIII.	অ্যাক্রোনিম ও সংক্ষিপ্ত রূপ	১৩
IX.	এই গাইডে ব্যবহৃত প্রধান পরিভাষার তালিকা	১৫
X.	বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহের ম্যাট্রিক্স	১৮
XI.	লাইসেন্সসমূহ সম্পর্কে বোঝাপড়া	২১
XII.	ব্যবসা সিদ্ধান্ত গাছ (Decision Tree)	২২

বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করা

(ট্রেডিং, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস সেক্টর) - প্রয়োজনীয় ২৩টি লাইসেন্স **২৩**

সমস্ত ধরনের ব্যবসার প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা

১।	ট্যাক্সপেয়ারের আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN)	২৫
২।	ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা	২৭
৪।	ট্রেড লাইসেন্স	২৮
৩।	ভ্যাট নিবন্ধন	৩১

ম্যানুফ্যাকচারিং

৫।	কোম্পানির জন্য নাম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট	৩৪
৬।	(প্রাইভেট ও পাবলিক) কোম্পানি নিবন্ধন	৩৬
৭।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ ও ১০০% বিদেশি বিনিয়োগ)	৪০
৮।	কারখানার লেআউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন/লাইসেন্স	৪৩
৯।	প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন (রাজউক)	৪৬
১০।	অ্যাড-হক আইআরসি-এর জন্য সুপারিশপত্র	৪৮
১১।	অ্যাড-হক আইআরসি	৫১
১২।	সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স	৫৪
১৩।	ফায়ার লাইসেন্স	৫৭
১৪।	গ্যাস সংযোগ অনুমোদন	৫৯
১৫।	পানি সংযোগ অনুমোদন	৬৬
১৬।	বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন	৬৯
১৭।	পরিবেশগত ছাড়পত্র	৭২

ট্রেডিং

১৮। চেম্বার সদস্যপদ সনদ
১৯। আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC-Commercial) ৭৬
২০। রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ERC) ৭৮

সেবা

২১। ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন (DBID) সার্টিফিকেট/UBID ৮১
২২। পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্ট (PRA) ৮৩
২৩। আইটি এনাবলড সার্ভিস (ITES) ৮৫

প্রাসঙ্গিক নীতিমালার সারসংক্ষেপ

১। বাংলাদেশ শিল্পনীতি ২০২২: সারসংক্ষেপ ৮৭
২। রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ সারসংক্ষেপ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে এর হস্তক্ষেপ ৮৯
৩। আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪: সারসংক্ষেপ ৯১
৪। কারখানা আইন, ১৯৬৫ (বাংলাদেশ): সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৯৩
৫। আয়কর আইন ২০২৩: সারসংক্ষেপ ৯৫
৬। ইনকাম ট্যাক্স আইন ২০২৩-এ ট্যাক্স হলিডে: সারসংক্ষেপ ৯৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: প্রক্রিয়াচিত্র (Process Map) লিজেন্ড ১০০
পরিশিষ্ট ২: পরামর্শ ও মন্তব্য ১০১

বার্তা

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

বিল্ড চেয়ারপারসনের বার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে "ব্যবসা শুরু করার জন্য লাইসেন্সসমূহ - একটি নীতিনির্দেশিকা"র ষষ্ঠ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করতে পারছি। এটি এমন একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা যা বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু, পরিচালনা এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রেগুলেটরি কাঠামো বুঝতে সহায়তা করবে।

এই নির্দেশিকায় ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতিসমূহ, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, সম্ভাব্য সময়কাল এবং আনুমানিক ব্যয় সুচারুভাবে তুলে ধরা হয়েছে

একাধিক ও জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে কারণে উদ্যোক্তারা যে চ্যালেঞ্জ গুলোর সম্মুখীন হন, তা বিবেচনায় নিয়ে এই সংস্করণটিকে একটি একীভূত তথ্যসূত্র হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এতে বিস্তারিত প্রক্রিয়াচিত্র (প্রসেস ম্যাপ) ও ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা সংযোজন করা হয়েছে, যাতে উদ্যোক্তারা বিলম্ব ও খরচ উভয়ই কমিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসা সহজীকরণের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের প্রত্যাশা, এই নির্দেশিকাটি দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি কার্যকর রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে এবং বাংলাদেশের জন্য আরও অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। বিল্ড পাবলিক-প্রাইভেট সংলাপ ও রেগুলেটরি সংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেগুলেটরি সংস্কার নিশ্চিত করতে বিল্ড আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যা আমাদেরকে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।

এই সংস্করণটির প্রকাশে যাঁরা গবেষণা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আবুল কাসেম খান
চেয়ারপারসন
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

International
Labour
Organization

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের বার্তা

বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতকৃত "ব্যবসা শুরু করার জন্য লাইসেন্সসমূহ - একটি নীতিনির্দেশিকা"র ষষ্ঠ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই নির্দেশিকাটি আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় বিল্ড কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও অন্যান্য নথিপত্রের আবেদন ও গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর ও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য এ প্রকাশনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। জটিল রেগুলেটরি বিষয়াবলিকে এখানে ধাপে ধাপে বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে ক্ষুদ্র, কুটির, মাঝারি ও ক্ষুদ্র (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবসা শুরু, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করতে পারেন। তথ্যপ্রাপ্তি সহজ করার মাধ্যমে এই নির্দেশিকাটি উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিক খাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথকে আরও সহজ ও বাস্তবসম্মত করেছে।

এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। এটি উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করবে, যার ফলে তারা সময়সাপেক্ষ জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে উৎপাদনশীল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন। একই সঙ্গে, এই নির্দেশিকাটি প্রস্তুতের প্রক্রিয়াই প্রমাণ করেছে যে বাংলাদেশের লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতিগুলো আরও সহজতর ও মানসম্মত করা সম্ভব। প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, ফি কাঠামোর সামঞ্জস্য, উন্নত সমন্বয়, এবং একীভূত ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্মের বিকাশ ভবিষ্যতে ব্যবসা শুরু ও সম্প্রসারণকে আরও সহজ করে তুলবে। এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে আইএলও বাংলাদেশ সরকার, ব্যবসায়ী সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী, যাতে ব্যবসা, শ্রমিক ও সামগ্রিক অর্থনীতি উপকৃত হয়।

আইএলওর মৌলিক লক্ষ্য–"শোভন কাজ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা"–এই প্রকাশনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এই নির্দেশিকাটি বিশেষভাবে আইএলও-এর 'রেকমেন্ডেশন ২০৪' (অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তর), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ৮ (শোভন কাজ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) অর্জনে অবদান রাখবে এবং বাংলাদেশের চলমান সিঙ্গেল উইন্ডো ও ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহায়তা করবে।

আইএলওর বাংলাদেশে কান্ট্রি অফিসের পক্ষ থেকে আমি এই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সহযোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি–যাতে ব্যবসা শুরু, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ আরও সহজ হয়, অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক খাতে প্রবেশ করতে পারে এবং সবার জন্য শোভন কাজ সৃষ্টি হয়।

ম্যাক্স তুনিয়ন (Max Tuñón)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশ অফিস
ঢাকা, বাংলাদেশ

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) বার্তা

আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে বিল্ড "ব্যবসা শুরুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্সসমূহ একটি নীতিনির্দেশিকা" শীর্ষক রেগুলেটরি গাইডবুকের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারছে। এই নির্দেশিকাটি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের রেগুলেটরি কাঠামোর মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে অগ্রসর হতে সহায়তা করার জন্য তৈরি একটি ব্যবহারিক সহায়িকা। এতে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স, অনুমোদন এবং পারমিটসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে।

গবেষণা, পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রণীত এই নির্দেশিকাটিতে বিভিন্ন খাতের গুরুত্বপূর্ণ রেগুলেটরি বিষয়াবলি তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে ই-কমার্স ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো উদীয়মান খাতগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সংস্করণে মূল বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো–ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া, সম্ভাব্য খরচ ও সময়সীমা– যথাযথভাবে বজায় রাখা হয়েছে। তবে এখানে বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য ও ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীজনদের, যাঁরা এই কাজের জন্য মূল্যবান অবদান রেখেছেন, এবং বিল্ডের নিবেদিতপ্রাণ দলকে, যাঁদের প্রচেষ্টা এই প্রকাশনাটি সম্ভব করেছে।

আমাদের আশা, এই নির্দেশিকাটি উদ্যোক্তাদের জন্য রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট অনুশাসনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে সহায়ক হবে।

ফেরদৌস আরা বেগম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

ব্যবসা শুরুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্সসমূহ: একটি নীতিনির্দেশিকা (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) সম্পর্কে

এই নির্দেশিকাটি বাংলাদেশের নতুন, সম্ভাবনাময় এবং অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে—যাঁরা তাঁদের ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, পারমিট, অনুমোদন, সনদ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে আগ্রহী। বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর, কারণ তাঁদের পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগ করা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

এই নির্দেশিকাটির লক্ষ্য হলো উদ্যোক্তাদেরকে বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভাষায় ধাপে ধাপে নির্দেশনা প্রদান করা, যেমনঃ

কার সাথে যোগাযোগ করবেন:
আবেদন প্রস্তুতির প্রাথমিক তথ্য কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন।

কীভাবে প্রস্তুত করবেন:
আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র কীভাবে সংগ্রহ করবেন ও সাজাবেন।

কখন:
আবেদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ফি কখন ও কীভাবে পরিশোধ করবেন।

কোথায়:
আবেদন কোথায় জমা দিতে হবে।

কীভাবে নবায়ন করবেন:
লাইসেন্স বা পারমিটের পরবর্তী নবায়নের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন।

নির্দেশিকার কাঠামো ও ব্যবহার

এই নির্দেশিকাটি উদ্যোক্তাদেরকে পুরো লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করবে। এতে ব্যবসার তিনটি মূল খাত—ট্রেডিং, উৎপাদন ও সেবা—এর অধীনে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য একটি "প্রক্রিয়াচিত্র" সংযুক্ত করা হয়েছে, যা আবেদনকারী ও প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ধাপগুলোকে দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সহজেই বুঝতে পারবেন কোন ধাপে তাঁরা কি ধরনের উদ্যোগ নিয়ে প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে পারেন। এছাড়া, প্রয়োজনীয় নথিপত্র হালনাগাদ রাখা ও জমা দেওয়ার মাধ্যমে আবেদন প্রত্যাখ্যান এড়ানোর বাস্তব পরামর্শও এতে রয়েছে।

তবে এটিও মনে রাখা জরুরি যে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার কোনো কঠোর বা একক নিয়ম নেই—বিভিন্ন সংস্থা বা লাইসেন্সের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে পার্থক্য থাকতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

প্রতিটি লাইসেন্স, পারমিট বা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ ও বাস্তব সমস্যা বিদ্যমান। এই চ্যালেঞ্জগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত ও নিরসন করাই মূল কাজ। এই প্রেক্ষাপটে, নির্দেশিকাটি একটি "ওয়ান-স্টপ তথ্যসূত্র" হিসেবে কাজ করবে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু প্রয়োগযোগ্য পরামর্শ প্রদান করবে যা তাঁদের বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

প্রস্তুতির পেছনের উদ্যোগ

উদ্যোক্তাদের বিপুল সাড়া পাওয়ার পর, বিল্ড এবং আইএলও যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করে এই ষষ্ঠ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি প্রস্তুত করেছে। উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি—এই উপলব্ধি থেকেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ষষ্ঠ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ২৩টি লাইসেন্স ও তাদের নবায়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এই সংস্করণে ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক লাইসেন্সগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- লাইসেন্সগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে যে কোনো উদ্যোক্তা–ব্যবসার ধরন নির্বিশেষে–এর সুবিধা নিতে পারেন।
- অধিকতর প্রচার ও সহজে অনুধাবনের জন্য নির্দেশিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর একটি ডিজিটাল সংস্করণও অনলাইনে উন্মুক্ত থাকবে।
- সফট কপি বিল্ড ও আইএলও-এর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বিডি পোর্টালসেও পাওয়া যাবে।

আমরা বিশ্বাস করি, ষষ্ঠ সংস্করণের এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকাটি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তরিত করতে উৎসাহিত করবে এবং সরকার ঘোষিত নীতিগত সহায়তার সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) সম্পর্কে

বিল্ড বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের একটি সম্মিলিত প্রয়াস। এটি গঠিত হয়েছে সরকারের বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধির নীতির প্রেক্ষিতে–যা বেসরকারি ও সরকারি খাতের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগবান্ধব সংস্কার বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

২০১১ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত বিল্ড ট্রাস্টস অ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং এটি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত। বিল্ড বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে এবং নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বিল্ড দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতি ও বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করে, যাঁদের মাধ্যমে হালনাগাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, বিশ্লেষণ ও নীতি-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্ত হয়। এর মাধ্যমে এটি থিংক ট্যাঙ্ক, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, চেম্বার ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় বিল্ড সরকারের কাছে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক সুপারিশ উপস্থাপন করে। এসব সুপারিশ তথ্যভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবসম্মত ও ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা গঠন।

প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে বিল্ড বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) থেকে কারিগরি সহায়তা পেয়েছিল, যা যুক্তরাজ্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় পরিচালিত ছিল। বর্তমানে এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিল্ড কীভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারে

বিল্ড বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক নীতি বিশ্লেষণ, ব্যবসায়িক তথ্য প্রদান ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক ব্যবসার উন্নয়নে কাজ করে।

- বিল্ড আপনাকে থিংক ট্যাঙ্ক, একাডেমিক, চেম্বার ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে সহায়তা করতে পারে, যার মাধ্যমে ব্যবসায় সংস্কার ত্বরান্বিত হয়।
- বিল্ড উদ্যোক্তাবান্ধব সংস্কারের পক্ষে নীতি-পর্যায়ে কাজ করে, যার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ আরও সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী হয়।
- বিল্ড আপনাকে সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, যার সুফল পরবর্তীতে মনিটরিং ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।
- বিল্ড ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (বিপিআর) এর মাধ্যমে পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদান করে।
- বিল্ড বেসরকারি খাতের উত্থাপিত সমস্যাগুলো নীতি সংস্কারের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করে, যাতে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় না হয়।

বিল্ড আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা, জরিপ ও প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করে, যাতে বেসরকারি খাত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সম্পর্কে

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো শোভন কাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উন্নত কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বাংলাদেশে শ্রমবাজার পরিচালনা জোরদার করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এবং শ্রম অভিবাসন পরিচালনা উন্নত করা লক্ষ্যে আইএলও সরকার, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছে।

আইএলও কীভাবে কাজ করে

আইএলও একটি ত্রিপক্ষীয় (ঞৎরঢ়ধৎঃরঃব) পদ্ধতি অনুসরণ করে–যেখানে সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন একসঙ্গে নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

বাংলাদেশে আইএলও-র কার্যক্রম "ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রাম (DWCP) 2022–2026" দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সামাজিক সংলাপ ও অংশীদারদের সহযোগিতায় জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে।

আইএলও নীতি পরামর্শ, কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে শ্রম পরিচালনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর অনেক উদ্যোগ জাতীয় সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বাস্তবায়িত হয়, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এসএমই ফাউন্ডেশন ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক গুরুত্বারোপ: অনানুষ্ঠানিক খাতের আনুষ্ঠানিকীকরণ

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৪% অনানুষ্ঠানিক খাতে (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৪)। তাই আইএলও আনুষ্ঠানিকীকরণকে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আনুষ্ঠানিকীকরণ উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার, অর্থায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে–যা উৎপাদনশীলতা, ব্যবসায়িক স্থিতিশীলতা ও ন্যায্য প্রতিযোগিতা বাড়ায়।

আইএলও সরকার, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ তার মধ্যে রয়েছেঃ আনুষ্ঠানিকীকরণের বাধাসমূহ চিহ্নিত করা, নিবন্ধন ও অনুশাসন প্রক্রিয়া সহজ করা, এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শোভন কাজের প্রসার ঘটানোর জন্য। নির্দিষ্ট কিছু খাতে আইএলও পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সুরক্ষা সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই সমৃদ্ধি সহায়ক পরিবেশ তৈরিতেও কাজ করছে।

আনুষ্ঠানিকীকরণ কেন গুরুত্বপূর্ণ

আনুষ্ঠানিকীকরণ ছোট উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের আইনি স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থায়নের সুযোগ প্রদান করে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। আইএলও-এর এই অব্যাহত প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে একটি ন্যায্য, স্থিতিশীল ও টেকসই শ্রমবাজার-এর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৮: শোভন কাজ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' অর্জনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি

১. **সহজে ব্যবসায়িক লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি**

- বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূল লাইসেন্স, অনুমতি ও ছাড়পত্রের সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান।
- অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে আসতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেগুলেটরি ধাপগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করে।

২. **প্রক্রিয়াচিত্র**

- লাইসেন্স পেতে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা, যেমন আবেদন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, জমাদানের মাধ্যম ইত্যাদি।
- পরিকল্পনা সহজ করা ও বিলম্ব কমাতে সম্ভাব্য সময়সীমা ও ব্যয়ও উল্লেখ করা আছে।

৩. **ডিজিটাল ও প্রিন্ট ভার্শন**

- ই-বুক ও মুদ্রিত উভয় ফরম্যাটে পাওয়া যাবে, যাতে আরও বেশি ব্যবহারকারী সুবিধা পেতে পারেন।

৪. **ব্যবহারবান্ধব নকশা**

- সহজবোধ্য ভিজ্যুয়াল, চেকলিস্ট এবং দ্রুত রেফারেন্সের জন্য টেবিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ব্যবসায়ীরা যেন সাধারণ ভুল এড়িয়ে দ্রুত নিয়ম পালনে সক্ষম হন, সে লক্ষ্যেই এটি তৈরি।

এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি কার্যকর টুলকিট, যা বাংলাদেশের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সহায়তা করে।

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণ রূপ
এএও	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এসিটি	সহকারী কর কমিশনার
এওএ	সংঘস্মারক (Articles of Association)
এও	মূল্যায়ন কর্মকর্তা
এআর	সহকারী রেজিস্ট্রার
বিডিটি	বাংলাদেশি টাকা
বার্ক	বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ কমিশন
বিআইএএ	বাংলাদেশ ইনডেন্টিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন
বিবি	বাংলাদেশ ব্যাংক
বিল্ড	বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট
বোড	পরিচালনা পর্ষদ
বিপিও	বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং
বিডিএস	ব্যবসায় উন্নয়ন সেবা
বিআরপিডি	ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ ও নীতি বিভাগ
বিআরটিএ	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
বিসিক	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
বিএসটিআই	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
সিবিসি	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
সিসিআই অ্যান্ড ই	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
সিডি	কমপ্যাক্ট ডিস্ক
সিডিএ	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
সিইও	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিআইবি	ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো
সিও	উৎপত্তি সনদ
সিএম	সার্টিফিকেশন মার্ক
ডিসি	জেলা প্রশাসক
ডিবিআইডি	ডিজিটাল ব্যবসা পরিচয়পত্র
ডিএসসিআই	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ডিসিটি	উপ-কর কমিশনার
ডেসকো	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি
ডাইফে	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ডিআইজি	উপ-মহাপরিদর্শক
ডিএমপি	ঢাকা মহানগর পুলিশ
ডিএনসিসি	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর
ডিআর	উপ-রেজিস্ট্রার
ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা ওয়াসা	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ইসিসি	পরিবেশ ছাড়পত্র
ইসিআর	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণ রূপ
ইআইএ	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
ইআরসি	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ
ইএস	এন্টারপ্রাইজ সেকশন
এফএসসিডি	অগ্নি সেবা ও সিভিল ডিফেন্স
জি টু জি	সরকার থেকে সরকার সহযোগিতা
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
এইচএসিসিপি	হ্যাজার্ড এনালাইসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস পয়েন্টস
এইচসিসিএসপি	হোস্টেড কল সেন্টার সার্ভিস প্রোভাইডারস সেন্টার
এইচকিউ	প্রধান কার্যালয়
এইচটি	উচ্চ ভোল্টেজ
আইবিএএন	আন্তর্জাতিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর
আইডি	আইডেন্টিফিকেশন বা শনাক্তকরণ
আইএলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আইআরসি	আমদানি নিবন্ধন সনদ
আইআরআর	অভ্যন্তরীণ রিটার্ন হার
আইএসবিএন	আন্তর্জাতিক মান সংস্থা বই নম্বর
আইএসপি	ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী
আইটি	তথ্যপ্রযুক্তি
আইটিইএস	তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা
আইটিইউ	আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন
কেডিএ	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
কেডব্লিউ	কিলোওয়াট
এল/সি	লেটার অব ক্রেডিট
এলসিএ	লেটার অব ক্রেডিট অথরাইজেশন
এমডি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এমওসি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
এমওএ	স্মারকলিপি
মডস জোন	রক্ষণাবেক্ষণ, অপারেশন, বিতরণ ও সেবা অঞ্চল
ওপিসি	ওয়ান পার্সন কোম্পানি
ওএসএস	ওয়ান স্টপ সার্ভিস
ওএলএম	অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল
এসএলএ	সেবা আইনগত চুক্তি
টিআইএন	করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর
টিএল	টিম লিডার
ভ্যাট	মূল্য সংযোজন কর
পিআরএ	পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্ট
এসএমএস	শর্ট মেসেজ সার্ভিস
এক্সইএন	নির্বাহী প্রকৌশলী

নির্দেশিকায় ব্যবহৃত প্রধান পরিভাষাসমূহ

পরিভাষা (টার্ম)	নোট / রেফারেন্স
স্বয়ংক্রিয় চালান ব্যবস্থা (এ-চালান)	বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিজিএর ই-পেমেন্ট সিস্টেম – ভ্যাট, কর ও সরকারি ফি জমার জন্য ব্যবহৃত।
ইলেকট্রনিক চালান (ই-চালান)	এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে চালু – সরকারি রাজস্ব ডিজিটালভাবে প্রদানের জন্য।
স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ASYCUDA)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর অধীনে বাংলাদেশ কাস্টমস ব্যবহার করে।
অস্থায়ী আমদানি নিবন্ধন সনদ	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইই) কর্তৃক এক বছরের জন্য ইস্যু করা হয়।
হলফনামা	ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারি পাবলিকের সামনে শপথ করে প্রদত্ত সত্যায়িত বিবৃতি।
সংঘবিধি	কোম্পানির পরিচালনা কাঠামো ও নীতিমালা নির্ধারণকারী নথি (কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী, আরজেএসসি)।
ব্যাংক স্থিতিশীলতা/সক্ষমতা সনদ	আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু।
বিল অব এন্ট্রি	শুল্ক আইনে নির্ধারিত আমদানি/রপ্তানি পণ্যের ঘোষণাপত্র।
বিল অব লেডিং	পণ্য প্রেরক ও পরিবহনকারীর মধ্যে পরিবহন-চুক্তির সরকারি নথি।
বন্ড / প্রতিশ্রুতিপত্র	আর্থিক দায়বদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদানকারী দলিল।
জেলা প্রশাসকের ব্যবসা ও বাণিজ্য শাখা	ট্রেড লাইসেন্স, অনুমোদন ও নো-অবজেকশন সনদ জারি করে।
ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট।
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিবেদন	ঋণগ্রহীতার আর্থিক ইতিহাস যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবহার করে।
কল সেন্টার	বিটিআরসি নিয়ন্ত্রিত গ্রাহকসেবা কেন্দ্র।
নিবন্ধন/ইনকর্পোরেশনের সনদ	আরজেএসসি কর্তৃক কোম্পানি নিবন্ধনের সরকারি নথি।
চালান	পণ্য/সেবার মূল্য ও পরিশোধ নিশ্চিতকারী নথি।
নাগরিক সেবা সনদ	সরকারি দপ্তরের সেবা প্রতিশ্রুতি ও মানদণ্ড।
দাবি নোট	নির্ধারিত সেবা বা পরিশোধযোগ্য অর্থের আনুষ্ঠানিক চাহিদাপত্র।
সরাসরি ব্যবসায়ী তথ্য প্রেরণ (ডিটিআই)	ব্যবসায়ীর অঝণঈটউঅ সিস্টেমে সরাসরি তথ্য দাখিল পদ্ধতি।
দলিল	সম্পত্তির মালিকানা বা অধিকার স্থানান্তরের আইনি প্রমাণ।
ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ	দ্বি-প্রতিলিপি রসিদ যা সরকারি পেমেন্টের প্রমাণ বহন করে।
অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান	পার্টনারশিপ আইন ১৯৩২ অনুযায়ী নিবন্ধিত ব্যবসা।
সাধারণ অগ্রাধিকার ব্যবস্থা	উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য শুল্ক-ছাড় সুবিধা (ডাব্লিউটিও)।
উৎসনিয়ম (জিএসপি)	পণ্যের উৎপত্তি নির্ধারণের আন্তর্জাতিক নিয়ম।
গেজেটভুক্ত কর্মকর্তা	সরকারী গেজেটে যাদের নিয়োগ প্রকাশিত।
সংশ্লিষ্ট দপ্তর	নির্দিষ্ট সনদ বা অনুমোদন ইস্যুকারী দপ্তর।
নামজারি	সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তনের সরকারি রেকর্ড হালনাগাদ।
ক্ষতিপূরণ/নিশ্চয়তা বন্ড	ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আইনি নিশ্চয়তা।
মনোনীত/লিয়েন ব্যাংক	আইআরসি আবেদনপত্রে উল্লেখিত অনুমোদিত ডিলার (অড) ব্যাংক।
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	২৫০ শেয়ারহোল্ডার; জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়যোগ্য নয়।
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	ন্যূনতম ৭ শেয়ারহোল্ডার; শেয়ার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।
রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (পিএসআর)	আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।
ট্রেজারি চালান	সরকারি রাজস্ব বাংলাদেশ ব্যাংকে জমার অফিসিয়াল চালান।
ইউনিয়ন পরিষদ	বাংলাদেশের সর্বনিম্ন স্থানীয় সরকার ইউনিট।
ট্র্যাকিং নম্বর	ডাক/কুরিয়ার পণ্যের অবস্থান ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের কোড।

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেট্রিক্স

পাবলিক সেক্টর

মনোগ্রাম	সংস্থার নাম	লিংক	লাইসেন্সের নাম
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)	https://dscc.gov.bd/[1]	ট্রেড লাইসেন্স
Bangladesh Investment Development Authority BIDA	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	https://www.investbangladesh.gov.bd/	• শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ ও ১০০% বিদেশি বিনিয়োগ) • শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র
	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ও টেস্টিং ইনস্টিটিশন (বিএসটিআই)	https://bsti.gov.bd/	সার্টিফিকেশন মার্ক (CM) লাইসেন্স
	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)	https://doe.gov.bd/	পরিবেশগত ছাড়পত্র
	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফে)	https://dife.dhaka.gov.bd/en	কারখানা নকশা অনুমোদন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সনদ
	ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	https://desco.gov.bd/[2]	বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন
	ওয়াসা	https://dwasa.org.bd/[3]	পানি সংযোগ অনুমোদন
	Fire Service and Civil Defense (FSCD)	https://fireservice.gov.bd/	Fire License
	National Board of Revenue (NBR)	https://nbr.gov.bd/	Taxpayer Identification Number (TIN) Certificate VAT Registration

1 Applicants can obtain a Trade License from the relevant City Corporation, Municipality (Pourashava), or Union Parishad in Bangladesh, depending on the location of their business.

2 Applicants located outside Dhaka should obtain the required connection, approval, permit, or No Objection Certificate (NOC), as applicable, from the relevant local utility service provider or competent authority in their respective jurisdiction.

3 Applicants located outside Dhaka should obtain the required connection, approval, permit, or No Objection Certificate (NOC), as applicable, from the relevant local utility service provider or competent authority in their respective jurisdiction.

Logo	Organization's Name	Link	Name of the Licenses
	Office of Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E)	https://olm.ccie.gov.bd/	Import Registration Certificate (IRC – Commercial) Export Registration Certificate (ERC)
Registrar of Joint Stock Companies and Firms	Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSCF)	https://app.roc.gov.bd/	Name Clearance Certificate for Company Registration of (Private and Public) Company Digital Business Identification (DBID) Certificate
	Titas Gas Transmission & Distribution Company Limited	https://titasgas.gov.bd/	Gas Connection Approval
	National Skills Development Authority (NSDA)	https://nsda.gov.bd/	Skills Development Services
	Office of the Chief Inspector of Boilers	https://boiler.gov.bd/	Boiler Approval
	Ministry of Labour and Employment (MoLE)	https://mole.gov.bd/	Labour Monitoring and Compliance

Private Sector

	Bangladesh Engineering Industry Owners' Association (BEIOA)	http://www.beioa.org.bd/	Membership Certificate
	Bangladesh Electrical Merchandise Manufacturers Association (BEMMA)	https://bemma.org.bd/	Membership Certificate
	Any Scheduled Bank[4]	https://fid.gov.bd/pages/static-pages/694032ba35ce18e1c05614ba	Opening a Bank Account
	Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)	https://bitac.gov.bd/	Technical and Testing Services
	DCCI MCCI FBCCI	https://www.dhakachamber.com/ https://mccibd.org/ https://fbcci.org/	

[4] In Bangladesh, apart from the Central Bank, there are four categories of scheduled banks.

গুরুত্বপূর্ণ লিংক

নং	প্রতিষ্ঠান	ওয়েবসাইট
১	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক (আরজেএসসি)	https://app.roc.gov.bd/
২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	https://nbr.gov.bd/
৩	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)	https://www.dhakachamber.com/
৪	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	https://www.investbangladesh.gov.bd
৫	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)	/
৬	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	https://doe.gov.bd/
৭	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআই অ্যান্ড ই)	https://dife.dhaka.gov.bd/en
৮	ঢাকা ওয়াসা	https://olm.ccie.gov.bd/
৯	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড	https://dwasa.org.bd/
১০	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	https://desco.gov.bd/
১১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি	https://fireservice.gov.bd/
১২	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	https://titasgas.gov.bd/
১৩	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	https://lged.gov.bd/
১৪	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অ্যান্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	https://epb.gov.bd/

লাইসেন্স সম্পর্কে ধারণালাভ

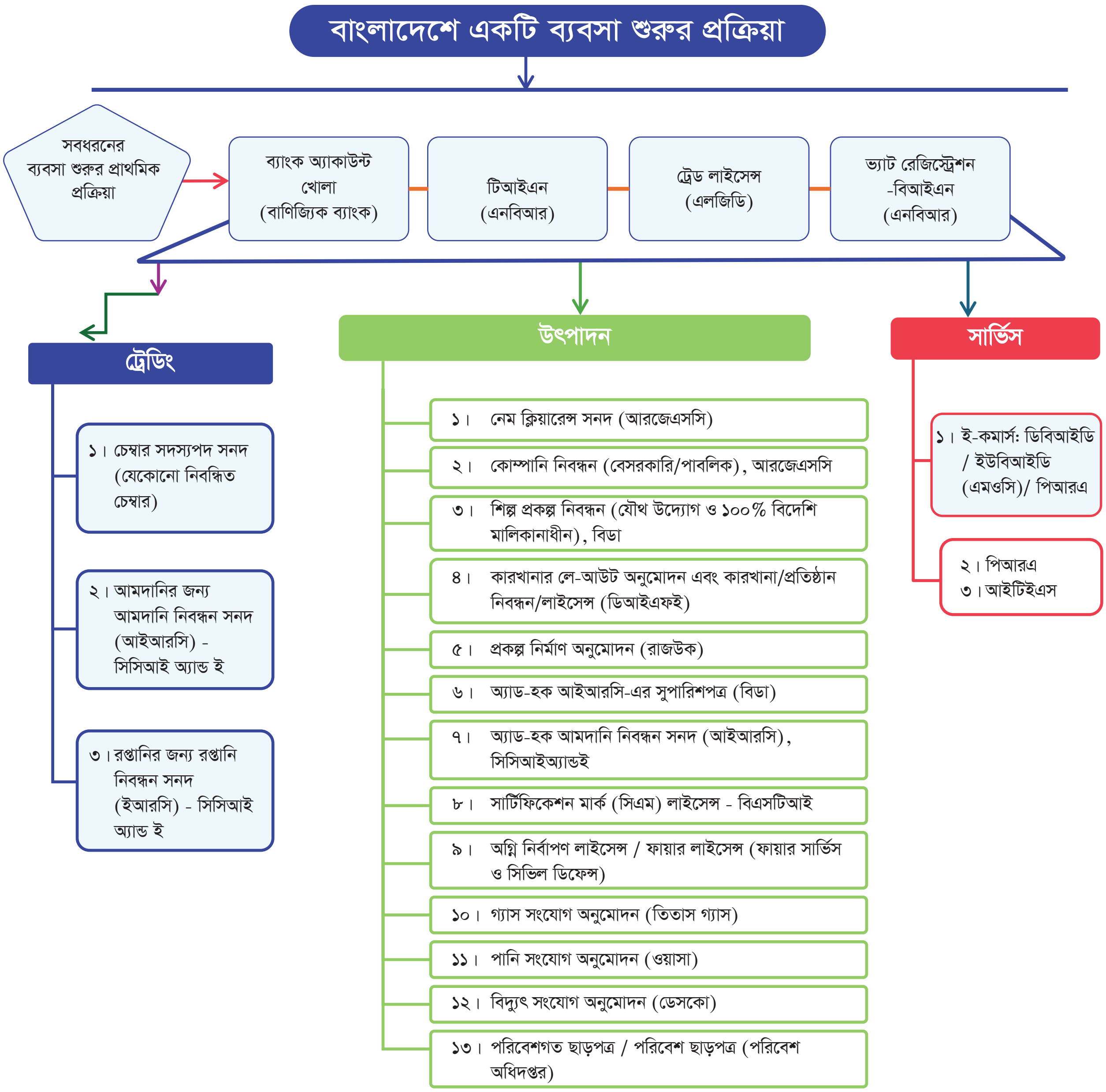

	ট্রেডিং	উৎপাদন	সার্ভিস
প্রয়োজনীয় মোট লাইসেন্স (ব্যবসার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল)	৭	২০	৭
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়ের সংখ্যা	৫	১৫	৭

সিদ্ধান্ত - বিজনেস ট্রি

QUESTIONS:
Are you employing workers?
Will you Manufacturer?
Do you export or import?

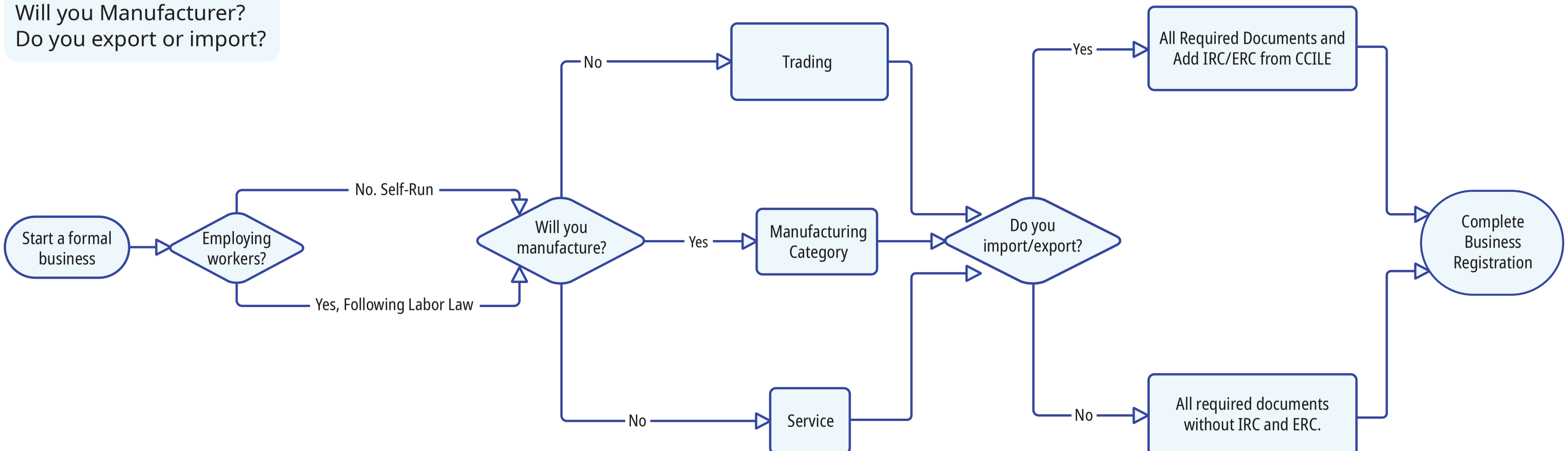

Primary Licenses	Manufacturing Licenses	Trading	Service
• Bank Account • Trade License • TIN • VAT	• BIDA • RJSC • DIFE • BSTI • DOE • Utility	• Chamber • Membership • RC • ERC	E-Commerce (DBID/PRA)

বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু (ট্রেডিং, উৎপাদন ও সেবা খাত) - প্রয়োজনীয় ২৩টি লাইসেন্স

বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করার জন্য ২৩টি লাইসেন্সের অগ্রাধিকার নির্ধারণ

গত কয়েক বছরে, বিল্ড ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সগুলোকে একত্রিত করে ছয়টি সংস্করণে ‘বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সিং গাইডবুক’ প্রকাশ করেছে। এসব গাইডবুকে বিভিন্ন খাতে ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট ৫০০টিরও বেশি লাইসেন্স নথিভুক্ত করা হয়েছে। গাইডবুকসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সাথে বিস্তৃত পরামর্শ এবং স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশনের মাধ্যমে।

স্টেকহোল্ডারদের প্রতিক্রিয়া, রেগুলেটরি প্রয়োজনীয়তা এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকারসমূহের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিল্ড বাংলাদেশে উৎপাদন, ট্রেডিং এবং পরিষেবা-ভিত্তিক ব্যবসা শুরু করার জন্য অপরিহার্য ২৩টি অগ্রাধিকার লাইসেন্স চিহ্নিত করে।

এই নির্বাচন নিম্নোক্ত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল–

- কোন লাইসেন্স কত ঘন ঘন প্রয়োজন হয়,
- ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব কতটা, এবং
- বিভিন্ন খাতে তাদের প্রযোজ্যতা।

এভাবে, ব্যবসায় প্রবেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রস-সেক্টরাল লাইসেন্সগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে আরও কার্যকর ও উদ্যোক্তাবান্ধব করার উদ্দেশ্যই ছিল বিল্ড-এর মূল লক্ষ্য।

বেসিক

- ট্রেড লাইসেন্স
- কোম্পানির ট্যাক্সপেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন)
- বিআইএন (মূল্য সংযোজন কর) নিবন্ধন
- বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা

করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে কোনো কোম্পানিকে বৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ও কর পরিশোধের জন্য করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রয়োজন।
যাদের জন্য প্রয়োজন	নতুন নিবন্ধিত কোম্পানি বা যেসব প্রতিষ্ঠানের টিআইএন নম্বর নেই।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অর্থ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর উইং রাজস্ব ভবন প্লট নং এফ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.incometax.gov.bd

নবায়ন

কত বার	প্রযোজ্য নয়
মাধ্যম	অনলাইন

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পূর্বশর্ত	আরজেএসসি-এর আওতায় কোম্পানি নিবন্ধন অথবা ডিসি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি করপোরেশনের অধীনে নিবন্ধন।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	কোম্পানির নিবন্ধিত নাম	আরজেএসসি নিবন্ধন অনুযায়ী
	ইনকরপোরেশন নম্বর ও তারিখ	আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত
	কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা	
	অনুমোদিত ব্যক্তির নাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি
	ইউনিক মোবাইল নম্বর	যাচাইকরণ ও যোগাযোগের জন্য
	সার্টিফিকেট ডেলিভারির জন্য ইমেল ঠিকানা	

দ্রষ্টব্য: আরজেএসসি নিবন্ধিত নয় এমন কোম্পানিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এনরোলমেন্ট ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে।
ডকুমেন্ট আপলোড সবসময় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত সকল দলিল ও নথিপত্র প্রস্তুত রাখা উচিত।
ব্যাংক সলভেন্সি সনদ

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী কর্তৃক প্রবেশঃ https://www.incometax.gov.bd
ধাপ ২	ফর্ম পূরণ
ধাপ ৩	সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন কোড প্রাপ্তি
ধাপ ৪	অন্যান্য তথ্য প্রদান
ধাপ ৫	অনলাইনে ফর্ম জমা
ধাপ ৬	ইমেইলে সার্টিফিকেট গ্রহণ
ধাপ ৭	টিআইএন সার্টিফিকেট গ্রহণ

প্রক্রিয়াচিত্র

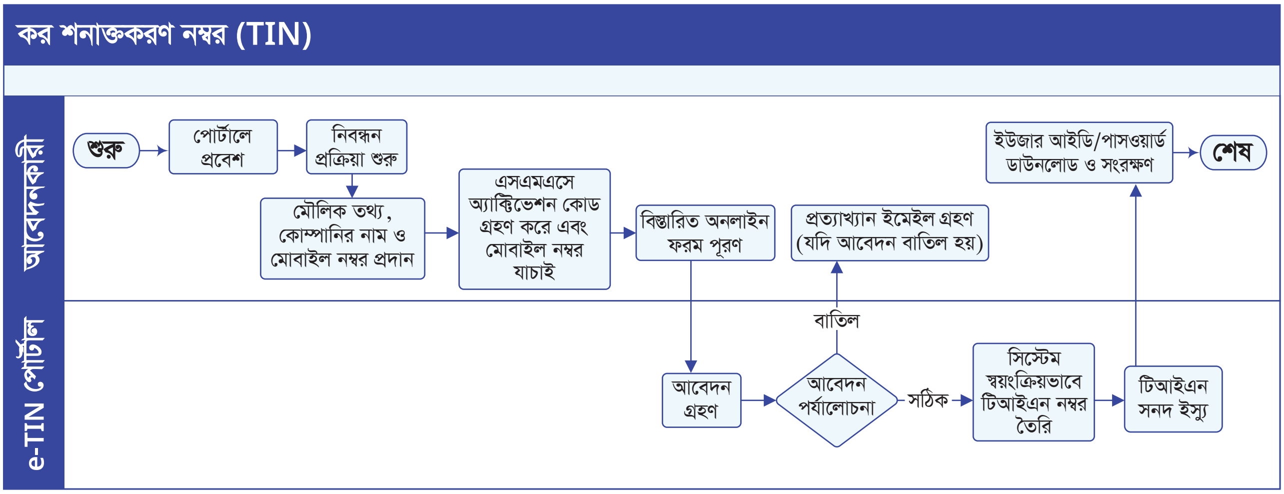

ফি

আবেদন ফর্ম	কোনো ফি নেই
লাইসেন্স ফি	
অন্যান্য চার্জ	

সময়সীমা

এসএলএ / সময়	৩০ মিনিট
সাধারণ প্রসেসিং সময়	সহায়তাকারী সেবা প্রদানকারীর সম্পৃক্ততা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত খরচ সৃষ্টি করতে পারে।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	• ভুল ফর্ম পূরণ করা • ভুল তথ্য (যেমন: নামের বানান, মোবাইল নম্বর) • ঠিকানা কেন্দ্রিক অসামঞ্জস্য
স্থানভেদে পার্থক্য	সার্কেল অফিস
যোগাযোগ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা

বাংলাদেশে একটি ব্যবসা শুরু করতে হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রথম ধাপ। উদ্যোক্তাকে একটি তফসিলি ব্যাংক নির্বাচন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত করতে হয়, যেমন ট্রেড লাইসেন্স (বা শুরুর পর্যায়ে থাকা প্রতিশষ্ঠানের ক্ষেত্রে নামের ছাড়পত্র), কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা নিবন্ধনের কাগজপত্র। সাধারণত অ্যাকাউন্টটি ব্যবসার নামে খোলা হয়, যাতে সমস্ত আর্থিক লেনদেন আইনগতভাবে রেকর্ড হয় এবং স্বচ্ছ থাকে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ:

একটি ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ আলাদা রাখতে সাহায্য করে, সঠিক আর্থিক নথি সংরক্ষণ নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধানসমূহ মেনে চলতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান অর্থ গ্রহণ, সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান, ঋণ বা ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণসহ বিভিন্ন লেনদেন নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে। তাছাড়া, কোম্পানি নিবন্ধন এবং বিভিন্ন লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রমাণ আবশ্যক -- যা ব্যবসা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার মৌলিক ধাপ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ব্যবসার ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র:

ব্যবসার ধরন	প্রয়োজনীয় নথিপত্র
একক স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান	• বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট • ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট • মালিকের সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি • ব্যবসার ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল বা ভাড়ার চুক্তিপত্র)
পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান	• পার্টনারশিপ ডিড (প্রযোজ্য হলে নিবন্ধিত) • বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • পার্টনারশিপের জন্য টিআইএন সার্টিফিকেট • সকল পার্টনারের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট কপি • সকল পার্টনারের পাসপোর্ট সাইজ ছবি • অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পার্টনারশিপ রেজল্যুশন • ব্যবসার ঠিকানার প্রমাণ
লিমিটেড কোম্পানি	• আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট • মেমোরেনডাম এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন • ফর্ম ঢও৩ (পরিচালকদের বিবরণ) – আরজেএসসি থেকে • বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • কোম্পানির টিআইএন সার্টিফিকেট • সকল পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট কপি • অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীদের পাসপোর্ট সাইজ ছবি • বোর্ড রেজল্যুশন (অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন) • নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানার প্রমাণ

একটি চলতি হিসাব (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) খোলার জন্য পছন্দের ব্যাংক নির্বাচন করা, শাখায় গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হয়। প্রাথমিক জমা প্রদান করার পর ব্যাংক আপনার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং প্রক্রিয়া শেষ হলে আপনার অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হয়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংকে অনলাইন সেবা রয়েছে এবং সব নথি প্রস্তুত ও হালনাগাদ থাকলে মাত্র একবার শাখায় গিয়ে এক দিনের মধ্যেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব।

ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন)/ ভ্যাট নিবন্ধন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী ভ্যাট সম্মতির জন্য ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (BIN) সংগ্রহ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসা যা ভ্যাটযোগ্য পণ্য/সেবা বিক্রয়, উৎপাদন বা আমদানি-রপ্তানিতে জড়িত।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অর্থ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর উইং রাজস্ব ভবন প্লট নং এফ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.nbr.gov.bd

নবায়ন

কত বার	প্রযোজ্য নয়
মাধ্যম	অনলাইন (feedbackvat@nbr.gov.bd)

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পূর্বশর্ত	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এবং টিআইএন সার্টিফিকেট। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যক্রম অনুযায়ী আইআরসি/ইআরসি প্রয়োজন হতে পারে।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স	মূল কপির অনুলিপি
	টিআইএন সার্টিফিকেট	মূল কপির অনুলিপি
	আমদানি/রপ্তানি নিবন্ধন সনদের অনুলিপি	প্রযোজ্য হলে
	সব ব্যবসা আউটলেটের ঠিকানাসহ তালিকা	
	ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (মূল)	
	বিডা নিবন্ধন সনদের অনুলিপি	প্রযোজ্য হলে
	মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
	মালিক/ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাসপোর্ট সাইজ ছবি	২ কপি
	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দলিল বা মালিকানার প্রমাণ	মূল কপির অনুলিপি

নোট: নিবন্ধনের পর বিআইএন অবশ্যই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন করতে হবে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	এনবিআর জোনাল অফিস বা এনবিআর ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় নথিসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র জমা
ধাপ ৩	এনবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত নথি যাচাই
ধাপ ৪	প্রয়োজন হলে এনবিআর কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
ধাপ ৫	আবেদনকারী কর্তৃক ভ্যাট নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করে

প্রক্রিয়া চিত্র

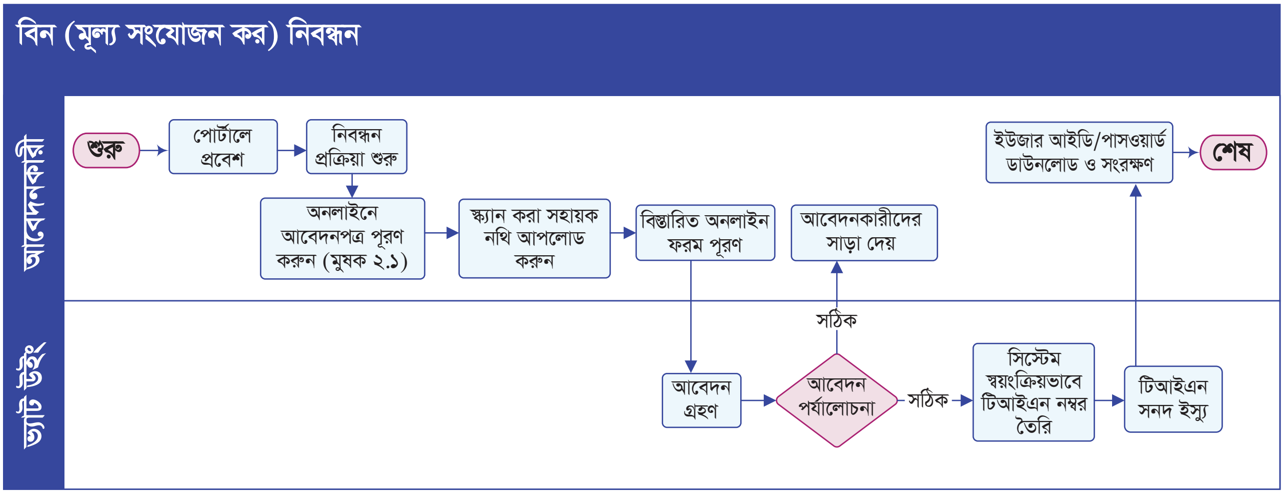

ফি

আবেদন ফর্ম	কোনো সরকারি ফি বা অন্যান্য চার্জ নেই।
লাইসেন্স ফি	
অন্যান্য চার্জ	

সময়সীমা

এসএলএ / সময়	৭-১৪ দিন
সাধারণ প্রসেসিং সময়	৭-১৪ দিন
প্রক্রিয়ায় বিলম্ব এড়াতে সমস্ত জমাকৃত নথি যথাযথভাবে সত্যায়িত এবং সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করুন। ভ্যাট বিধিমালা মেনে চলুন।	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য • যথাযথ নথিপত্র না থাকা বা পুরোনো নথি প্রদান • ভ্যাট রেট নিয়ে বিভ্রান্তি • অনলাইন পোর্টালের কারিগরি সমস্যা • ব্যবসার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য ভুলভাবে বোঝা • ব্যবসায় আগ্রহের অভাব
স্থানীয় ভিন্নতা	ভ্যাট সার্কেল
যোগাযোগ	এনবিআর ভ্যাট উইং

ট্রেড লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	• ব্যবসা পরিচালনার আইনগত অনুমতি প্রাপ্তি। • বাংলাদেশে যেকোনো ব্যবসা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ মেনে চলতে বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক।
যাদের জন্য প্রয়োজন	• প্রোপ্রাইটরশিপ, পার্টনারশিপ এবং লিমিটেড কোম্পানি সহ সবধরনের ব্যবসায়; এছাড়াও যারা ট্রেডিং, সেবা বা উৎপাদন কার্যক্রমে যুক্ত। • মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ – সব ধরনের উদ্যোক্তার জন্য প্রযোজ্য।
সেবার আওতা	• সারা দেশে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদান করা হয়।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং ২৩-২৬, রোড নং ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ফোন: +৮৮ ০২-৯৮৬০৬৮৮ ওয়েবসাইট: www.dncc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিঙ্ক	http://erevenue.dncc.gov.bd

নবায়ন

বাৎসরিক	(আবেদনকারী একবারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারেন)
অনলাইন ও অফলাইন	(ই-ট্রেড লাইসেন্স, স্থানীয় সরকার বিভাগ)

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পূর্বশর্ত	বৈধ ও হালনাগাদ নাগরিকত্ব থাকতে হবে।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	নির্ধারিত আবেদনপত্র	http://erevenue.dncc.gov.bd
	সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি	৩ কপি, ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সত্যায়িত
	ভাড়ার চুক্তিপত্র / মালিকানার প্রমাণপত্র	সম্পত্তি নিজস্ব হলে হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ প্রদান করতে হবে
	ভাড়া প্রদানের রশিদ	রশিদের একটি অনুলিপি
	স্মারকলিপি (Memorandum) – লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে	কেবল লিমিটেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য
	জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মূলের অনুলিপি
	পরিশোধিত মূলধন	কেবল লিমিটেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য
	কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN)	
	ব্যাংক সলভেন্সি সনদ	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	লগ-ইন করুন http://erevenue.dncc.gov.bd
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় সব তথ্যসহ ফরম পূরণ করে জমা দান
ধাপ ৩	লাইসেন্সিং সুপারভাইজার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ধাপ ৪	পরিদর্শন প্রতিবেদন ইতিবাচক হলে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ
ধাপ ৫	আবেদনকারী কর্তৃক পোর্টালের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি পরিশোধ
ধাপ ৬	আবেদনকারী কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ

প্রক্রিয়াচিত্র

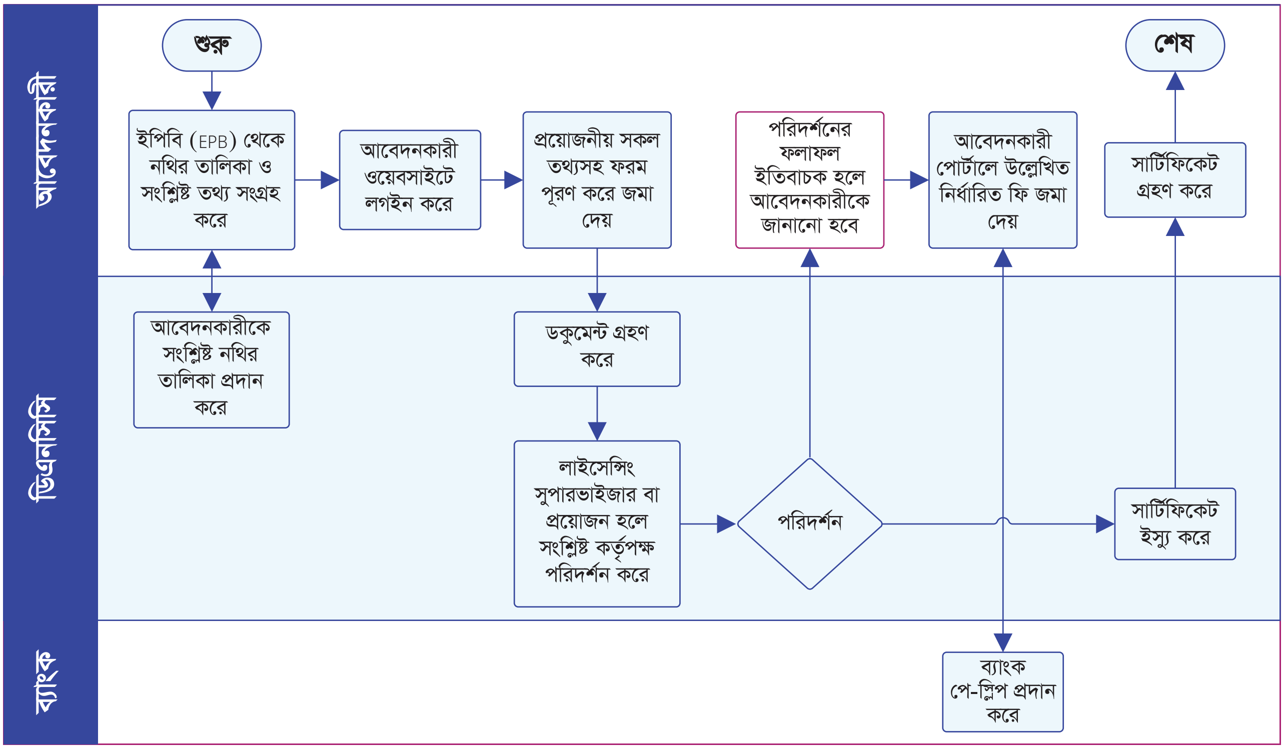

ফি

আবেদন ফরম	১০.০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

সময়সীমা

এসএলএ/ সময়	৩-৭ কার্যদিবস (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)
প্রক্রিয়াকরণের স্বাভাবিক সময়	যদি আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি সঠিকভাবে প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়, তাহলে লাইসেন্স ইস্যু করার প্রক্রিয়ায় সাধারণত কোনো বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটার কারণ হলো, অনেক আবেদনকারী সম্পূর্ণ বা যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত হালনাগাদ নথি প্রদান করতে ব্যর্থ হন। এর ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের ডিসক্রিশনারি ট্রিটমেন্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া, অনথিভুক্ত শর্তাবলিও বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র		
	নথিপত্র	**মন্তব্য**
	বিদ্যমান ট্রেড লাইসেন্স নম্বর	সনাক্তকরণের জন্য
	নবায়ন ফি	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়াকরণের ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী পোর্টালের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স নম্বর জমা দেবেন
ধাপ ২	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ১-৫ বছরের নবায়ন ফি পরিশোধ করবেন
ধাপ ৩	নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করবেন

ফি

	ব্যবসার ধরন ও আকার অনুযায়ী নবায়ন ফি নির্ধারিত হয়, যার সঙ্গে প্রযোজ্য সারচার্জ, ভ্যাট এবং আয়কর অন্তর্ভুক্ত থাকে।

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	• অতিরিক্ত নথিপত্র এবং ওভারল্যাপিং শর্তাবলি • ম্যানুয়াল/ ম্যানুয়াল-ডিজিটাল মিশ্র প্রক্রিয়া • স্বচ্ছতার অভাব এবং প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা • বার বার নবায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া • সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অদক্ষতা • পরিদর্শনে বিলম্ব • সামঞ্জস্যের অভাব
স্থানভেদে পার্থক্য তারতম্য	সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ফি এবং কাগজপত্রের শর্তাবলির মধ্যে স্থানভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে।
যোগাযোগ	ডিএনসিসি কার্যালয়

উৎপাদন
কোম্পানির জন্য
নেম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট
প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানি নিবন্ধ
শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন যৌথ উদ্যোগ ও
১০০% বিদেশি মালিকানাধীন
কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স
প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন
শিল্প খাতে অ্যাড-হক আইআরসি
(Industrial IRC) এর জন্য সুপারিশপত্র
অ্যাড-হক শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ
(Industrial Import Registration Certificate – Ad-Hoc)
সার্টিফিকেশন মার্ক (CM) লাইসেন্স
ফায়ার লাইসেন্স
গ্যাস সংযোগ
পানির সংযোগ অনুমোদন
(বাণিজ্যিক বা শিল্প)
বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন
এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

নামের ছাড়পত্র সনদ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) জন্য নামকরণ নামের ছাড়পত্র সনদ একটি পূর্বশর্ত।
যাদের জন্য প্রয়োজন	নতুন কোম্পানি, সমিতি বা ট্রেড সংগঠনের প্রমোটররা।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি), টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd I‡qemvBU: www.roc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://app.roc.gov.bd/

নবায়ন

কতবার	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন (https://app.roc.gov.bd/)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	প্রস্তাবিত নতুন সত্তার প্রমোটর হতে হবে।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	নামের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন	
	প্রমোটরদের ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	শুধু কোম্পানির জন্য

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে
ধাপ ২	আরজেএসসি ওয়েবসাইটে ই-অ্যাকাউন্ট খোলে
ধাপ ৩	আরজেএসসি ওয়েবসাইটে প্রাথমিক নাম অনুসন্ধান করে
ধাপ ৪	ফি জমা দেয়
ধাপ ৫	টাকা জমার রসিদ/মানি রিসিপ্ট জমা দেয়
ধাপ ৬	নেম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে

প্রক্রিয়াচিত্র

নাম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

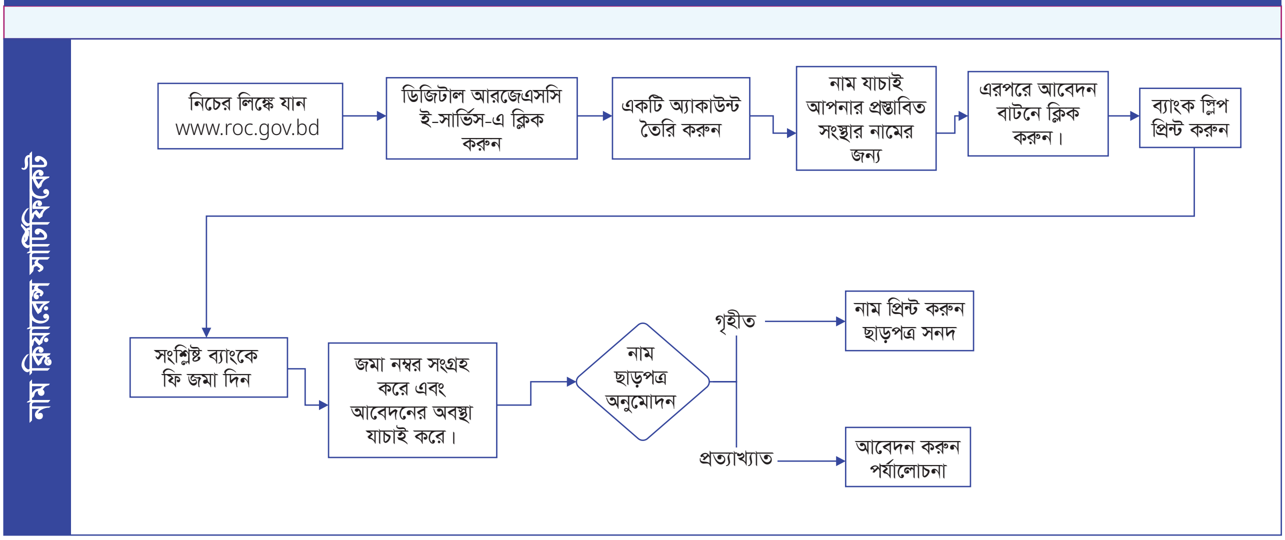

ফি

আবেদন ফর্ম	অনলাইন
লাইসেন্স ফি	কোম্পানির জন্য নেম ক্লিয়ারেন্স (NC): প্রস্তাবিত প্রতিটি নামের জন্য ৫০০ টাকা পার্টনারশিপ ফার্মের জন্য NC: ৫০০ টাকা সোসাইটির জন্য NC: ২,০০০ টাকা ট্রেড অর্গানাইজেশনের জন্য NC: ৫০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	কোনো নির্দিষ্ট চার্জ নেই

প্রক্রিয়াকরণের সময়

স্ট্যাচুয়েটরি এসএলএ	৪ ঘণ্টা
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	১ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• প্রস্তাবিত নামের সমস্যা (সম্পূর্ণ আলাদা না হওয়া) • আবেদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা • ওয়েবসাইট ও সার্ভারজনিত সমস্যা (ইন্টারনেট সংযোগ, সার্ভার ডাউন ইত্যাদি)
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি), টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

কোম্পানি নিবন্ধন (প্রাইভেট ও পাবলিক)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে একটি কোম্পানির আইনগত ভিত্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	প্রাইভেট কোম্পানি, পাবলিক কোম্পানি, ওয়ান পার্সন কোম্পানি (ঙচঈ), বিদেশি কোম্পানি, ট্রেড অর্গানাইজেশন, সমিতি (Societies), এবং পার্টনারশিপ ফার্ম।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি) টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://app.roc.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন সম্পন্ন হয়।
পদ্ধতি	অনলাইন (https://app.roc.gov.bd/)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	বৈধ নেম ক্লিয়ারেন্স সনদ থাকতে হবে (বিদেশি কোম্পানি এবং পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই)।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়। বিস্তারিত তালিকা মূল টেক্সটেদেখুন।		
প্রতিষ্ঠানের ধরন	**প্রয়োজনীয় নথিপত্র**	
প্রাইভেট কোম্পানি	১। মেমোরেনডাম I আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল কপি + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং পরিবর্তনের নোটিশ [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX পূরণকৃত: পরিচালকের কার্যনির্বাহের সম্মতি [ধারা ৯২] ৫। ফরম X পূরণকৃত: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII পূরণকৃত: পরিচালক, ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ৮। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি চালানের (ফটোকপি) রসিদ	
প্রাইভেট কোম্পানি	১। মেমোরেনডাম I আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল কপি + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং পরিবর্তনের নোটিশ [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX পূরণকৃত: পরিচালকদের কার্যনির্বাহের সম্মতি [ধারা ৯২] ৫। ফরম X পূরণকৃত: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII পূরণকৃত: পরিচালক/ম্যানেজার/ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। ফরম XIV পূরণকৃত: ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ঘোষণাপত্র (প্রসপেক্টাসের পরিবর্তে বিবৃতি জমা দিলে প্রযোজ্য) [ধারা ১৫০] ৮। ফরম XI (প্রয়োজন হলে): প্রস্তাবিত কোম্পানিতে যোগ্যতার শেয়ার গ্রহণের চুক্তি [ধারা ৯২] ৯। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ১০। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও ট্রেজারি চালানের ফটোকপি	

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রয়োজনীয় নথিপত্র
ওপিসি	১। ফরম XXXVI পূরণকৃত: কোম্পানির চার্টার/স্ট্যাচুট/মেমোরেনডাম/আর্টিকেলস (কোম্পানির গঠনসংক্রান্ত দলিল) ২। ফরম XXXVII পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড/প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৩। ফরম XXXVIII পূরণকৃত: পরিচালক ও ম্যানেজারদের তালিকা [ধারা ৩৭৯] ৪। ফরম XXXIX পূরণকৃত: নোটিশ–সার্ভিস গ্রহণের অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ [ধারা ৩৭৯] ৫। ফরম XLII পূরণকৃত: বাংলাদেশে ব্যবসা স্থানের ঠিকানা ও পরিবর্তনসমূহ [ধারা ৩৭৯(১)] ৬। নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংক থেকে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি
বিদেশি কোম্পানি	১। ফরম XXXVI পূরণকৃত: কোম্পানির চার্টার/স্ট্যাচুট/মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস (কোম্পানির গঠনসংক্রান্ত দলিল) ২। ফরম XXXVII পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড বা প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৩। ফরম XXXVIII পূরণকৃত: পরিচালক ও ম্যানেজারদের তালিকা [ধারা ৩৭৯] ৪। ফরম XXXIX পূরণকৃত: সার্ভিস গ্রহণের অনুমোদিত ব্যক্তিদের রিটার্ন [ধারা ৩৭৯] ৫। ফরম XLII পূরণকৃত: বাংলাদেশে প্রধান ব্যবসা স্থানের ঠিকানা বা পরিবর্তনসমূহ [ধারা ৩৭৯(১)] ৬। তফসিলি ব্যাংক থেকে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি
ট্রেড অর্গানাইজেশন	১। মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: নিবন্ধন ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা ও পরিবর্তন [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX: পরিচালকের সম্মতিপত্র [ধারা ৯২] ৫। ফরম X: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII: পরিচালক/ম্যানেজার/ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। সরকারি লাইসেন্স (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেড লাইসেন্স) ৮। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ৯। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও ট্রেজারি চালানের ফটোকপি
সোসাইটি	১। মেমোরেনডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ২। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র
পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান	১। ফরম ও: নিবন্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ২। পার্টনারশিপ ডিড

ফি

আবেদন ফরম	অনলাইন
লাইসেন্স ফি	কোম্পানি/পার্টনারশিপ ফার্ম/ট্রেড অর্গানাইজেশন: ৫০০ টাকা সোসাইটি: ২,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

সময়সীমা

স্ট্যাচুয়েটরি এসএলএ/অনলাইন	৩০ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	অনুগ্রহ করে প্রথমে ইমেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিডা (BIDA) পোর্টালে (https://app.roc.gov.bd/) একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ২	আবেদনকারী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
ধাপ ৩	আবেদন ফরম সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন (বাধ্যতামূলক ঘরগুলো বাদ দেবেন না)।
ধাপ ৪	সমস্ত তথ্য পুনরায় যাচাই করুন এবং আবেদন সেভ করুন।
ধাপ ৫	প্রাসঙ্গিক সকল নথির স্ক্যান কপি আপলোড করুন।
ধাপ ৬	পূর্ণাঙ্গ আবেদন সেভ করে জমা দিন।
ধাপ ৭	আবেদন অনুমোদিত হলে আবেদনকারীকে ফি জমা দেওয়ার জন্য জানানো হবে।
ধাপ ৮	নির্দেশনা অনুযায়ী পেমেন্ট গেটওয়ে বা কাউন্টারের মাধ্যমে ফি জমা দিন।
ধাপ ৯	নির্ধারিত দিনের জন্য অপেক্ষা করুন।
ধাপ ১০	আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে অনুমোদন/সনদ/নিবন্ধন/পারমিট সংগ্রহ করবেন।

প্রক্রিয়া চিত্র

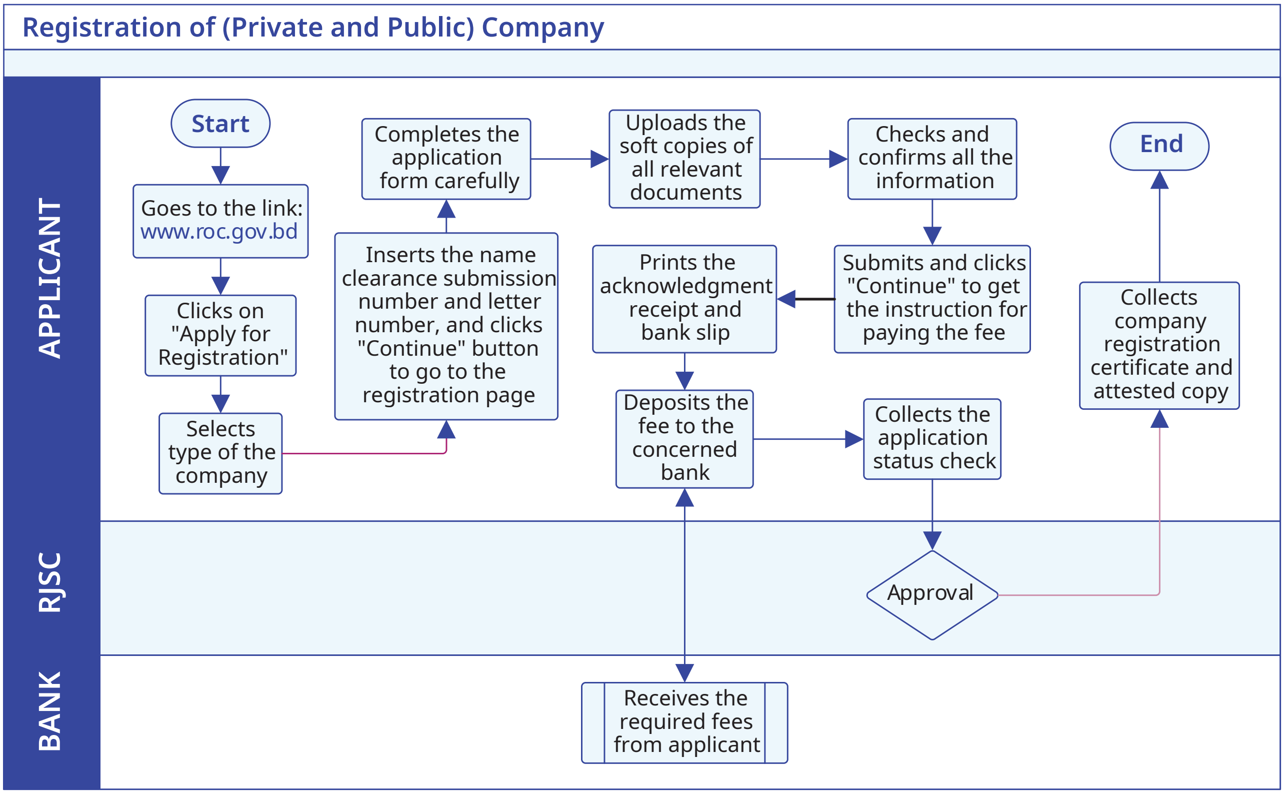

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নবায়নের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নথি উল্লেখ নেই (বার্ষিক রিটার্নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়)।
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	বার্ষিক রিটার্ন দাখিল।
ফি	বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের সঙ্গে সম্পর্কিত ফি।

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নেম ক্লিয়ারেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া • আরজেএসসি পোর্টালের সমস্যা • অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি • ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জটিলতা (বিশেষ করে বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে) • বিদ্যমান শর্তাবলি/বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা
স্থানভেদে ভিন্নতা	আরজেএসসি নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ হলে 'সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন' ইস্যু করে– • প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য নেম ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ফার্ম ব্যতীত) • নেম ক্লিয়ারেন্সের সনদের মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধনের আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ফার্ম ব্যতীত) • মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন (গড়অ্ অড়অ), নির্ধারিত ফরম ও সময়সূচি যথাযথভাবে প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়েছে • প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ও ফি প্রদান করা হয়েছে
যোগাযোগ	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি) টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ এবং ১০০% বিদেশি মালিকানাধীন)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	যৌথ উদ্যোগ বা ১০০% বিদেশি বিনিয়োগসহ শিল্প প্রকল্পকে বিডা (BIDA)-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব কোম্পানি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগসহ শিল্প প্রকল্প স্থাপন করছে।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (চগঙ) / প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় (CAO)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বিনিয়োগ ভবন, ই-৬/বি, আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: +৮৮০-২-৪৪৮২৬৭৯৫-৯৯ ইমেইল: info@bida.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.bida.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	কোম্পানিটি অবশ্যই ইনকরপোরেটেড হতে হবে এবং কারখানার অবস্থান অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**
১। যথাযথভাবে পূরণকৃত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) নির্ধারিত আবেদনপত্র	
২। ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	
৩। ট্রেড লাইসেন্সের কপি	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত (কারখানার অবস্থান অনুযায়ী) এবং নির্দিষ্ট সেক্টর উল্লেখ থাকতে হবে
৪। কোম্পানির টিআইএন সার্টিফিকেটের কপি	
৫। স্থানীয় ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা	কোম্পানির অফিসিয়াল প্যাডে জমা দিতে হবে
৬। এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট	
৭। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/পরিচালকেটের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি)	শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত সেক্টরের ক্ষেত্রে
৮। মেমোরেনডাম ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন	

সকল নথি কোম্পানির চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডিরেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী ওএসএস (OSS) ফরম পূরণ করেন
ধাপ ২	আবেদনকারী ফি-সূচি অনুযায়ী যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে বিডা (BIDA)-এর পক্ষে নিবন্ধন ফি জমা দেন এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেন
ধাপ ৩	আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র জমা দেন
ধাপ ৪	বিডা আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং কাউন্টার বা রিসেপশনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একটি ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে
ধাপ ৫	বিডা আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে; উপযুক্ত মনে হলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে

প্রক্রিয়া চিত্র

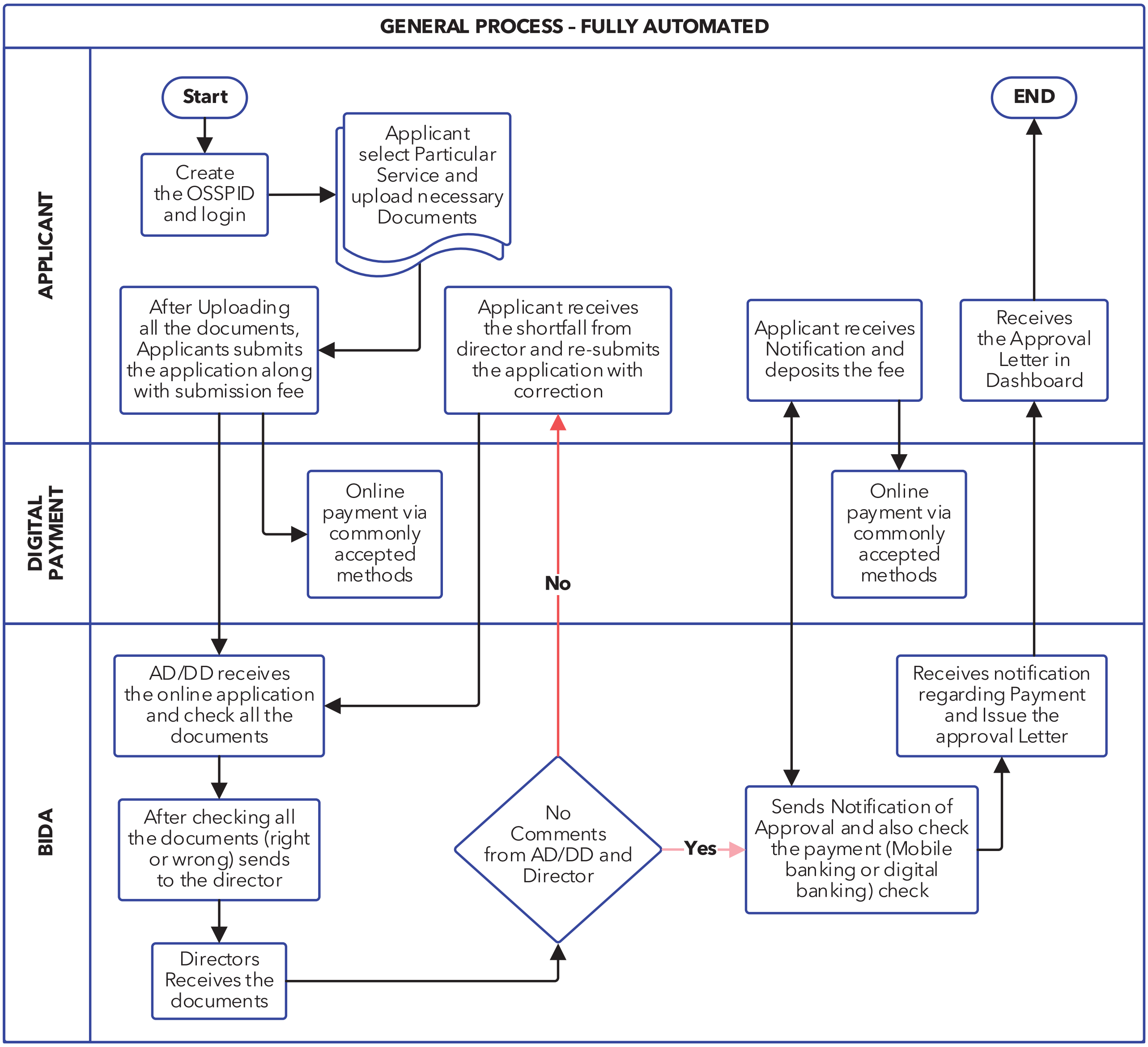

ফি

আবেদন ফরম	২৫০ টাকা
লাইসেন্স ফি	প্রকল্প বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে নিবন্ধন ফি (মূল নথির ফি-সূচি দেখুন) ৫,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য চার্জ	নির্দিষ্ট কিছুর উল্লেখ নেই

সময়সীমা

এসএলএ/সময়	১ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রয়োজনীয় হালনাগাদ নথিপত্রের উপর নির্ভরশীল

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• একাধিক ধাপে যাচাই-বাছাই হওয়ায় অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয় • নথিপত্রের ওভারল্যাপিং–যেমন ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, প্রকল্প প্রোফাইল, এনওসি–বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার জমা দিতে হয় • অনলাইন ওয়ান-স্টপ সার্ভিস থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে অফলাইনে ফলো-আপের প্রয়োজন হয় • আরজেএসসি, এনবিআর এবং সিটি করপোরেশনের মতো সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সঠিক সমন্বয়ের অভাব; পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াগত নির্দেশনার ঘাটতি
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ **ইমেইল:** service@bida.gov.bd

কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	কারখানাটি নিয়ম ও বিধিমালা অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ (কমপ্লায়েন্ট) কিনা তা নিশ্চিত করা
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে কারখানা নির্মাণ করতে চায়
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রম ভবন ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://dife.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	আরজেএসসি-এর আওতায় কোম্পানি নিবন্ধন অথবা ডিসি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি করপোরেশনের অধীনে নিবন্ধন।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	• ফর্ম ৭৬ ও ৭৭ (কারখানা)	ফর্ম ৭৭ শুধুমাত্র দোকানের জন্য
	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	• মালিকের এনআইডি	
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	• মেমোরেনডাম অফ আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার ব্লুপ্রিন্ট কপি	প্রযোজ্য হলে
	• ট্রেজারি চালান	
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	• ফায়ার লাইসেন্স	
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	• বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	• আইন অনুযায়ী অন্যান্য নথিপত্র	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ফরম-৭৬ এবং ফরম-৭৭ ভিত্তিক আবেদন জমা দিন
ধাপ ২	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন
ধাপ ৩	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই
ধাপ ৪	সনদ/লাইসেন্স প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

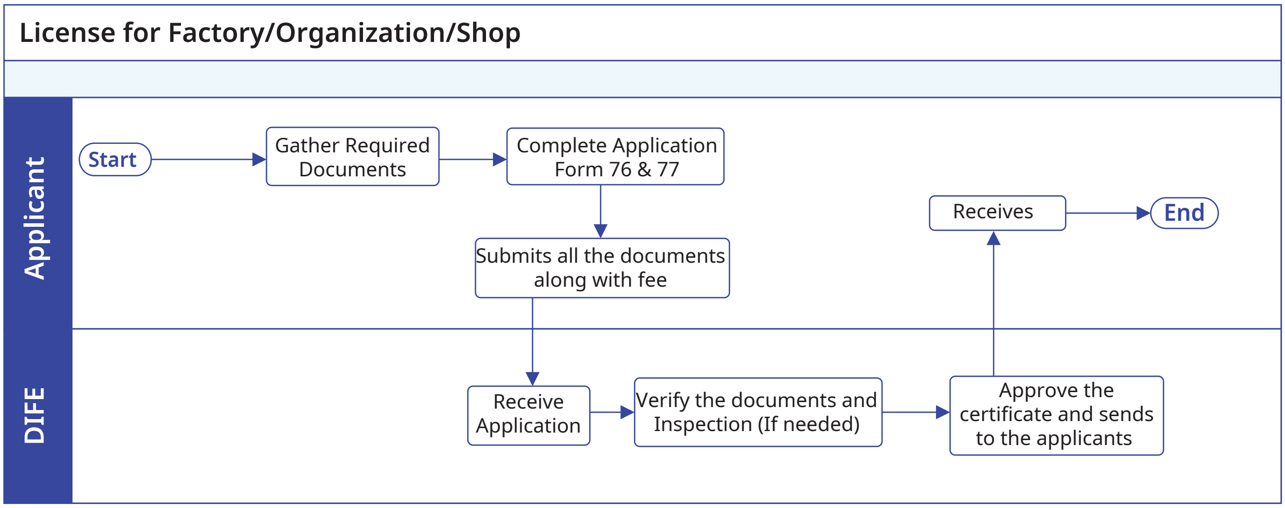

ফি

আবেদন ফরম	
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ , তফসিল ৭ অনুযায়ী
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

সময়সীমা

এসএলএ	৪৫ কর্মদিবস
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য হতে পারে

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	নথিপত্র	মন্তব্য
	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	• মালিকের এনআইডি	
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	• মেমোরেনডাম অব আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার ব্লুপ্রিন্ট কপি	প্রযোজ্য হলে
	• ট্রেজারি চালান	
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	• ফায়ার লাইসেন্স	
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	• বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	• অন্যান্য নথিপত্র	আইন অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১:	ফর্ম-৭৭ এর ভিত্তিতে আবেদন
ধাপ ২:	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন
ধাপ ৩:	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই
ধাপ ৪:	সনদ/লাইসেন্স প্রদান
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তফসিল ৭ অনুযায়ী

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নবায়নের জন্য অনেক নথি প্রয়োজন হয় • আবেদনের পর্যালোচনা করেন একাধিক কর্মকর্তা–অথরাইজড অফিসার (AO), অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (AAO), চিফ ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর, ট্রেসার প্রমুখ • শ্রম আইন, সেফটি/বিল্ডিং কোড, পরিবেশগত বিধানসহ একাধিক নিয়ম-বিধির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয় • আন্তঃসংস্থার সমন্বয় সমস্যার কারণে পরস্পরবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি হয়
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd

প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	একটি প্ল্যান্ট/ভবন নির্মাণের জন্য সরকারি অনুমোদন গ্রহণ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কোনো ভবন বা প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।
সেবার আওতা	আঞ্চলিক (এলাকাভিত্তিক)

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ০১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ইমেইল: chairman@rajukdhaka.gov.bd ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৪৫৭৭ ওয়েবসাইট: www.rajukdhaka.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	http://www.rajukdhaka.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	জমির আইনগত মালিকানা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	নথিপত্র
আবেদনপত্র (ফর্ম নং: ১০১)	
জমির দলিল	
ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ (DCR)	
পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	প্রযোজ্য হলে
নামজারি (Mutation)	
ইনডেমনিটি বন্ড	
খসড়া প্রকাশনা ফর্ম	
পরিকল্পনার ৯ (নয়) সেট	দশতলা পর্যন্ত ভবনের জন্য
বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন	দশতলার বেশি ভবনের ক্ষেত্রে; পাশাপাশি ৯টি সংস্থার পূর্বানুমোদন প্রয়োজন

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	রাজউক (RAJUK) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন
ধাপ ২	নতুন রেজিস্ট্রেশন করুন (নাম, মোবাইল, ইমেইল, ঠিকানা, পাসওয়ার্ড)
ধাপ ৩	মোবাইল ও ইমেইল ভেরিফাই করুন (ভেরিফিকেশন কোড দিয়ে লগইন)
ধাপ ৪	ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন
ধাপ ৫	"Construction Permit" মেনুতে যান→ "Add New Construction Permit" ক্লিক করুন
ধাপ ৬	পেজ ০১: জমি ও আবেদনকারীর তথ্য প্রদান
ধাপ ৭	পেজ ০২: প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য প্রদান
ধাপ ৮	পেজ ০৩: অতিরিক্ত তথ্য প্রদান
ধাপ ৯	আবেদন জমা দিন

প্রক্রিয়া চিত্র

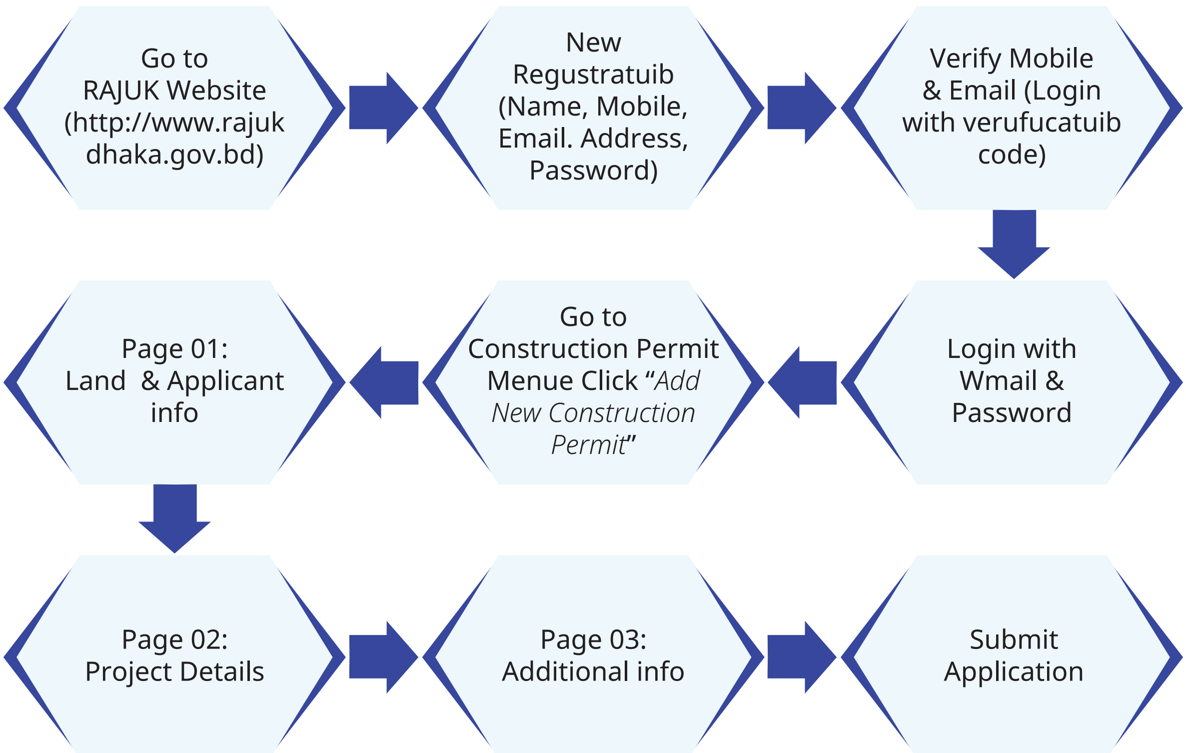

ফি

আবেদন ফরম	৩০০ টাকা
জমির ছাড়পত্র ফরম ফি	১০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	নির্মাণের মোট বর্গফুট অনুযায়ী ভিন্ন হয় (বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন রুলস ২০০৮-এর ফি সূচি অনুযায়ী)।

সময়সীমা

এসএলএ	তিন (৩) বছর
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	প্রযোজ্য নয়
ধাপসমূহ	প্রযোজ্য নয়
ফি	প্রযোজ্য নয়

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• অগ্নিনির্বাপক ও সিভিল ডিফেন্স, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি বহু সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হয়– যা আবেদনকারীরা অনেক সময় জানেন না • নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা নেই • অতিরিক্ত EIA রিপোর্ট প্রয়োজন হলে বিলম্ব ঘটে
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ কেন্দ্র	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ০১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ইমেইল: chairman@rajukdhaka.gov.bd ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৪৫৭৭ ওয়েবসাইট: www.rajukdhaka.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (Industrial IRC) পাওয়ার জন্য বিডা (BIDA) থেকে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করা।
যাদের জন্য প্রযোজ্য	কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন রয়েছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ ইমেইল: service@bida.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.bida.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	অবশ্যই বিডা কর্তৃক নিবন্ধিত কোম্পানি হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
বিডা (BIDA) নিবন্ধন ও সর্বশেষ সংশোধনপত্র	
যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র	
ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	
ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট	
প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিযোগ্য কাঁচামালের তালিকা	
ট্রেড লাইসেন্সের কপি	কারখানার অবস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং নির্দিষ্ট সেক্টর উল্লেখ থাকতে হবে
ফায়ার লাইসেন্স	হালনাগাদ
পরিবেশগত ছাড়পত্র / এনওসি	হালনাগাদ
সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ	হালনাগাদ
স্থানীয়/আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা	সিরিয়াল নং, যন্ত্রের নাম, পরিমাণ এবং মূল্য উল্লেখ করতে হবে
ট্রেজারি চালান	আমদানি নীতিমালা অনুযায়ী চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট-এর পক্ষে জমা দিতে হবে
(সকল নথি কোম্পানির চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডিরেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে)	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী ওএসএস (OSS) ফর্ম পূরণ করেন
ধাপ ২	আবেদনকারী যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে বিডা (BIDA)-এর পক্ষে ২৫০ টাকা নিবন্ধন ফি জমা দেন এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেন
ধাপ ৩	আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র জমা দেন
ধাপ ৪	বিডা আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং কাউন্টার/রিসেপশনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একটি ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে
ধাপ ৫	বিডা আবেদনপত্র ও সংযুক্ত নথিসমূহ পর্যালোচনা করে এবং উপযুক্ত হলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে

প্রক্রিয়া চিত্র

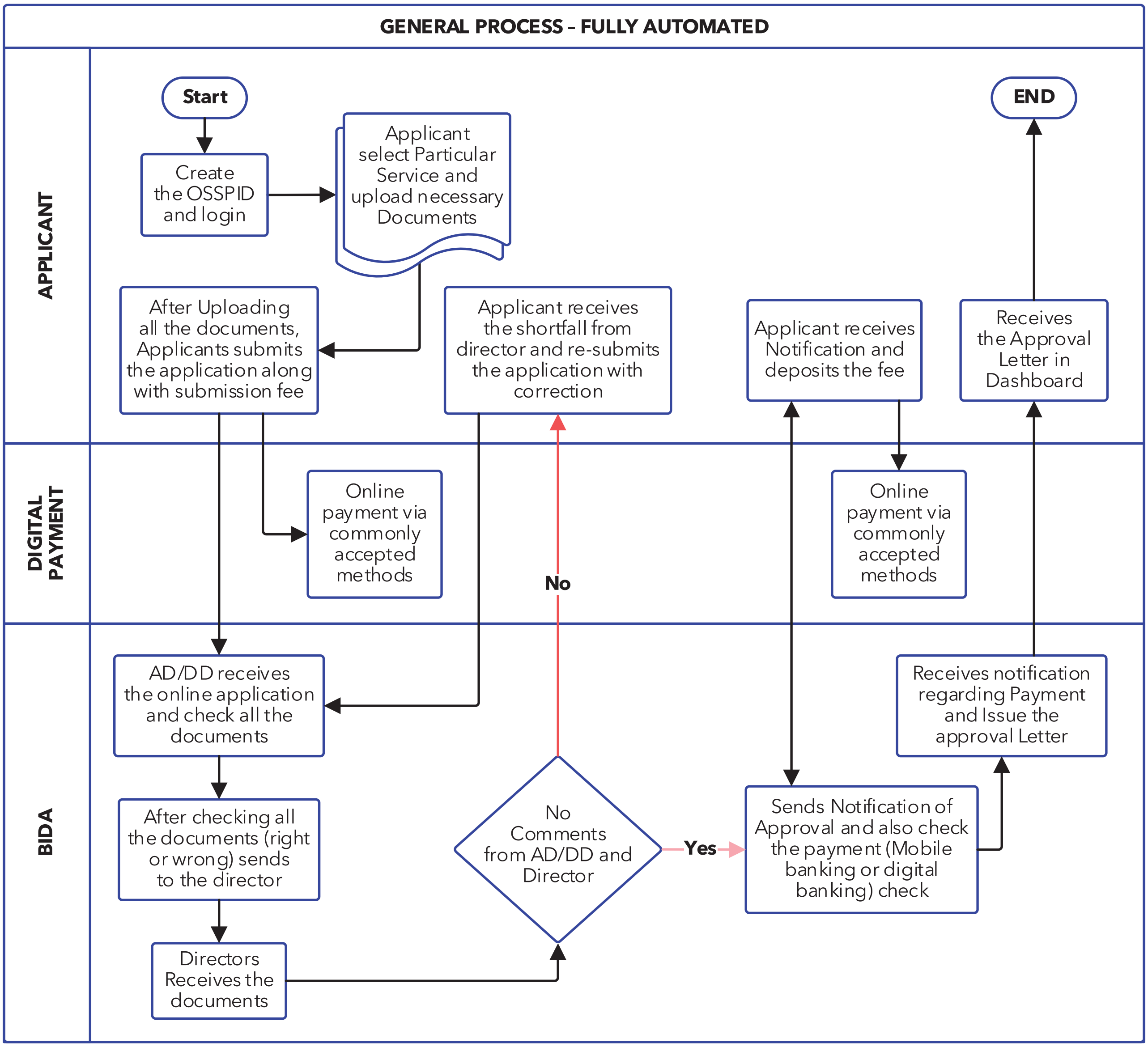

ফি

আবেদন ফরম	২৫০ টাকা
লাইসেন্স ফি	অন্তর্ভুক্ত
অন্যান্য চার্জ	সুনির্দিষ্ট নয়

সময়সীমা

এসএলএ	সুনির্দিষ্ট নয়
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	সাত কর্মদিবস (প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমাদানের ওপর নির্ভরশীল)

নবায়ন (প্রয়োজন হলে)

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
ফি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• বিডা (BIDA), ডাইফে (DIFE), স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং ইউটিলিটি প্রদানকারীদের যাচাই-বাছাইয়ে সময় লাগে • সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটালভাবে সম্পন্ন করার সীমিত সুযোগ • বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার অভাব
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ ইমেইল: service@bida.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (অ্যাড-হক)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিধিবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা শিল্প খাতে কাঁচামাল আমদানির সঙ্গে যুক্ত।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) এনএসসি টাওয়ার (১৫তম তলা), ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ইমেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	অবশ্যই বিডা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশপত্র থাকতে হবে (শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
ট্রেড লাইসেন্স	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত
ই-টিআইএন (e-TIN) এবং ভ্যাট রিটার্ন জমাদান/ অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপের কপি	
নির্ধারিত ব্যাংক থেকে সুপারিশপত্র	
সংশ্লিষ্ট চেম্বার/ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যপদ সনদ	
আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	
আমদানি/রপ্তানির প্রাসঙ্গিক লাইসেন্স/অনুমতি	বিশেষায়িত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে
রেজিস্টার্ড পার্টনারশিপ ডিড অথবা আরজেএসসি প্রদত্ত সনদ	পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্রে
আরজেএসসি প্রদত্ত ইনকরপোরেশন সনদ এবং ফর্ম-XII	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
ব্যাংকের সুপারিশপত্র এবং অ্যাকাউন্ট লেনদেনের বিবরণ	একক মালিকানাধীন (প্রোপ্রাইটরশিপ) ব্যবসার ক্ষেত্রে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/ এ লগ-ইন করুন
ধাপ ২	আপনার এনআইডি অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার প্রয়োজনীয় সেবা নির্বাচন করুন
ধাপ ৪	আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পূরণ করুন
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় সকল প্রাসঙ্গিক নথি স্ক্যান করে আপলোড করুন
ধাপ ৬	ছবি বা ডকুমেন্ট আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন যে সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়
ধাপ ৭	চূড়ান্ত জমার আগে আবেদনপত্র পর্যালোচনা করতে "Save as Draft" নির্বাচন করুন
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে যান এবং আপনার আবেদন পর্যালোচনা করুন
ধাপ ৯	কোনো ভুল পাওয়া গেলে বা আবেদন অসম্পূর্ণ হলে সংশোধন করে জমা দিন
ধাপ ১০	আবেদন জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্র্যাকিং নম্বর তৈরি হবে

প্রক্রিয়া চিত্র

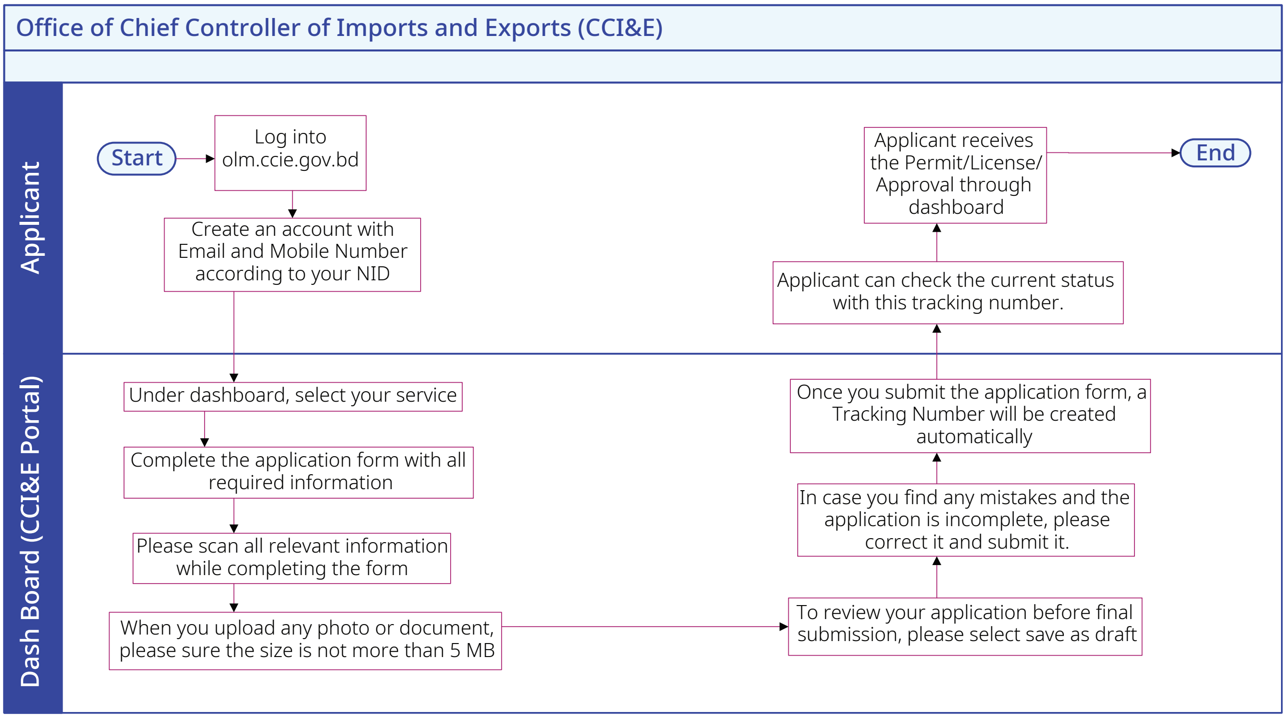

ফি

আবেদন ফরম			
লাইসেন্স ফি	আমদানি সীমা	নিবন্ধন ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)
	(i) ৫,০০,০০০ পর্যন্ত	৫,০০০	৩,০০০
	(ii) ৫,০০,০০১ - ২৫,০০,০০০	১০,০০০	৬,০০০
	(iii) ২৫,০০,০০১ - ৫০,০০,০০০	২৪,০০০	১০,০০০
	(iv) ৫০,০০,০০১ - ১,০০,০০,০০০	৪০,০০০	১৫,০০০
	(v) ১,০০,০০,০০১ - ৫,০০,০০,০০০	৫০,০০০	২২,০০০
	(vi) ৫,০০,০০,০০ - ২০,০০,০০,০০০	৬০,০০০	২৪,০০০
	(vii) ২০,০০,০০,০০১ - ৫০,০০,০০,০০০	৭০,০০০	২৮,০০০
	(viii) ৫০,০০,০০,০০১ - ১০০,০০,০০,০০০ বা তার বেশি	৮০,০০০	৩২,০০০
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য		

সময়সীমা

এসএলএ	৩ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	সুনির্দিষ্ট নয়

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
ফি	নবায়ন ফি (মূল ফি সূচি অনুযায়ী)

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার নির্দিষ্ট সময়সীমা স্পষ্ট নয় • পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিবেশ ইত্যাদি সংস্থার ছাড়পত্র পেতে দেরি হয়
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) এনএসসি টাওয়ার (১৫তম তলা), ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ **ফোন:** +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ **ফ্যাক্স:** +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ **ইমেইল:** controller.chief@ccie.gov.bd **ওয়েবসাইট:** www.ccie.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (অ্যাড-হক) সার্টিফিকেশন মার্ক (সিএম) সনদ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাজারের একটি মানসম্পন্ন পণ্যকে একটি অপরীক্ষিত/নিম্নমানের পণ্য থেকে আলাদা করতে ভোক্তাদের সক্ষম করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাংলাদেশ মান (Bangladesh Standards)-এর আওতাভুক্ত পণ্যের উৎপাদকদের (Manufacturers)।
সেবার আওতা	জাতীয়

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/ সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	http://bsti.portal.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রতি তিন বছর পর
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	পণ্যকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশ মান (ইধহমষধফবংয ঝঃধহফধৎফং) পূরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
আবেদন ফরম	বিএসটিআই ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার এবং বিএসটিআই থেকে পাওয়া যায়
হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	ফটোকপি
ট্রেডমার্ক নিবন্ধন	ফটোকপি
ভ্যাট/ টিআইএন/ হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিল সনদ	ফটোকপি
ভবনের হালনাগাদ সনদ	খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে
প্রোডাক্ত প্যাকেজিং/ লেবেল ইনফরমেশন	অবশ্যই বাংলায় থাকতে হবে (পণ্যের নাম, গ্রেড, পরিমাণ, উপাদানসমূহ, তারিখ, প্রস্তুতকারকের ঠিকানা, মূল্য, বিডিএস মার্ক)

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদন যাচাইকরণ;
ধাপ ২	ফ্যাক্টরি পরিদর্শন, নমুনা সিল করা এবং নমুনা জমা দেওয়ার চিঠি প্রদান;
ধাপ ৩	পণ্য পরীক্ষা এবং প্রতিবেদন দাখিল
ধাপ ৪	রিপোর্টের সার্বিক মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তি;
ধাপ ৫	বিল ইস্যু;
ধাপ ৬	সিএম লাইসেন্স ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

প্রকৃত টেক্সটে দেওয়া নেই

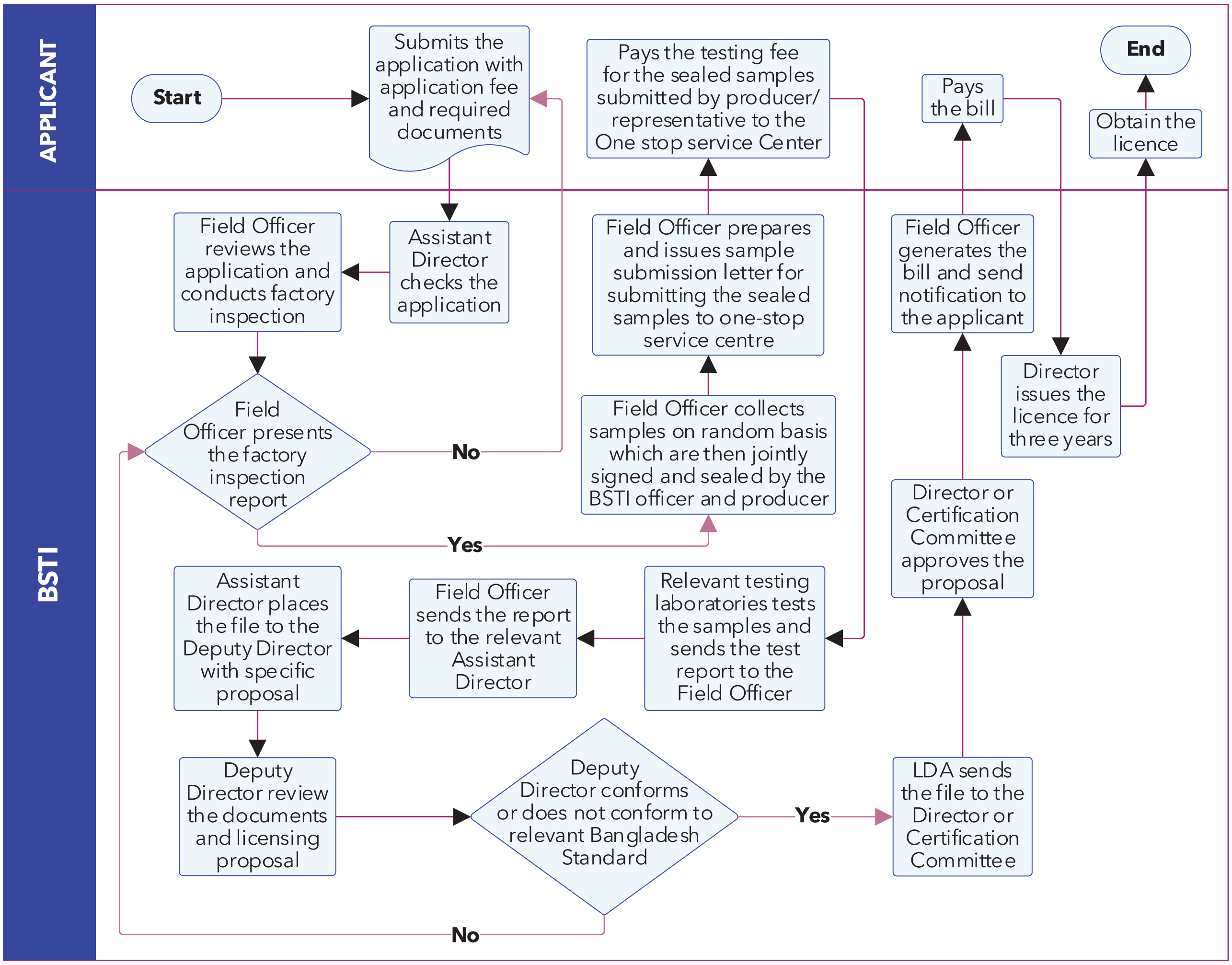

ফি

আবেদনপত্র	১,০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	পরিবর্তনশীল: বাৎসরিক উৎপাদন মূল্যের ০.০৭% - ০.১০% (সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ ফি জানতে মূল ফি সূচি দেখুন)
অন্যান্য চার্জ	উল্লেখ নেই

সময়সীমা

এসএলএ	১২ কার্যদিবস (আবেদন গ্রহণের পর, পরীক্ষার সময় বাদে)
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	আবেদন বেশি হলে সময় পরিবর্তিত হতে পারে

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	প্রাথমিক ইস্যুর ধাপসমূহের অনুরূপ
ফি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ

নোট / পরামর্শ

সাধারণ জটিলতা	• অসম্পূর্ণ বা ভুল নথিপত্র • সার্টিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তা/মানদণ্ড সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি • নথিপত্র প্রস্তুতিতে ঘাটতি • পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার (টেস্টিং) সুবিধার অভাব • পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ১১৬-এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৩০০৬৬ **ইমেইল:** onestop@bsti.gov.bd **ওয়েবসাইট:** http://bsti.portal.gov.bd/

ফায়ার লাইসেন্স

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা মান যাচাই ও নিশ্চিত করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাণিজ্যিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল ভবনের মালিকগণ।
সেবার আওতা	স্থানীয়

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD)
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.fireservice.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই অগ্নি-নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র	
বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
বাৎসরিক মূল্যায়ন সনদ বা ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
অনুমোদিত লেআউটের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
ইনকরপোরেশন সনদ ও মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের কপি	ব্যবসাটি কোম্পানি হলে
স্থানীয় প্রতিনিধির নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC)	
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসের ছাড়পত্র	২৪ মিটার বা ৭ তলার বেশি বাণিজ্যিক বা বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে
পূরণকৃত “তথ্য: গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি” ফর্ম	গার্মেন্টস কারখানার ক্ষেত্রে
ডিপোজিট স্লিপ/ট্রেজারি চালান	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনপত্র সংগ্রহ (ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অফিস বা ইন্টারনেট থেকে)
ধাপ ২	আবেদনপত্র পূরণ করা
ধাপ ৩	প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে পূরণকৃত আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা
ধাপ ৪	আবেদনপত্র ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (ঋঝঈউ) অফিসে জমা দেওয়া
ধাপ ৫	এফএসসিডি (ঋঝঈউ) পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন
ধাপ ৬	এফএসসিডি অফিস থেকে ডিমান্ড নোট ইস্যু
ধাপ ৭	ডিমান্ড নোটে উল্লেখিত অর্থ জমা প্রদান
ধাপ ৮	ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ/ট্রেজারি চালান সংগ্রহ করে ঋঝঈউ অফিসে জমা দেওয়া
ধাপ ৯	এফএসসিডি পরিদর্শকের মাধ্যমে পুনরায় পরিদর্শন
ধাপ ১০	ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু

প্রক্রিয়াচিত্র

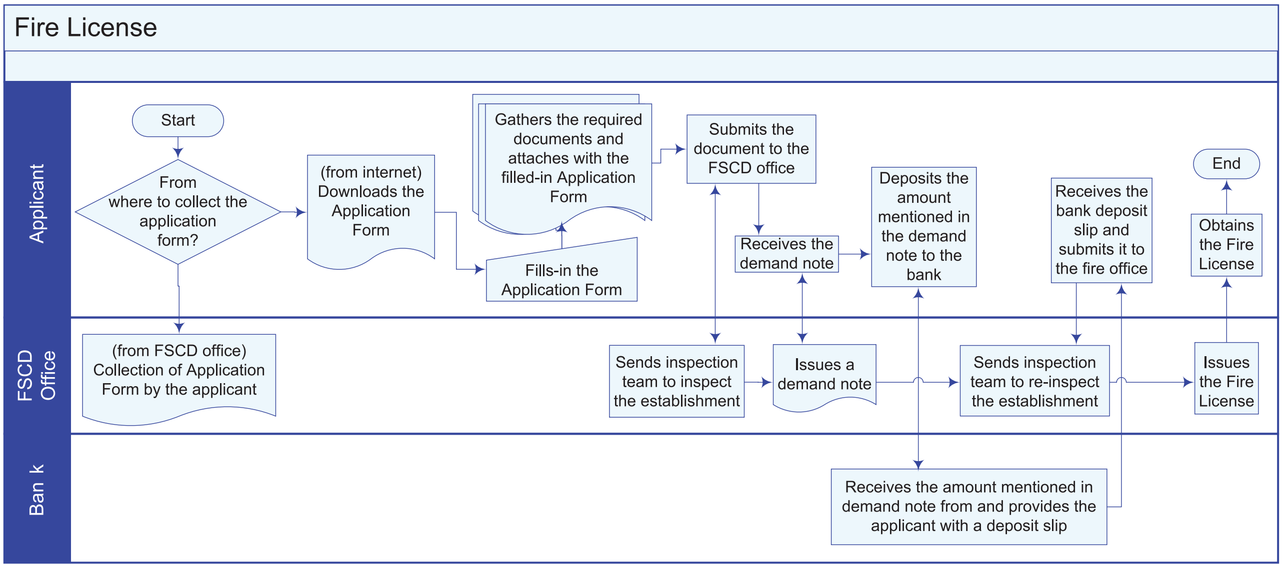

ফি

আবেদন ফরম	
লাইসেন্স ফি	৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	উল্লেখ নেই

সময়সীমা

এসএলএ	৯০ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	মেয়াদোত্তীর্ণ ফায়ার লাইসেন্সের মূল কপি এবং ট্রেজারি চালান
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নথি জমা দেওয়া এবং পরিদর্শন সম্পন্ন করা
ফি	মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল

নোট / পরামর্শ

সাধারণ জটিলতা	• সীমিত ল্যাব সুবিধার কারণে দেরি হয় • জাতীয়, খাতভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক–একাধিক মানদণ্ড মানতে হয় • মানদণ্ড পূরণ ও সম্পদ ঘাটতির কারণে কারখানা পরিদর্শন ও স্যাম্পল যাচাইয়ে বিলম্ব ঘটে • সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটাল সিস্টেমের অভাব • নির্দেশিকা না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন আমদানিকারক কমপ্লায়েন্সের শর্ত ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে
স্থানভেদে ভিন্নতা	আবেদনকারীদের স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়
যোগাযোগ	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) ৩৮-৪৬ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৫৫৫৫ ওয়েবসাইট: www.fireservice.gov.bd

গ্যাস সংযোগ
শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	তিতাস গ্যাসের সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড তিতাস গ্যাস ভবন; ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০২৮১১২১৩৫-৪২; +৮৮০২৮১৫০২৬১; +৮৮০২৮১৫০৮০৫ ওয়েবসাইট: www.titasgas.org.bd

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	প্রয়োজন নেই
আবেদনের ধরন	অফলাইন

প্রয়োজনীয়তা/আবশ্যিক শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি থাকতে হবে এবং গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শর্ত পূরণ করতে হবে।

শিল্প সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
নির্ধারিত আবেদনপত্র	মূল কপি
তিন (৩) কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি	সত্যায়িত প্রয়োজন
এনআইডি কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
টিআইএন সার্টিফিকেট কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস/সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
জমির মালিকানার প্রমাণ	দলিল/রেজিস্ট্রেশন কাগজ ও ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ
লিজ/ভাড়া চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণ	লিজকৃত স্থাপনার ক্ষেত্রে
নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হলফনামা	ভাড়াটিয়া ব্যর্থ হলে মালিক দায় নেবে
পাইপলাইন ডিজাইনের প্রস্তাবিত নকশা	চার কপি
গ্যাস যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল ক্যাটালগ	বয়লার/ওভেন/ড্রায়ার ইত্যাদি
রেভিনিউ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট	প্রস্তাবিত স্থানে বকেয়া না থাকার প্রমাণ
প্রযোজ্য কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স/সার্টিফিকেট	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
আবেদন ফি জমার রসিদ	শিল্প: ৫০০ টাকা / বাণিজ্যিক: ৩০০ টাকা
কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার	মূল কপি

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	তিতাস গ্যাস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন জমা
ধাপ ৩	৫ কর্মদিবসের মধ্যে যাচাইকরণ সার্ভে
ধাপ ৪	স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে গ্যাস লোড নির্ধারণ
ধাপ ৫	১৪-২০ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদনপত্র প্রদান
ধাপ ৬	৭ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনিং ফি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের ডিমান্ড নোট প্রদান
ধাপ ৭	ফি ও ডিপোজিট জমা দিয়ে ডিজাইন অনুমোদন গ্রহণ
ধাপ ৮	আবেদনকারী অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করবে
ধাপ ৯	কন্ট্রাক্টর টেস্ট শিডিউল প্রদান করবে
ধাপ ১০	রাস্তা কাটার পারমিট (সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে অথরিটি) জমা দেবে
ধাপ ১১	পারমিট পাওয়ার পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে
ধাপ ১২	৪ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ
ধাপ ১৩	সংযোগ প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

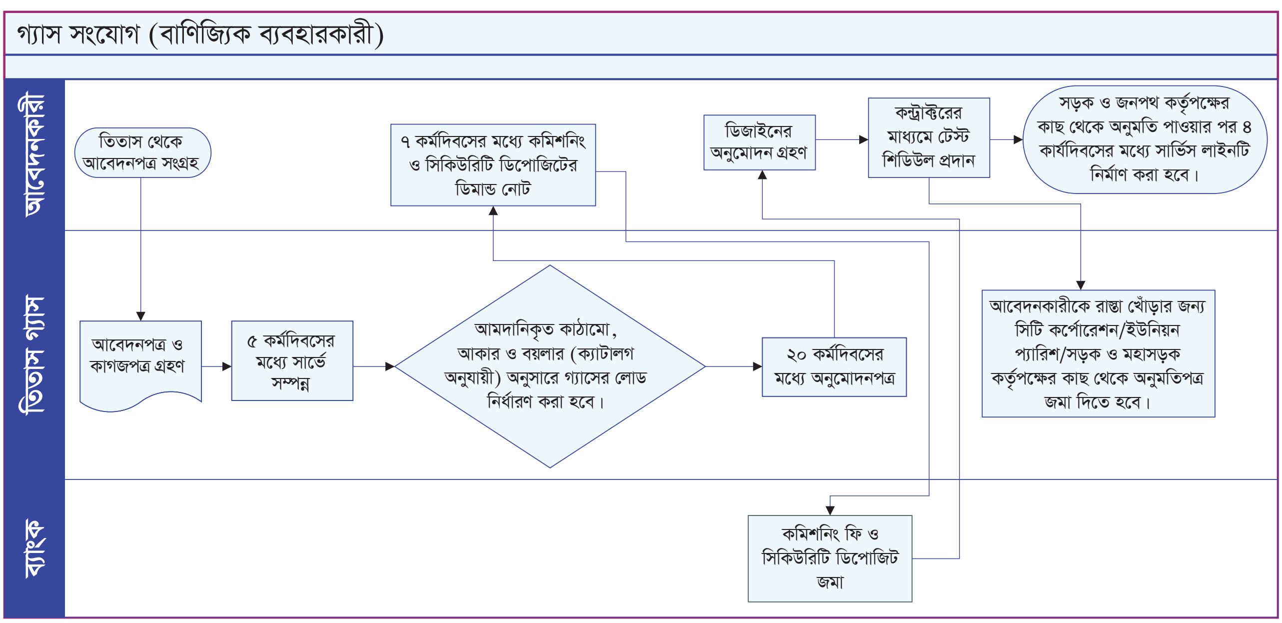

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১। নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ (ব্যাংক/জোন/রিজিওনাল অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট)	
২। আবেদনকারীর ৩ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৩। এনআইডি ফটোকপি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৪। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৫। টিআইএন সার্টিফিকেট –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৬। জমির মালিকানার প্রমাণ (দলিল/নিবন্ধন কাগজ/ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ) –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৭। লিজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র (প্রযোজ্য হলে)	
৮। টেন্যান্ট ব্যর্থ হলে মালিক দায় নেবে–এমন নোটারি সত্যায়িত হলফনামা –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৯। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নকশার	৪ কপি
১০। গ্যাস যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল ক্যাটালগ (বয়লার/জেনারেটর ইত্যাদির জন্য ন্যূনতম জ্বালানি দক্ষতা) –	৪ কপি

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১১। বিদ্যমান/বন্ধ সংযোগের বকেয়া না থাকার রেভিনিউ ক্লিয়ারেন্স	বয়লার/ওভেন/ড্রায়ার ইত্যাদি
১২। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
১৩। আবেদন ফি ৩০০ টাকা জমার রসিদ	প্রযোজ্য হলে
১৪। কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার	

প্রক্রিয়া

বিস্তারিত ধাপ	
ধাপ ১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন জমা
ধাপ ৩	তিতাস কর্মকর্তা ৫ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভে করবেন
ধাপ ৪	আমদানিকৃত কাঠামো, আকার এবং বয়লার ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্যাস লোড নির্ধারণ
ধাপ ৫	যাচাইকরণ শেষে ১৪ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদনপত্র
ধাপ ৬	৭ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনিং ফি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের ডিমান্ড নোট
ধাপ ৭	ফি জমা দিয়ে ডিজাইন অনুমোদন গ্রহণ
ধাপ ৮	আবেদনকারী অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করবে
ধাপ ৯	কন্ট্রাক্টর টেস্ট শিডিউল প্রদান করবে
ধাপ ১০	রাস্তা কাটার জন্য পারমিট (সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে) আবেদনকারী জমা দেবে
ধাপ ১১	পারমিট পাওয়ার পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন
ধাপ ১২	চুক্তির পর ৪ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ
ধাপ ১৩	সংযোগ প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

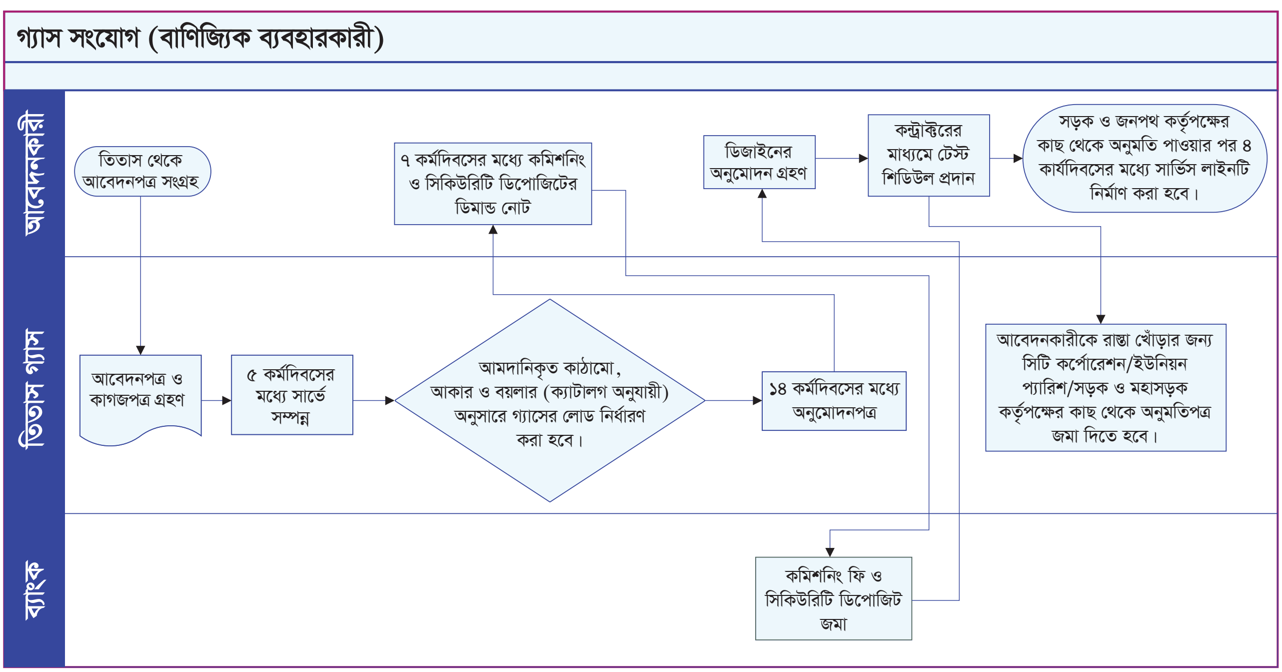

ফি

আবেদন ফরম	
লাইসেন্স ফি	শিল্প: ৫০০ টাকা, বাণিজ্যিক: ৩০০ টাকা, ক্যাপটিভ গ্রাহক (১০ মেগাওয়াট বা তার বেশি ক্ষমতা)
কমিশনিং ফি	১১,৫০০ টাকা
ক্ষমতা বৃদ্ধির ফি	৫,০০০
অন্যান্য চার্জ	সিকিউরিটি ডিপোজিট

সময়সীমা

আইনগত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA):	
• বাণিজ্যিক:	৪৯ কর্মদিবস
• শিল্প:	৫৩ কর্মদিবস
সাধারণত প্রক্রিয়াকরণের সময়:	বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সাধারণত ৩.৫ মাসের বেশি সময় লাগে

নবায়ন (প্রয়োজন সাপেক্ষে)

প্রয়োজনীয় নথি	প্রযোজ্য নয়
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রযোজ্য নয়
ফি	প্রযোজ্য নয়

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা:	রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে অধিদপ্তর থেকে পারমিট পেতে দীর্ঘ সময় লাগে বিদ্যমান অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা সংযোগ প্রদানে বিলম্ব সৃষ্টি করে পাইপলাইন ফিজিবিলিটি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ইউটিলিটি দূরত্ব সংক্রান্ত তথ্যের অভাব
জেলাভিত্তিক ভিন্নতা	জেলা অনুযায়ী প্রক্রিয়ায় পার্থক্য হতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি তিতাস গ্যাস ভবন, ১০৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২৮১১২১৩৫-৪২; +৮৮০২৮১৫০২৬১; +৮৮০২৮১৫০৮০৫ ওয়েবসাইট: www.titasgas.org.bd

বাণিজ্যিক ও শিল্প জলসংযোগ অনুমোদন
পানি সংযোগের অনুমোদন - বাণিজ্যিক বা শিল্প খাত

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক বা শিল্প স্থাপনায় আইনসম্মত পানি সংযোগ গ্রহণ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।
সেবার আওতা	ঢাকা ওয়াসা (উযধশধ ডঅঝঅ) সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮-০২-৮১১৭৮২৯-৩১, +৮৮-০২-৮১২০২২৩-২৭, +৮৮-০২-৮১১৬৭৯২ ওয়েবসাইট: www.dwasa.org.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.dwasa.org.bd

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	প্রযোজ্য নয় (N/A)
পদ্ধতি	অনলাইন

প্রয়োজনীয়তা/আবশ্যিক শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই ঢাকা ওয়াসার সেবা এলাকার মধ্যে থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
সাম্প্রতিক তোলা রঙিন ছবি	৩০০x৩০০ পিক্সেল, সর্বোচ্চ ১০ কেবি, JPG
জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্মনিবন্ধন / পাসপোর্ট	মূল কপির অনুলিপি
সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ অথবা জমির প্লট (দাগ) নম্বর	মূল কপির অনুলিপি
জমির মালিকানার দলিল	মূল কপির অনুলিপি
ভবনের নকশা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
জমির মালিকানার সত্যায়িত কপি অথবা লিজ/ভাড়া চুক্তিপত্র এবং ট্রেড লাইসেন্স	বাণিজ্যিক/শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে, যদি জমি ভাড়াকৃত হয়
মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলসের কপি	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের কপি	শিল্প সংযোগের জন্য
প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল লেটারহেডে আবেদনপত্রের কপি	সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের জন্য
ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের কপি	কমিউনিটি সংযোগের জন্য
বিদ্যমান একাউন্ট নম্বর	সংযোগ বৃদ্ধি/স্থানান্তর/দ্বিতীয় সংযোগের জন্য

ডিপ টিউবওয়েল

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
১. জমির দলিল / মিউটেশন / ভাড়া কাগজ	–
২. সিটি ট্যাক্স	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
৩. প্লটের বিবরণ, যা সিটি কর্পোরেশন বা রাজউকের নথিতে লিপিবদ্ধ	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
৪. পানি বিল	প্রয়োজন হলে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইট থেকে আবেদন সংক্রান্ত তথ্য/জানতে অনুসন্ধান করা।
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া।
ধাপ ৩	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো স্থানীয় শাখায় সংযোগ ফি পরিশোধ করা।
ধাপ ৪	সংশ্লিষ্ট MODS এবং রাজস্ব জোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ধাপ ৫	ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে এসএমএস/টেক্সটের মাধ্যমে অনুমোদন সম্পর্কে জানানো হবে।
ধাপ ৬	এরপর MODS জোনের এক্সইএন (XEN) ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে পারবেন।
ধাপ ৭	ডিমান্ড নোট ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা পরিশোধের পর আবেদনকারী সংযোগের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
ধাপ ৮	এরপর আবেদনকারী ডিপ টিউবওয়েল খননের তারিখ নির্ধারণ করে জানাবেন।
ধাপ ৯	পরে MODS জোনের XEN একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

প্রক্রিয়াচিত্রের সব ধাপ মূলত ওপরের ধাপগুলোকেই চিত্র আকারে উপস্থাপন করে।

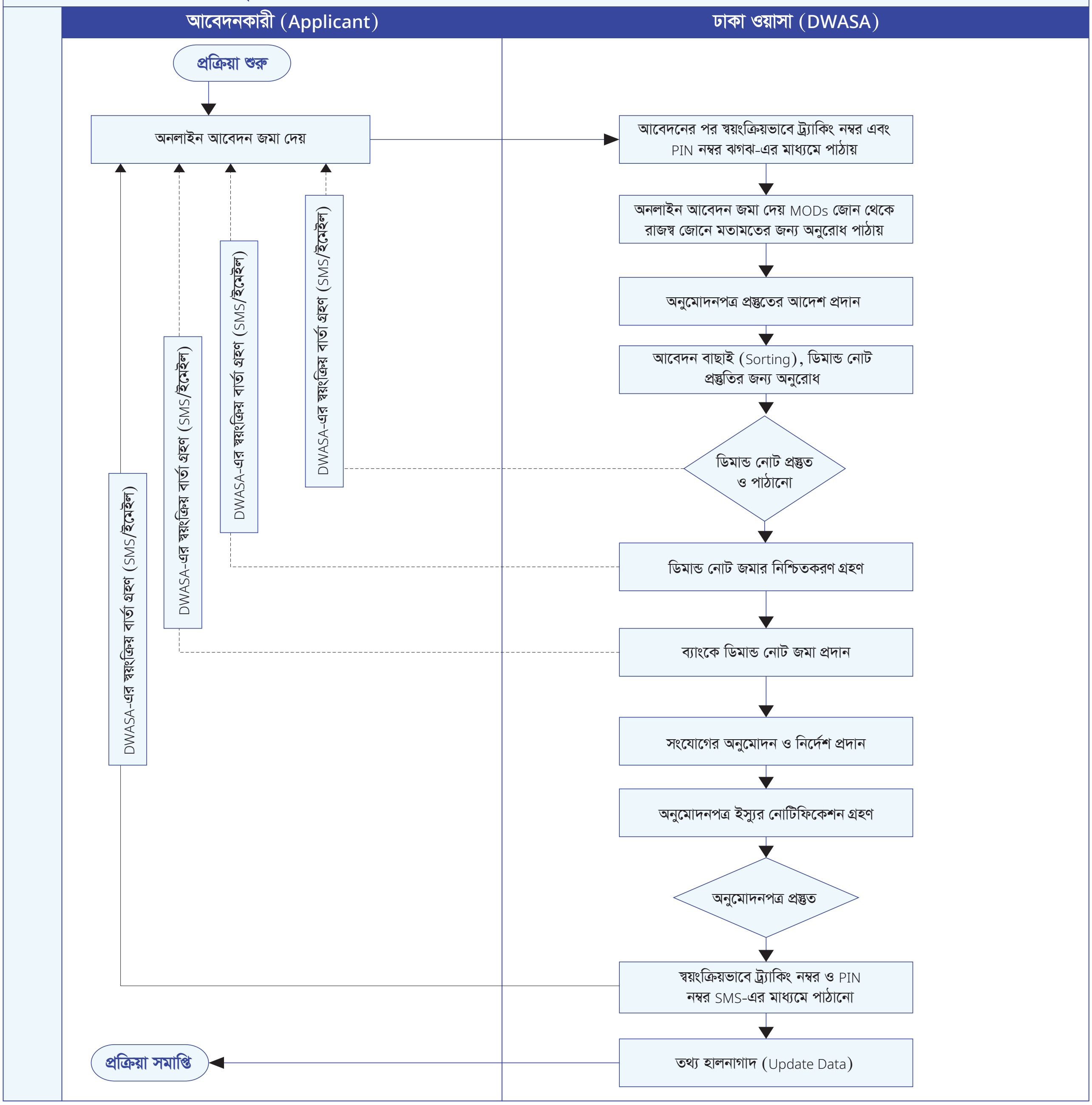

ফি

আবেদনপত্র / লাইসেন্স ফি	ঢাকা ওয়াসার পানি ও স্যুয়ার সংযোগের জন্য বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী ফি (ধারণা করা হয়েছে, রাস্তার পানির লাইনের থেকে দূরত্ব ১০ মিটার)
	ক্র. নং — **পানির ও স্যুয়ার সংযোগের সাইজ** — **ফি/চার্জ (টাকা)**
	১ — ৩৭ মিমি (১.৫ ইঞ্চি) — ৪১,১৯৬.০০
	২ — ২৫ মিমি (১.০ ইঞ্চি) — ১৪,৮৩৬.০০
	৩ — ২০ মিমি (৩/৪ ইঞ্চি) — ১০,৬১৬.০০
অন্যান্য চার্জ	

সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়

SLA (নির্ধারিত সেবা সময়)	৩ মাস
Typical Processing Time (সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়)	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি:	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ:	প্রয়োজন নেই
ফি:	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ম্যানুয়াল যাচাইকরণ এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে সংযোগ পেতে দেরি হয় • একাধিক নির্ভরশীল সংস্থা যুক্ত থাকার ফলে সমন্বয়জনিত জটিলতা ও বিলম্ব দেখা যায়
স্থানীয় ভিন্নতা	• জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রক্রিয়াগত কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে
যোগাযোগর ঠিকানা	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৮১১৭৮২৯-৩১, +৮৮-০২-৮১২০২২৩-২৭, +৮৮-০২-৮১১৬৭৯২ ওয়েবসাইট: www.dwasa.org.bd

বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	স্থাপনার জন্য বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রযোজ্য	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক।
সেবার আওতা	ডেস্কো (DESCO) সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী সংস্থা	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) প্লট-২২/বি, ফারুক সরণী, নিকুঞ্জ-২, উত্তরা, ঢাকা ফোন: +৮৮-০২-৮৯০০১১০/১১ ই-মেইল: info@desco.org.bd; mddesco@desco.org.bd ওয়েবসাইট: www.desco.org.bd
অনলাইন পোর্টাল লিংক	https://ocsms.desco.org.bd/login

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	নবায়ন প্রয়োজন নেই
কার্যপদ্ধতি	অনলাইন https://ocsms.desco.org.bd/login

অবশ্যকীয় শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই DESCO-র নিবন্ধিত ঠিকাদারের মাধ্যমে তার সংযুক্ত (wired) হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট	
মালিকানা প্রমাণ–দলিল/ভূমি কর রসিদ/মিউটেশন/লিজ দলিল/সরকারি বরাদ্দপত্র	মালিকানা বা ভাড়াটিয়ার প্রমাণ
ভবনের নকশা (RAJUK বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অনুমোদিত), হোল্ডিং নম্বর	প্রযোজ্য হলে
সাবস্টেশন পরিচালনার অনুমোদন–চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে	MT/HT/EHT সংযোগের ক্ষেত্রে
অগ্নি নির্বাপণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স/সার্টিফিকেট	উচ্চ ভবন বা ৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোডের ক্ষেত্রে
পূর্ববর্তী সংযোগ থাকলে বিল/ডিমান্ড নোটের কপি	প্রযোজ্য হলে
তারের (Wiring) সার্টিফিকেট	DESCO-র অনুমোদিত ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত
আবেদনকারীর ই-টিআইএন সার্টিফিকেট	–
লোড ছাড়পত্র	২৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোড হলে

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ-১	DESCO পোর্টালে নিবন্ধন/লগইন করে অনলাইনে আবেদন জমা।
ধাপ-২	MT/HT/EHT সংযোগের ক্ষেত্রে সাবস্টেশন স্থাপনের পর প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের (Chief Electrical Inspector) অনুমোদন গ্রহণ।
ধাপ-৩	মাঠ পরিদর্শন (Field Inspection) সম্পন্ন করা এবং অনলাইনে তারবিন্যাস (ডরৎরহম), লোড, আর্থিং ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
ধাপ-৪	লোড অনুমোদনের জন্য প্রাসঙ্গিক অনলাইন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন/নথি জমা প্রদান।
ধাপ-৫	অনলাইনে দাবিপত্র (Demand Note) জারি। দাবিপত্রে উল্লিখিত অর্থ অনলাইনে পরিশোধ।
ধাপ-৬	বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের নেট মিটারিং নির্দেশিকা (Net Metering Guidelines) অনুযায়ী সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবস্থা (Solar Szstem) স্থাপন করতে হবে।
ধাপ-৭	সৌর-পরিদর্শন (Solar Inspection) সম্পন্ন হলে মিটার স্থাপনের জন্য গ্রাহক মিটার আদেশ (Customer Meter Order – CMO) জারি করা হয়।

প্রক্রিয়া চিত্র

ডেসকোর ওয়েবসাইটে (desco.org.bd) প্রবেশ করে 'OCSMS' পোর্টাল নির্বাচন করা।

↓

OCSMS ওয়েব পোর্টালে ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধন সম্পন্ন করা।

↓

নিবন্ধনের পর প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করা।

↓

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল করা।

↓

অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা, প্রয়োজনীয় মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও সংযুক্তিসমূহ যুক্ত করে আবেদন জমা দেওয়া।

↓

ড্যাশবোর্ড অথবা অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদন ফি পরিশোধ করা।

↓

ড্যাশবোর্ড অথবা অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে ডিমান্ড নোটের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা।

↓

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে–সোলার সিস্টেম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনলাইনে জমা দেওয়া।

↓

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে–মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্র অনলাইনে দাখিল করা।

ফি

আবেদনপত্র (Application Form)	অনলাইন
লাইসেন্স ফি (License Fee)	• LT সংযোগের ক্ষেত্রে: o এক-ফেজ (Single-phase): ১২০ টাকা o ত্রি-ফেজ (Three-phase): ৩৬০ টাকা • MT I HT সংযোগের ক্ষেত্রে:১,২০০ টাকা • EHT সংযোগের ক্ষেত্রে: ২,৪০০ টাকা • অস্থায়ী সংযোগের জন্য: o LT সিঙ্গেল-ফেজ: ৩০০ টাকা o LT থ্রি-ফেজ: ৬০০ টাকা • MT: ১,২০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ:	বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে নেট মিটারিং নির্দেশিকা অনুযায়ী সোলার সিস্টেম স্থাপনের ব্যয়।

সময়সীমা

SLA/Time	
• LT সংযোগ:	৭ দিন
• MT সংযোগ:	১৮ দিন
• নির্ধারিত সময়সীমা-	এসএলএ অনুযায়ী

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়াগত ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি/চার্জ	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• বিদ্যুৎ সংকট • রাজনৈতিক প্রভাব • অপর্যাপ্ত অবকাঠামো • নীতিমালার জটিলতা
স্থানীয় ভিন্নতা	প্রক্রিয়ায় এলাকা ভিত্তিক ভিন্নতা থাকতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (DESCO) প্লট-২২/বি, ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, উত্তরা, ঢাকা ফোন: +৮৮-০২-৮৯০০১১০/১১ ই-মেইল: info@desco.org.bd; mddesco@desco.org.bd ওয়েবসাইট: www.desco.org.bd

বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনুমোদন/ছাড়পত্র গ্রহণ।
কারা এটি প্রয়োজন	যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

কর্তৃপক্ষ

প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা১২০৭
অনলাইন লিংক	https://doe.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	বার্ষিক
আবেদনের ধরন	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই DESCO-র নিবন্ধিত ঠিকাদারের মাধ্যমে তার সংযুক্ত (wired) হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইন আবেদন	ফরম-৩
ফি ও ভ্যাট জমার রসিদ	
অবস্থান মানচিত্র ও লে-আউট প্ল্যান	কপি
জমির দলিল/মিউটেশন	কপি
স্থানীয় সরকারের অনুমতি	
উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র	কপি
BIDA/BSCIC/DoT নিবন্ধন	প্রযোজ্য হলে
অন্যান্য সরকারি নথি	প্রয়োজন হলে

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	অনলাইনে প্রোফাইল তৈরি ও লগইন
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান
ধাপ ৩	অনলাইনে ফি প্রদান
ধাপ ৪	ইনভয়েস কপি সংরক্ষণ
ধাপ ৫	অনলাইনে আবেদন জমা

প্রক্রিয়া চিত্র

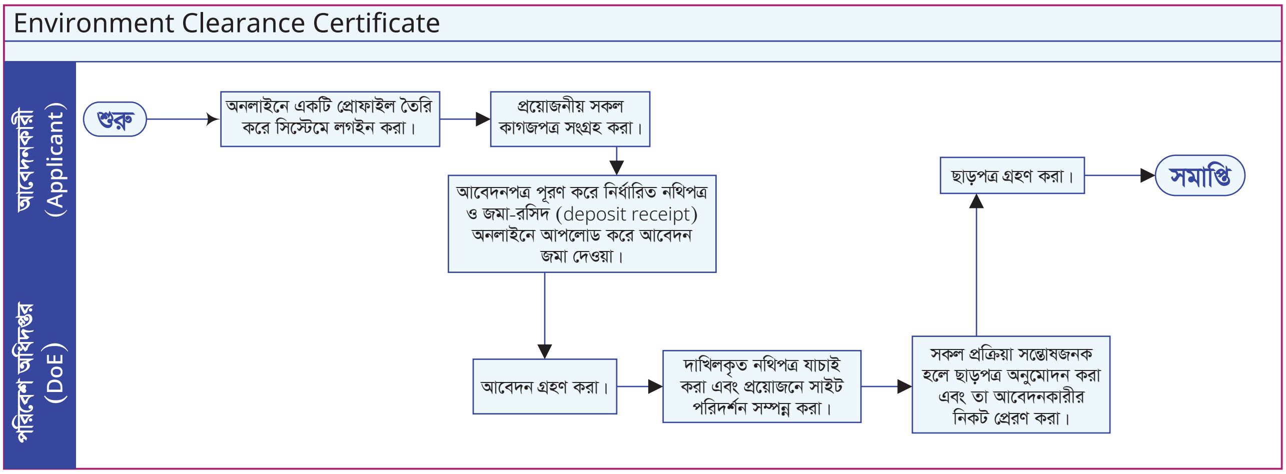

ফি

আবেদন ফি	২,০০০ - ১০,০০০ টাকা
অন্যান্য ফি	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর সিডিউল-৭ অনুযায়ী
ভ্যাট	১৫%

সময়সীমা

আইনগত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA):	
• এসএলএ	• ৭-৩০ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	• ১৫-৬০ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• বিদ্যমান ECC-এর কপি • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • হালনাগাদ ফায়ার ও ফ্যাক্টরি লাইসেন্স • পরিবেশ মনিটরিং রিপোর্ট • ট্রেজারি চালান
ধাপ	১। অনলাইন আবেদন (ফরম-৫ অনুযায়ী) ২। নবায়ন ফি ও ভ্যাট প্রদান ৩। কমপ্লায়েন্স মনিটরিং রিপোর্ট (প্রযোজ্য হলে) ৪। সর্বশেষ ছাড়পত্র/নবায়ন সনদের কপি ৫। প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথি
ফি	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর সিডিউল-৭ অনুযায়ী

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• লাল, কমলা, সবুজ ইত্যাদি শ্রেণিবিন্যাস জটিলতা বাড়ায় • বৃহৎ প্রকল্পে জনশুনানি বাধ্যতামূলক হওয়ায় বিলম্ব ঘটে • পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের সমন্বয়হীনতা • দীর্ঘ সময় ধরে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন • পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল সংকট
স্থানীয় ভিন্নতা	জেলা পর্যায়ে ভিন্নতা রয়েছে
যোগাযোগ	পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: ৮৮-০২-২২২২১৮৫০০ ইমেইল: dg@doe.gov.bd

ট্রেডিং

- ডিসিসিআই (DCCI) সদস্যপত্র
- আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC–Commercial)
- রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ERC)

চেম্বার সদস্যপদ সনদ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক ও সহযোগিতা সুবিধা গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	প্রোপ্রাইটরশিপ, পার্টনারশিপ এবং লিমিটেড কোম্পানি।
সেবার আওতা	সারা দেশ (জাতীয়)

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী সংস্থা	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ৬৫-৬৬, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২৪৭১২২৯৮৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২২২৩৩৮০৮৩০ IP Phone: +৮৮-০৯-৬৬৬৮৮৮৫৫৫ ইমেইল: info@dhakachamber.com, ওয়েবসাইট: www.dhakachamber.com
অনলাইন পোর্টাল	https://membership.dhakachamber.com

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	বার্ষিক
আবেদনের ধরন	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	ব্যবসাটি অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে (প্রোপ্রাইটরশিপ/পার্টনারশিপ/লিমিটেড)।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

একক মালিকানা প্রতিষ্ঠান

- পে-অর্ডার: ২৯,৩৫০ টাকা (জেনারেল) / ২৩,১৫০ টাকা (অ্যাসোসিয়েট)
- আপডেটেড ট্রেড লাইসেন্স
- ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট
- আবেদনকারী ও প্রতিনিধির TIN + PSR
- BIN সার্টিফিকেট
- আবেদনকারী ও প্রতিনিধির NID
- সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি
- সচিব জেনারেল বরাবর আবেদনপত্র (লেটারহেডে)
- অন্যান্য (VAT, IRC, ERC – বাধ্যতামূলক নয়)

পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান

- পে-অর্ডার: ২৯,৩৫০ / ২৩,১৫০
- ব্যাংক সার্টিফিকেট
- আপডেটেড ট্রেড লাইসেন্স
- ব্যাংক সলভেন্সি
- আবেদনকারী, প্রতিনিধি ও পার্টনারদের TIN + PSR
- BIN সার্টিফিকেট
- আবেদনকারী, প্রতিনিধি ও পার্টনারদের NID
- সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি
- সচিব জেনারেল বরাবর আবেদনপত্র
- পার্টনারশিপ ডিড
- অন্যান্য (VAT, IRC, ERC – বাধ্যতামূলক নয়)

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

লিমিটেড কোম্পানি

- পে-অর্ডার: ২৯,৩৫০ / ২৩,১৫০
- আপডেটেড ট্রেড লাইসেন্স
- ব্যাংক সলভেন্সি
- কোম্পানি, আবেদনকারী, প্রতিনিধি ও পরিচালকদের TIN + PSR
- BIN সার্টিফিকেট
- আবেদনকারী, প্রতিনিধি ও পরিচালকদের ঘওউ
- প্রতিনিধি ও পরিচালকদের পাসপোর্ট সাইজ ছবি
- সচিব জেনারেল বরাবর আবেদনপত্র
- মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন
- ফরম XII
- অন্যান্য (VAT, IRC, ERC, জয়েন্ট ভেঞ্চার, বিদেশি পাসপোর্ট, BIDA অনুমতি, ওয়ার্ক পারমিট, ব্রাঞ্চ লাইসেন্স–স্থানীয় কোম্পানির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়)

Note:

সমস্ত নথি এমডি/ম্যানেজিং পার্টনার/প্রোপ্রাইটর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
যাচাইয়ের জন্য মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	Name Clearance: MOS পোর্টালে লগইন → নাম ক্লিয়ারেন্স আবেদন → SMS/ইমেইলে অনুমোদন পাওয়া।
ধাপ ২	Membership e-Form: নাম ক্লিয়ারেন্সের পর অনলাইনে ফর্ম পূরণ এবং নথি সংযুক্ত।
ধাপ ৩	Proposer: অনলাইনে বা স্বাক্ষরযুক্ত ফর্মে দুইজন বিদ্যমান DCCI সদস্যের সম্মতি সংগ্রহ।
ধাপ ৪	Membership Form Fee: ১০০ টাকা অনলাইনে পরিশোধ (মোবাইল ওয়ালেট/ব্যাংক/কার্ড)
ধাপ ৫	Final Submission: ফর্ম ডাউনলোড করে হার্ড কপি + পে-অর্ডার + পেমেন্ট স্লিপ + ছবি + ভিজিটিং কার্ড জমা। অনুমোদনের পর e-Certificate I e-Passbook পাওয়া যাবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

Portal link: https://membership.dhakachamber.com

চেম্বার সদস্যপদ সনদ - প্রক্রিয়াচিত্র (Process Map)

MOS পোর্টালে লগইন → নেইম ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন দাখিল

↓

ই-ফর্ম পূরণ ও জমা → অনুমোদন প্রাপ্তি (এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে)

↓

প্রয়োজনীয় দস্তাবেজ সংযুক্ত করে সদস্যপদ ই-ফর্মে আবেদন দাখিল

↓

প্রস্তাবকের সুপারিশ প্রদান (অনলাইন অথবা স্বাক্ষরযুক্ত হার্ডকপি পদ্ধতি)

↓

সদস্যপদ ফরম ফি (১০০ টাকা) অনলাইনে পরিশোধ → পেমেন্ট স্লিপ ই-মেইলে প্রেরণ

↓

ফরম ডাউনলোড → প্রয়োজনীয় সকল দস্তাবেজসহ হার্ডকপি জমা

↓

ডিসিসিআই কর্তৃক যাচাইকরণ → অনুমোদন প্রদান

↓

MOS পোর্টালে সদস্যপদ ই-সার্টিফিকেট ও ই-পাসবুক ইস্যু

ফি

• আবেদন পত্র:	১০০ টাকা
• লাইসেন্স ফি:	
• General Member:	General Member: ২৯,৩৫০ Associate Member: ২৩,১৫০ টাকা
• অন্যান্য ফি:	উল্লেখ নেই

সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়

SLA:	৩০ দিন
Typical Processing Time:	৩০ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• BIN কপি • TIN/Tax Return/PSR • মানি রিসিপ্ট o General: ১০,৩৫০ টাকা o Associate: ৭,১৫০ টাকা
প্রোসেসের ধাপ	• নথি যাচাইয়ের জন্য জমা • অনুমোদনের পর MOS পোর্টালে আপডেটেড e-passbook পাওয়া যায়

নোট / পরামর্শ

সাধারণ বাধাসমূহ	• ভুল/অসম্পূর্ণ TIN তথ্য • মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রেড লাইসেন্স • ভুলভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র • হালনাগাদ কোম্পানি নথির অভাব • হার্ডকপি জমা না দেওয়া
স্থানীয় স্তরের ভিন্নতা	DCCI–এর কোনো আঞ্চলিক অফিস নেই।
যোগাযোগ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ৬৫-৬৬ মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২৪৭১২২৯৮৬ IP: +৮৮-০৯-৬৬৬৮৮৮৫৫৫ ফ্যাক্স: +৮৮-০২২২৩৩৮০৮৩০ ইমেইল: info@dhakachamber.com ওয়েবসাইট: www.dhakachamber.com

আমদানি নিবন্ধন সনদ
(Import Registration Certificate – IRC, Commercial)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক আমদানি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আমদানি বিধি মেনে চলা ও আইনগত অনুমোদন গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি কার্যক্রমে যুক্ত।
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ (জাতীয়)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) Office of the Chief Controller of Imports & Exports এনএসসি টাওয়ার, ১৫তম তলা, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: ০২-৯৫৫১৫৫৬ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
আবেদনের ধরণ	অনলাইন (https://olm.ccie.gov.bd/)

প্রয়োজনীয়তা

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইনে পূরণকৃত ফরম	
স্ক্যান করা নথি (PDF, JPG, PNG ফরম্যাট)	ফাইল সাইজ ৫ মেগাবাইটের কম হতে হবে
ট্রেড লাইসেন্স (ঠিকানা সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে)	একক মালিকানা, পার্টনারশিপ বা কোম্পানির জন্য
টিআইএন সার্টিফিকেট	একক মালিক বা কোম্পানির জন্য
সংশ্লিষ্ট সমিতি/চেম্বারের সদস্যপদ সনদ	–
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মালিক/প্রোপ্রাইটরের
ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে
পার্টনারশিপ ডিড	প্রযোজ্য হলে, আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত
আমদানি/রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট	বিশেষ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে
সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং dig–XII	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
সকল স্ক্যানকৃত নথি রঙিন হতে হবে এবং সঠিক ঠিকানা থাকতে হবে।	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/–এ লগইন করুন।
ধাপ ২	নিজের ঘওউ অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিস নির্বাচন করুন।
ধাপ ৪	সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করুন।
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় প্রয়োজনীয় নথিগুলো স্ক্যান করে প্রস্তুত রাখুন।
ধাপ ৬	ছবি বা কোনো নথি আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন, ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ৭	চূড়ান্ত সাবমিশনের আগে "Save as Draft" অপশন দিয়ে খসড়া সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আবেদনপত্র পুনরায় পর্যালোচনা করুন।
ধাপ ৯	কোনো ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকলে সংশোধন করে সাবমিট করুন।
ধাপ ১০	আবেদন সাবমিট করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Tracking Number তৈরি হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

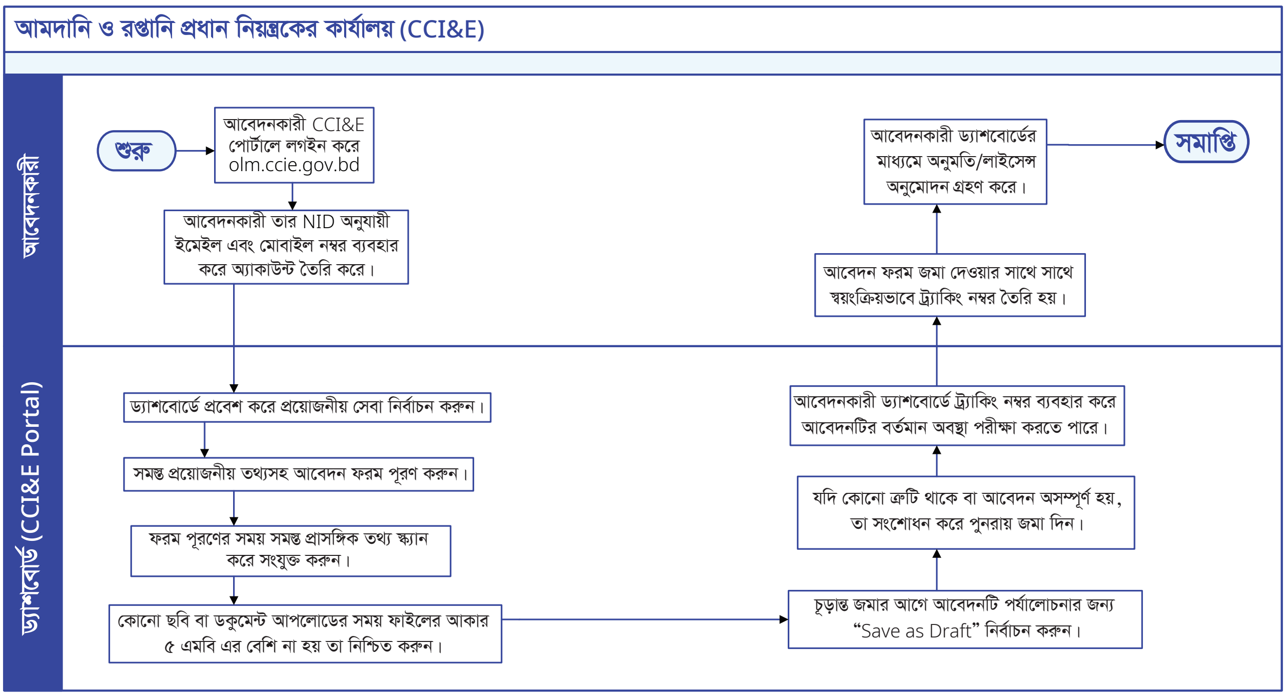

ফি

আবেদন পত্র:	অনলাইন
রেজিস্ট্রেশন ফি	আমদানি সীমার উপর নির্ভর করে ৫,০০০ টাকা থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

সময়সীমা

• এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	নথি যত সঠিক ও সম্পূর্ণ হবে, তত দ্রুত অনুমোদন সম্ভব

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	• বিআইএন এর কপি • টিআইএন সার্টিফিকেট • ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের রসিদ • অথবা রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (চঝজ) ও পেমেন্ট রসিদ
প্রয়োজনীয় ফি	• নবায়ন ফি আমদানি সীমার উপর নির্ভর করে ৩,০০০ টাকা থেকে ৩২,০০০ টাকা পর্যন্ত • ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ভুল তথ্য প্রদান • পুরনো/হালনাগাদ নয় এমন নথি • নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব • অনানুষ্ঠানিক/অপ্রকাশ্য খরচ
স্থানীয় ভিন্নতা	বিভাগীয় শহর বা নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারে কিছু প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা থাকতে পারে। Help Desk: ০২-৯৫৫৩৩৪৯
যোগাযোগ	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (ঈঈঔ্উ) NSC Tower (১৫তম তলা) ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইআরসি)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রপ্তানি বিধি মেনে চলা ও আইনগত অনুমোদন গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রপ্তানি কার্যক্রমে যুক্ত।
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ (জাতীয়)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর-বাণিজ্য মন্ত্রণালয় NSC টাওয়ার, লেভেল- ১৫ ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা১০০০ ফোন: ০২-৯৫৫১৫৫৬ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	বার্ষিক
আবেদনের ধরন	অনলাইন (https://olm.ccie.gov.bd/)

প্রয়োজনীয়তা

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইনে পূরণকৃত ফরম	–
স্ক্যানকৃত নথি (PDF, JPG বা PNG)	ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র কম হতে হবে
ট্রেড লাইসেন্স (ঠিকানা সঙ্গতিপূর্ণ)	একক মালিকানা, পার্টনারশিপ বা কোম্পানির জন্য
টিআইএন সার্টিফিকেট	একক মালিক বা কোম্পানির জন্য
সংশ্লিষ্ট সমিতি/চেম্বারের সদস্যপদ সনদ	–
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মালিক/প্রোপ্রাইটরের
ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে
পার্টনারশিপ ডিড	প্রযোজ্য হলে, আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত
আমদানি/রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট	বিশেষ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে
সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন ও dig–XII	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
সব স্ক্যানকৃত নথি রঙিন হতে হবে এবং সঠিক ঠিকানা থাকতে হবে।	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/–এ লগইন করুন।
ধাপ ২	নিজের NID অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিস নির্বাচন করুন।
ধাপ ৪	সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করুন।
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় প্রয়োজনীয় নথিগুলো স্ক্যান করে প্রস্তুত রাখুন।
ধাপ ৬	ছবি বা কোনো নথি আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন, ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ৭	চূড়ান্ত জমার পূর্বে “Save as Draft” নির্বাচন করে আবেদনটির খসড়া সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আবেদনপত্র পুনরায় পর্যালোচনা করুন।
ধাপ ৯	কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে তা সংশোধন করে পুনরায় সাবমিট করুন।
ধাপ ১০	আবেদন সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Tracking Number তৈরি হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

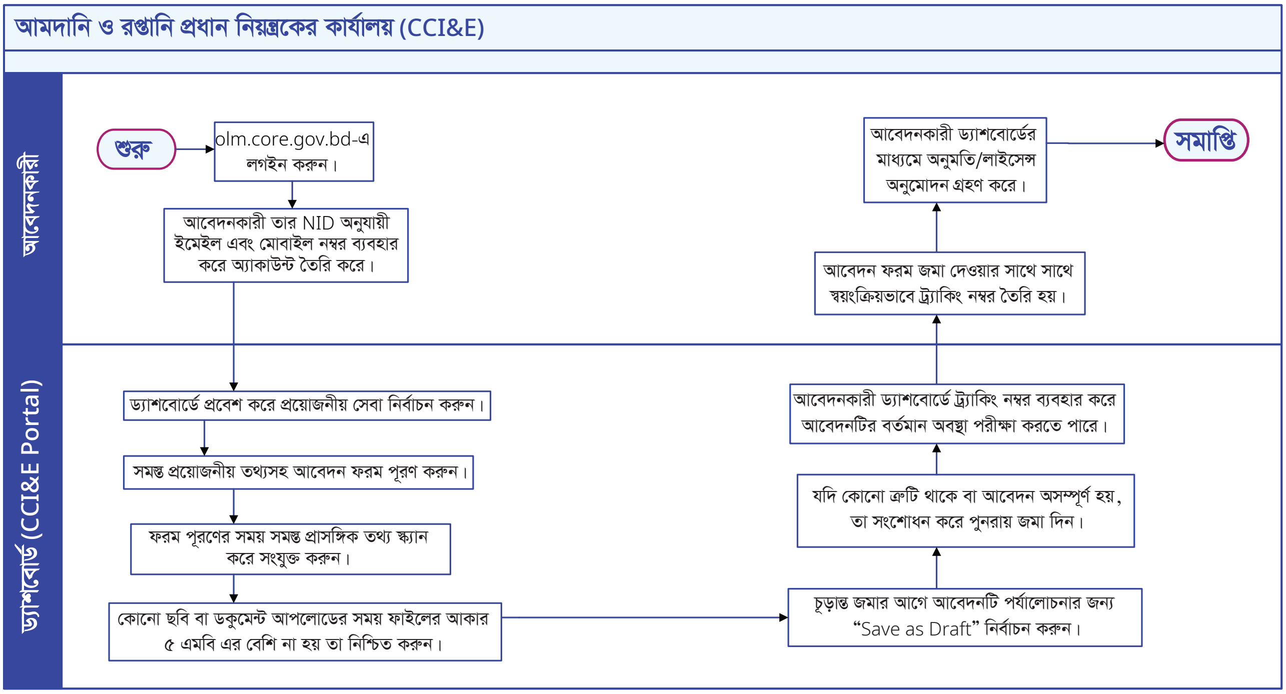

ফি

এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রধান বিলম্বের কারণ সাধারণত অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি দাখিল করা।

সময়সীমা

• এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	নথি যত সঠিক ও সম্পূর্ণ হবে, তত দ্রুত অনুমোদন সম্ভব

নবায়ন

ধাপসমূহ	• সম্পূর্ণ নথিপত্রসহ নবায়ন আবেদন জমা • ৩ কর্মদিবসের মধ্যে নবায়িত সনদ ইস্যু
ফি	• ৭,০০০ টাকা + ১৫% ভ্যাট (১,০৫০ টাকা)

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ভুল/অসম্পূর্ণ তথ্য • পুরনো বা অপ্রযোজ্য নথি • নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব • অনানুষ্ঠানিক/অপ্রকাশ্য খরচ
স্থানীয় ভিন্নতা	বিভিন্ন বিভাগ বা নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারে প্রক্রিয়ায় কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।
যোগাযোগ	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (CCI&E) NSC Tower (১৫তম তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

সেবা

- ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন (ডিবিআইডি) সনদ
- পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্ট (পিআরএ)
- আইটি-এনাবলড সার্ভিস (আইটিইএস)

ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন (DBID) সনদ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে নিবন্ধনের অনুমোদন আছে কি না তা যাচাই করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	স্টার্ট-আপ ও সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	বাংলাদেশ

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (RJSC)
অনলাইন পোর্টাল	http://www.dbid.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রয়োজন নেই
অনলাইন পোর্টাল	http://www.dbid.gov.bd

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	নেই

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
আবেদনকারীর ছবি	–
আবেদনকারীর স্বাক্ষর	–
আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র	–
ইনকাম ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন নম্বর	কপি (যদি থাকে)
কোম্পানি ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	কপি (যদি থাকে)
ট্রেড লাইসেন্স	কপি (যদি থাকে)
পরিচালকদের জাতীয় পরিচয়পত্র	কপি
প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের জাতীয় পরিচয়পত্র	কপি
বাড়ির মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র	কপি
ভাড়ার চুক্তি (রেন্টাল অফিস হলে)	কপি
ভ্যাট/BIN রেজিস্ট্রেশন নম্বর	কপি (যদি থাকে)
স্থানীয় চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ	–

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনপত্রের লাল তারকা চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অন্যান্য ঘর ঐচ্ছিক।
ধাপ ২	প্রয়োজনে আবেদনপত্র "Draft" হিসেবে সংরক্ষণ করে পরে Service Management অপশন থেকে পুনরায় পূরণ করা যাবে।
ধাপ ৩	আবেদন জমা দেওয়ার পর একটি ইউনিক Tracking Number তৈরি হবে, যা Service Management থেকে ব্যবহার করে আবেদনটির অগ্রগতি দেখা যাবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

GRAPHICAL REPRESENTATION OF DBID

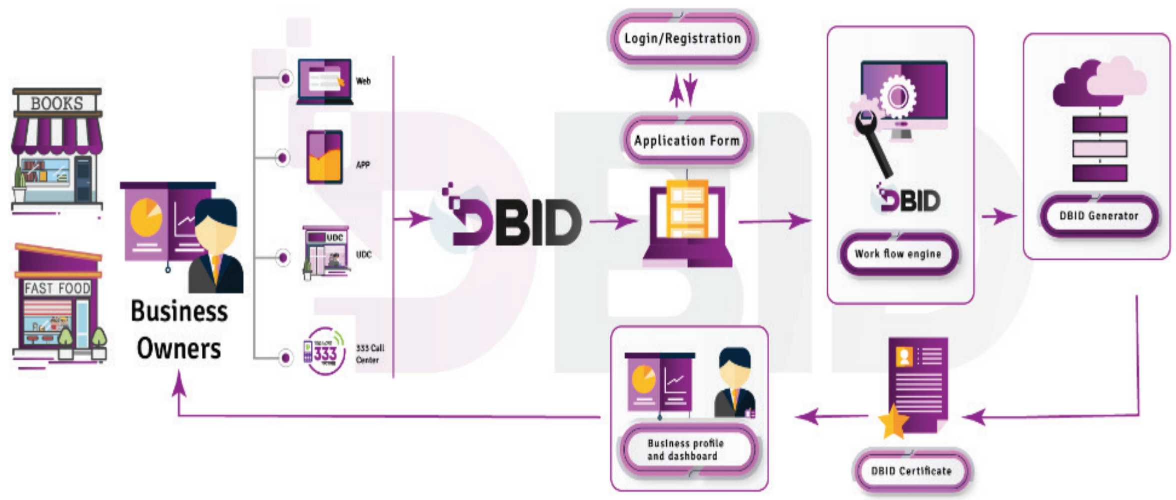

ফি

আবেদন ফি	বিনামূল্যে
লাইসেন্স ফি	বিনামূল্যে
অন্যান্য চার্জ	বিনামূল্যে

সময়সীমা

- এসএলএ/ সময় ৬০ দিন
- স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়
  - ভুল বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র
  - অনলাইন প্ল্যাটফর্মের প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বিলম্ব হতে পারে।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ধীর প্রক্রিয়াকরণ • সচেতনতার অভাব • ছোট ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবসার জন্য জটিলতা • অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি জমা
স্থানীয় ভিন্নতা	উল্লেখ নেই
যোগাযোগ	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর টিসিবি ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্ট (পিআরএ)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।
যাদের জন্য প্রয়োজন	• শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও ভ্রাম্যমাণ উদ্যোক্তা • প্রান্তিক পেশার পণ্য/সেবা বিক্রেতা • নিজস্ব পণ্য বিক্রেতা • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পণ্য/সেবা বিক্রেতা
সেবার আওতা	বাংলাদেশ।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ ব্যাংক
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	প্রাইম ব্যাংক বা যেকোনো ব্যাংক
অনলাইন পোর্টাল	

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রয়োজন নেই
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী বাংলাদেশি নাগরিক

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
একাউন্ট খোলার পূরণকৃত ফরম	–
আবেদনকারী/মনোনীত ব্যক্তির NID/পাসপোর্ট/জন্মসনদ	পরিচয় যাচাই
ঠিকানার প্রমাণ	সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিল
আয়/পেশার প্রমাণ	ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন নেই
আবেদনকারীর সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি (২ কপি); মনোনীত ব্যক্তির ১ কপি	স্ব-সত্যায়িত
ট্যাক্স রিটার্নের প্রমাণ (PSR)/ ই-টিআইএন	প্রযোজ্য হলে
FATCA ফরম	–

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১:	ব্যাংক ও একাউন্ট টাইপ নির্বাচন
ধাপ ২:	প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ
ধাপ ৩:	আবেদনপত্র পূরণ
ধাপ ৪:	জমা ও যাচাই
ধাপ ৫:	অ্যাকাউন্ট সক্রিয়করণ

প্রক্রিয়া চিত্র

পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া

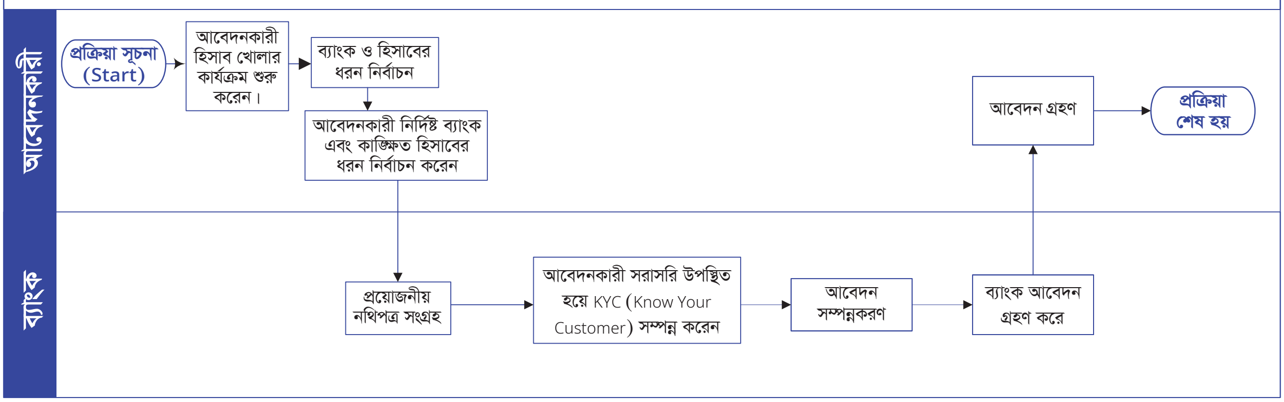

ফি

আবেদন ফরম	বিনামূল্যে
লাইসেন্স ফি	বিনামূল্যে
অন্যান্য চার্জ	বিনামূল্যে

সময়সীমা

- এসএলএ/ সময়: ৩ দিন
- স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়

  PRA গ্রাহকরা অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক ব্যবসায়ী এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে কম সচেতন, ফলে সময় বেশি লাগে।

আইটি-এনাবল্ড সার্ভিস (ITES) রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে আইনগতভাবে সফটওয়্যার/আইটি সেবা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং সরকারি সুবিধা গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	সফটওয়্যার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী, এবং আইটি-এনেবল্ড সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	বাংলাদেশ।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	RJSC, BIDA, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক, BASIS, BTRC
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরসমূহ	ধাপ অনুযায়ী ভিন্ন–RJSC, স্থানীয় সরকার, NBR, BIDA ইত্যাদি

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	লাইসেন্স অনুযায়ী ভিন্ন (যেমন ট্রেড লাইসেন্স সাধারণত বার্ষিক)
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**মন্তব্য**
নিবন্ধন/লাইসেন্সের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন। সাধারণত প্রয়োজন হয়–	• পূরণকৃত আবেদন ফরম • কোম্পানির দলিল • ঠিকানার প্রমাণ • পরিচয়পত্র • ব্যবসার বিবরণ
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	ধাপ অনুযায়ী ভিন্ন (নিচের প্রক্রিয়া অংশে উল্লেখ আছে)

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন (RJSC): প্রয়োজনীয় নথি জমা, ফি প্রদান, Certificate of Incorporation সংগ্রহ।
ধাপ ২	ট্রেড লাইসেন্স: সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গ্রহণ।
ধাপ ৩	ট্যাক্স ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন (NBR): TIN ও VAT নিবন্ধন (BIN/e-BIN) সংগ্রহ।
ধাপ ৪	বিনিয়োগ নিবন্ধন (ঐচ্ছিক – BIDA): বিদেশি বিনিয়োগ থাকলে বা সরকারি সুবিধা পেতে চাইলে।
ধাপ ৫	সেক্টরাল সদস্যপদ ও বিশেষ নিবন্ধন (ঐচ্ছিক): • বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি • BASIS সদস্যপদ • BTRC লাইসেন্স (কল সেন্টার/BPO)

ফি

আবেদন ফরম:	কর্তৃপক্ষভেদে ভিন্ন
লাইসেন্স ফি:	ভিন্ন
অন্যান্য চার্জ:	ভিন্ন

সময়সীমা

এসএলএ	নেই
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	লাইসেন্স অনুযায়ী ভিন্ন (যেমন: ট্রেড লাইসেন্স নবায়নে আবেদনপত্র, পূর্বের লাইসেন্স, কর পরিশোধের প্রমাণ ইত্যাদি)
প্রোসেসের ধাপসমূহ:	অধিকাংশ ক্ষেত্রে– • নবায়ন আবেদন • প্রয়োজনীয় দলিল • ফি প্রদান
ফি:	ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ অনুযায়ী ভিন্ন

নোট / পরামর্শ

সাধারণ বাধাসমূহ	• অনিশ্চিত ব্যবসায়িক পরিবেশ • BASIS কার্যকরভাবে কাজ না করা
স্থানীয় ভিন্নতা	স্থানীয় সরকার কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে এলাকার ভিন্নতা থাকতে পারে।

বাংলাদেশ শিল্পনীতি ২০২২: সারসংক্ষেপ

ওয়েব লিংক: https://moind.gov.bd/site/view/policies/%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0% A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE

শিল্পনীতি ২০২২ : সারসংক্ষেপ

রপ্তানিমুখী শিল্প, এসএমই খাত, উদ্ভাবনী শিল্প, এবং সবুজ ও টেকসই শিল্পায়নকে সামনে রেখে সরকার শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছে। এর লক্ষ্য হলো শিল্প খাতকে আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক, পরিবেশবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা, যাতে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বৈশ্বিক বাজারেও বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হয়।এ নীতি শুধু শিল্পায়নের একটি নথি নয়, বরং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথে শিল্প খাতের জন্য একটি কৌশল গত রূপরেখা।

শিল্পনীতি ২০২২-এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেওয়া হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, উদ্যোক্তা বিকাশ, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নকে এই নীতির প্রণয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নীতি প্রণয়নের সময় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs), ভিশন ২০৪১ এবং ২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নতিওকরণ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিল্পনীতি ২০২২ কেবল শিল্পের সম্প্রসারণ নয়, বরং একটি আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার রূপরেখা।

শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

- শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস।
- এসএমই শিল্পের প্রসার ও উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা।
- প্রযুক্তি স্থানান্তর, উদ্ভাবন এবং গবেষণা-বিকাশকে উৎসাহ দেওয়া।
- দেশীয় কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পকে সহায়তা করা।
- পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- এসএমই, কুটির ও মাইক্রো শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় আনা;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা;
- গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে শিল্প খাতকে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করা;
- পরিবেশবান্ধব ও সবুজ শিল্পায়ন নিশ্চিত করা।

নীতিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ওপর। এ নীতিতে বলা হয়েছে শিল্পায়ন অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত

শিল্পনীতি ২০২২-এ বেশ কিছু খাতকে "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তৈরি পোশাক (RMG)
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
- ওষুধশিল্প
- হালকা প্রকৌশল
- কৃষিভিত্তিক শিল্প
- তথ্যপ্রযুক্তি ও আইসিটি
- অটোমোবাইল
- জাহাজ নির্মাণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি
- সৃজনশীল শিল্প

নীতিতে এসব খাতের জন্য বিশেষ সুবিধা, প্রণোদনা ও সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

খাতভিত্তিক দিকনির্দেশনা

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প (SME): নীতিমালায় ঝগউ খাতকে অর্থনীতির "মেরুদণ্ড" বলা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তা ও তরুণ উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে প্রণোদনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি, বিশেষ তহবিল গঠন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা শিল্প: দেশীয় ওষুধ উৎপাদন বাড়াতে কর-সুবিধা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল নেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি ওষুধকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে মান নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণায় বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প: পরিবেশবান্ধব ট্যানারি স্থাপন, আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আইসিটি ও হাইটেক শিল্প: সফটওয়্যার রপ্তানি, ফ্রিল্যান্সিং, BPO সেক্টর এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে উৎসাহিত করার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকার এ খাতকে ভবিষ্যতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন উৎস হিসেবে দেখছে।

সৃজনশীল শিল্প : নতুন একটি খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে ফ্যাশন ডিজাইন, কারুশিল্প, সাংস্কৃতিক পণ্য, মিডিয়া ও বিনোদন খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্য সংযোজন ঘটিয়ে রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা তৈরি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান কৌশলসমূহ

- রপ্তানি খাত শক্তিশালীকরণ: তৈরি পোশাক, চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, আইসিটি ইত্যাদি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- এসএমই উন্নয়ন: নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা, সহজ ঋণপ্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ, এবং বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চল: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পাঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন।
- সবুজ শিল্পায়ন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- ডিজিটাল রূপান্তর: ই-কমার্স, আইটি-সক্ষম সেবা (ITES), চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) প্রযুক্তি গ্রহণ।
- বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ: একক জানালা (One Stop Service), কর-সুবিধা, অবকাঠামো উন্নয়ন।
- অবকাঠামো উন্নয়ন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় শিল্পায়ন সহায়ক ব্যবস্থা।

শিল্প শ্রেণিবিন্যাস

নীতিমালায় শিল্প খাতকে কয়েকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে:

১। আকারভেদে: কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প।
২। কাঠামোভেদে: রপ্তানিমুখী, আমদানি বিকল্প, স্থানীয় বাজারভিত্তিক শিল্প।
৩। অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত: কৃষিভিত্তিক শিল্প, আইসিটি, চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইল ইত্যাদি।
৪। উদীয়মান খাত: বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বিশেষ দিকনির্দেশনা

- নারী ও যুব উদ্যোক্তা: ঋণপ্রাপ্তি সহজীকরণ, বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ।
- আঞ্চলিক ভারসাম্য: প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা, যাতে গ্রামীণ শিল্প উন্নত হয়।
- গবেষণা ও উদ্ভাবন: বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের সমন্বয়, গবেষণাভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) অর্জন: শিল্পায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাশ্রয়ী জ্বালানি, কর্মসংস্থান, এবং জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতি।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- জ্বালানি সংকট ও উচ্চ ব্যয়।
- প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব।
- অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।
- পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু ঝুঁকি।
- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি

নীতিতে শিল্পায়নের পথে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে আলাদা ধারা রয়েছে। ধারা ৭.১ অনুযায়ী প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। তবে সুযোগও কম নয়। ধারা ৭.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তরুণ জনশক্তি, কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিপুল সম্ভাবনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি গ্রহণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তি (সার্ক, বিমসটেক, এফটিএ ইত্যাদি) শিল্পায়নের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

সার্বিকভাবে শিল্পনীতি ২০২২ বাংলাদেশের শিল্পায়নকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার রূপরেখা। এটি শুধু শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির কৌশল নয়, বরং মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার একটি সামগ্রিক নীতি। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের জন্য নির্দিষ্ট ধারা যুক্ত করে নীতিটি একটি বাস্তবমুখী রূপ পেয়েছে। সঠিক বাস্তবায়ন হলে, এটি অর্থনীতিকে বহুমুখী করবে, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ গঠনে শিল্প খাতকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ঃ

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়ন (অধ্যায় ৫)

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে (ধারা ৫.১)। এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক ও NSDA এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিবন্ধন কার্যক্রম জোরদার করা হবে। একটি জাতীয় ইনফরমাল সেক্টর ডেটাবেজ গঠন করা হবে (ধারা ৫.৭.১) এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন সহজ করা হবে। এছাড়া SDG-৮ এর আলোকে কর্মীদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে (ধারা ৫.৫)।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়ন (অধ্যায় ৬)

ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা অনলাইন লাইসেন্স ও ছাড়পত্র ব্যবস্থা চালু করা এবং বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (ধারা ৬.১.৪) এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্যোগ। তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক স্টার্ট-আপ ফিন্যান্সিং স্কিম চালু করবে।

নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন (অধ্যায় ৭)

নারী উদ্যোক্তাদের শিল্পে সম্পৃক্ত করতে নীতিতে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঋণউ খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (ধারা ৭.৪.৪)। অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে (ধারা ৭.৪.১০)। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার নির্দেশনা আছে (ধারা ৭.৪.৯)।

আঞ্চলিক ভারসাম্য ও অনগ্রসর এলাকা (অধ্যায় ৮)

ধারা ৮.১ অনুযায়ী, অনগ্রসর এলাকায় শিল্প নগরী/শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য সরকারি সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া হবে। ধারা ৮.২ তে সরকারি খাসজমি ও অব্যবহৃত শিল্প জমি ব্যবহার করে নতুন শিল্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং সুষম শিল্পায়ন।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন (অধ্যায় ১০)

শ্রমিক ও শিল্প উভয় স্তরে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন করা হবে (ধারা ১০.৪)। প্রতিটি শিল্পে "প্রোডাক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার" নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে (ধারা ১০.৭)। এছাড়া উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে "Productivity and Quality Excellence Award" প্রদান করা হবে (ধারা ১০.১০)।

মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান (অধ্যায় ১১)

মেধাসম্পদ আইনকে আন্তর্জাতিক চুক্তি TRIPS এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (ধারা ১১.২)। দেশীয় মান সনদপ্রাপ্ত পণ্য সরকারি ক্রয়ে অগ্রাধিকার পাবে (ধারা ১১.৪) এবং আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রেও দেশীয় মান সনদ বাধ্যতামূলক হবে (ধারা ১১.৫)। ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (ধারা ১১.১২)।

আমদানি বিকল্প শিল্প (অধ্যায় ১২)

আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই অধ্যায়ে বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। ধারা ১২.১ অনুযায়ী, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে ভর্তুকি, কর ছাড় এবং শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হবে। ধারা ১২.২ তে বলা হয়েছে, পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প ও অগ্রাধিকার খাতে যুগোপযোগী বিনিয়োগ প্রণোদনা দেওয়া হবে।

২। রপ্তানি নীতিমালা ২০২৪-২৭: সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে এর হস্তক্ষেপ

রপ্তানি নীতিমালা ২০২৪-২৭ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত একটি ৩-বছর মেয়াদি নীতি, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, রপ্তানি খাতের প্রয়োজন এবং দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। নীতিটি ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর এবং দেশব্যাপী প্রযোজ্য; তবে ইউচতঅ, ইউতঅ এবং হাইটেক পার্ক এলাকার জন্য আলাদা বিধান প্রযোজ্য। শুল্ক ও করসংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর ও জাতীয় বাজেটের সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পাবে।

নীতির উদ্দেশ্য হলো রপ্তি আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি, উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণ, বৈদেশিক বাজারে অবস্থান শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখা। দেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য সামনে রেখে–বাজার ও পণ্যের বৈচিত্র্য, বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে সংযুক্তির জন্য বিনিয়োগ সহায়তা, এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) এবং এলডিসি উত্তরণের জন্য আর্থিক প্রণোদনার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৭ মেয়াদে রপ্তানি আয় ১১০ বিলিয়ন ডলার অর্জন নীতির লক্ষ্যমাত্রা।

দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মসংস্থান, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও এলডিসি উত্তরণকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, সার্কুলার ইকোনমি ব্যবহারে উৎসাহ এবং জলবায়ু সহনশীল শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

নীতির সাধারণ নিয়মাবলিতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য, রপ্তানি প্রক্রিয়ার ধাপ, স্যাম্পল রপ্তানি, এন্ট্রেপট ট্রেড, পুনরায় আমদানি, গুণগতমান সার্টিফিকেট, রপ্তানি বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত এবং বিশেষ উন্নয়ন খাতকে স্বল্পসুদে ঋণ, কর রেয়াত, ডিউটি ড্র-ব্যাক, বন্ড সুবিধা, লিংকেজ শিল্প উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হবে। নীতির ৭ম অধ্যায়ে ২৯টি সহায়ক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে, যেমন ক্যাশ ইনসেনটিভ, বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউজ, লেটার অব ক্রেডিট, এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ভ্যাট অব্যাহতি ও ফেরত, সুদ ভর্তুকি ইত্যাদি।

রপ্তানি নীতির উদ্দেশ্য (ধারা ২.২)

বাংলাদেশের রপ্তানি নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো–

- রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা,
- উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি,
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
- ন্যায্য বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা, এবং
- জাতীয় অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখা।

এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতে রপ্তানি-বান্ধব ও ব্যবসা-সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলাই এই নীতির লক্ষ্য।

নীতির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যসমূহ–

- উচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা,
- রপ্তানি খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি,
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে রপ্তানির ভূমিকা সুসংহত করা।

এই লক্ষ্য অর্জনে নীতি গুরুত্ব দিয়েছে–

- পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ,
- বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে যুক্ত হওয়ার জন্য বিনিয়োগ সহায়তা,
- বাণিজ্য নীতির আধুনিকায়ন,
- দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন,
- এলডিসি উত্তরণের পর আর্থিক প্রণোদনার পরিবর্তে বিকল্প নীতি সহায়তা প্রবর্তন।

২০২৪-২৭ মেয়াদে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নীতিটি একটি সহায়ক বাণিজ্য পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির করেছে।

দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি (ধারা ১.৩)

নীতির দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্নোক্ত বৈশ্বিক ও দেশীয় চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে–

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
- অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন,
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব,
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি,
- এলডিসি উত্তরণের পর উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ।

রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে–

- পণ্য ও সেবা বৈচিত্র্যকরণ,
- বাজার সম্প্রসারণ,
- সকল রপ্তানি খাতে সমন্বিত সহায়তা প্রদান,
- সক্ষমতা উন্নয়ন,
- রপ্তানি সম্প্রসারণ, এবং
- শিল্পভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির ওপর বিশেষ নজর।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ (ধারা ১.৭)

নীতি স্বীকার করেছে যে–

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বর্তমানে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুযায়ী বাংলাদেশ অন্যতম জলবায়ুঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ:

- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস,
- মাটির উর্বরতা কমে যাওয়া,
- খাদ্য নিরাপত্তা সংকট,
- পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়া,
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি,
- ওজোন ক্ষয়।

এ কারণে নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে–

- পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রণোদনা,
- বৃত্তাকার অর্থনীতির কৌশল,
- গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে উদ্যোগ,
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষম শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান,
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা।

রপ্তানি নীতিতে বর্ণিত সাধারণ বিধান ও সুবিধা (লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতেও প্রযোজ্য)

রপ্তানি প্রক্রিয়া ও বিধানসমূহ পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত–

- ৫.১: রপ্তানিযোগ্য পণ্য (নিষিদ্ধ ও শর্তাধীন পণ্য ব্যতীত),
- ৫.২: রপ্তানি প্রক্রিয়ার ১৪টি ধাপ,
- ৫.৩: রপ্তানিযোগ্য পণ্য নিয়ন্ত্রণ,
- ৫.৩.৩.২: নমুনা রপ্তানির শর্তাবলি,
- ৫.৫.১: এনট্রেপোট ট্রেড ও পুনরায় রপ্তানি,
- ৫.৬: বিদেশি ক্রেতার এল/সি-এর বিপরীতে রপ্তানি,
- ৫.৭: পুনরায় আমদানির জন্য অস্থায়ী রপ্তানি,
- ৫.৭.৩: Frustrated Cargo পুনরায় রপ্তানি,
- ৫.৮.১: মান নিয়ন্ত্রণ সনদ,
- ৫.৮.২: মান সম্মততার শর্ত,
- ৫.৯: বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি।

বিশেষ সুবিধা (ধারা ৬.৫)

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও বিশেষ উন্নয়ন খাতসমূহের জন্য প্রযোজ্য সুবিধা:

- প্রকল্প ঋণ ও স্বল্প সুদের রপ্তানি ঋণ,
- আয়কর রেয়াত,
- ইউটিলিটিতে সম্ভাব্য ভর্তুকি,
- বিমান পরিবহনে অগ্রাধিকার সুবিধা,
- ডিউটি ড্র-ব্যাক ও বন্ড সুবিধা,
- লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়ন সহায়তা,
- মান নিয়ন্ত্রণ সুবিধা,
- যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্ত আমদানি,
- উৎপাদন, বিপণন ও বাজার অনুসন্ধানে সহায়তা,
- বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে উদ্যোগ।

রপ্তানি সম্প্রসারণের সহায়ক ব্যবস্থা (অধ্যায় ৭)

২৫ এর বেশি ধরনের নীতি সহায়তার মধ্যে প্রধানগুলো–

- ডিউটি ড্র-ব্যাক,
- সুদ ভর্তুকি,
- বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউজ,
- ব্যাক টু ব্যাক এল/সি,
- উচত সুবিধা,
- যন্ত্রপাতি আমদানিতে সুবিধা,
- নগদ প্রণোদনা,
- আয়কর রেয়াত,
- মুদ্রা সংরক্ষণ সুবিধা,
- রপ্তানি ঋণ গ্যারান্টি স্কিম,
- EDF,
- রপ্তানিতে ভ্যাট ছাড়,
- রপ্তানি সহায়ক সেবায় ভ্যাট ফেরত ইত্যাদি।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত সম্পর্কিত নির্দেশনা

নীতি-সংজ্ঞায় (চ্যাপ্টার ৪) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইতোমধ্যে ৮টি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে; লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর এ তালিকায় রয়েছে। নীতির অগ্রাধিকার খাতে (Clause 6.3) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (অটোপার্টস, সাইকেল পার্টস, ব্যাটারি, মোটরসাইকেল ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যাপ্টার ৮-এ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের জন্য বিশেষ সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে–ঢাকার নিকটে “লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার ভিলেজ” প্রতিষ্ঠা, আধুনিক পরীক্ষাগার ও সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র, গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম, প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ, আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি সম্প্রসারণ, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের উৎসাহ, শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ও দীর্ঘমেয়াদি কর অব্যাহতি।

৩. ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার ২০২১-২০২৪: সারাংশ (বাংলা অনুবাদ)

ওয়েব লিংক: https://surl.lu/mqdtqo

ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার ২০২১-২০২৪ (Imports and Exports (Control) Act, ১৯৫০ এর ধারা ৩(১) অনুসারে জারি) বাংলাদেশের ক্রয়াদ-বস্তু আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে। এই অর্ডারের উদ্দেশ্য হলো শিল্পবৃদ্ধি সমর্থন, ঘরোয়া শিল্প রক্ষা ও দেশের ভারসাম্য ও বৈদেশিক রিজার্ভ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এক স্বচ্ছ ও শৃঙ্খলভাবে আমদানিপ্রক্রিয়া বজায় রাখা।

উদ্দেশ্য ও প্রযোজ্যতা

ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার ২০২১-২০২৪ সরকারীভাবে ১৯ এপ্রিল ২০২২ (৬ বৈশাখ ১৪২৯ বাংলা) তারিখে ঝ.জ.ঙ. নং ৮৫-অরহ/২০২২ এর মাধ্যমে জারি করা হয় এবং গেজেটে প্রকাশিত হতেই এটি প্রযোজ্য হয়। নীতিটি ২০২১-২০২৪ মেয়াদের জন্য নির্ধারিত থাকলেও, নতুন কোনো অর্ডার না করা পর্যন্ত এটি প্রযোজ্য হিসেবে বহাল থাকে। নীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো–রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি, শিল্পোন্নয়ন, রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ এবং মূল্যমান ও অর্থব্যালেন্সের সুরক্ষা অনুযায়ী আমদানি নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করা।

সংজ্ঞা (ধারা ২)

অর্ডারে নতুন কিছু সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়েছে– যেমন "entre-port trade" (ধারা ২(১)), "Internationally recognised surveying organisation" (ধারা ২(৩)), "Import Control Authority" (ধারা ২(৫)), "Importer" (ধারা ২(৪)), "Import base" (ধারা ২(৬)) ইত্যাদি। ক্লিয়ার করা হয়েছে যে পণ্য শনাক্তকরণে H.S. কোড ব্যবহারের ব্যবস্থা আদ্যোপান্ত বাধ্যতামূলক, যা ঈঁংঃড়সং অপঃ, ১৯৬৯ অনুযায়ী প্রয়োগযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য নতুন বিধানসমূহ (সংক্ষেপে)

ক. ক্ষুদ্র ব্যবহারকারীদের জন্য 'পারমিট-ফ্রি' আমদানি সম্প্রসারণ

নতুন নীতির আওতায় নিবন্ধিত আমদানিকারক না-হওয়া ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানও বৈদেশিক ক্যানজি/নগদ চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য USD ১০,০০০ পর্যন্ত অনুমোদিত পণ্য আমদানি করতে পারবে (নির্দিষ্ট শর্তাধীন)।

খ. H.S. কোডের স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা

প্রতিটি পণ্যের জন্য Customs Act, ১৯৬৯ এর First Schedule অনুযায়ী ৮-অঙ্ক বা তার উপরে ঐ.ঝ. কোড ব্যবহার নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (ধারা ২(৫)(০১) / অধ্যায় ২, ক্লজ ৫(০১))।

গ. নমুনা (Sample) আমদানির শর্তাবলি সংশোধন

নমুনা আমদানির মূল্যসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে–উদাহরণস্বরূপ বিদেশী উৎপাদকদের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষেত্রে USD ৫,০০০ পর্যন্ত অনুমোদন। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খঈ খোলার অবলম্বন ব্যতিরেকে নমুনা আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছে।

উ. বিশেষ শিল্প/রপ্তানিভিত্তিক সুবিধা

রপ্তানিমুখী বিশেষ টেক্সটাইল ইউনিটগুলোর জন্য:

- সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে ব্যাক-টু-ব্যাক খঈ ছাড়া কাঁচামাল আমদানির মেয়াদ ৪ থেকে ৬ মাস করা হয়েছে।
- উৎপাদনক্ষমতার শতাংশ হিসেবে অনুমোদিত কাঁচামালের অনুপাত ৩৩% থেকে ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. প্রাক-অস্তিত্বশীল আইনগুলোর স্বীকৃতি ও আধিপত্য ধারা (ধারা ৪)

অর্ডারে বলা হয়েছে–যদি অন্য কোনো আইন বা বিজ্ঞপ্তি (যেমন ঋরহধহপব অপঃ) এর বিধান থাকলে তা এই অর্ডারের উপর প্রাধান্য পাবে।

ঙ. Entre-port trade সংজ্ঞা ও শর্তাবলি (ধারা ২(১))

Entre-port trade ধারণা রক্ষা করা হলেও, এমন পণ্য যদি কোনো পোর্টে আসে এবং পোর্টের সীমা ছাড়াই পুনরায় রপ্তানি করা হয়, তাহলে ন্যূনতম ৫% মূল্য-সংযোজন (value-addition) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

চ. যৌথ/ক্লাস্টার আমদানি ব্যবস্থার পরিবর্তন

শিল্পভোক্তারা অন্য শিল্পভোক্তাদের সাথে গোষ্ঠি (group) গঠন করে যৌথভাবে আমদানি করতে পারবে; একইভাবে বাণিজ্যিক আমদানিকারীরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী করে যৌথ আমদানি করতে পারবে।

ছ. অংশিক রপ্তানির জন্য শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি

অধ্যায় ৪, ধারা ২১(৪) অনুযায়ী ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি, UP/UD Ges entitlement প্রমাণের বিনিময়ে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির বিধান রাখা হয়েছে (শর্তসাপেক্ষ)।

আমদানি সম্পর্কিত সাধারণ শর্তাবলি (ধারা ৫)

- প্রতিটি আমদানিতে H.S. কোড ব্যবহার বাধ্যতামূলক (আর্টিকেল ৫(১)).
- সীমিত/নিষিদ্ধ পণ্যের জন্য No Objection Certificate (NOC) প্রয়োজন।
- প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন (Art. 5(3)) মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য।
- প্রতিযোগিতামূলক মূল্য-নিশ্চিতকরণ (Art. 5(4))–আমদানিকারীদের একাধিক কোটেশন সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা।
- Incoterms ব্যবহারের অনুশাসন (Art. 5(5)): FOB, CIF ev CIP শর্তে আমদানির সুযোগ রাখার বিষয়টি Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ অনুযায়ী সংগতিশীল হতে হবে।
- Country of Origin সার্টিফিকেট (Art. 5(6)) বাধ্যতামূলক–ট্রেসেবিলিটি ও কপিরাইট/বৌদ্ধিক সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য।

আমদানি পদ্ধতি (ধারা ৮)

সাধারণত আমদানি-লেনদেনের জন্য LCA ফরম ও অপরিবর্তনীয় (রৎৎবাড়পধনষব) খবঃঃবৎ ড়ভ ঈৎবফরঃ (খঈ) আবশ্যক, কেবল নির্দিষ্ট রেহাই/মুকুব থাকলেই বাদ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত দিক:

- বই, জার্নাল বা স্বল্পমূল্যের কাঁচামালের জন্য খঈ ব্যতিরেকে আমদানির সুযোগ রাখা আছে।
- প্রবাসী/এক্সপ্যাট্রিয়েট বাংলাদেশি ব্যক্তিদের জন্য সরাসরি বিদেশে অর্থপ্রদান অনুমোদিত (Art. 8(7)).
- LC খোলার সময়সীমা ১৮০ দিন (Art. 8(8)), এবং পণ্য শিপিংয়ের জন্য ৯-১৭ মাসের মধ্যেই শর্তভেদে শিপিং করণীয়।
- কোনো শিপমেন্ট LC খোলার পূর্বে হলে বা LC মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে পাঠানো হলে তা অবৈধ ধরা হবে (Art. 8(14)).

ব্যাংকগুলোকে LC খোলার আগে আমদানিকারকের নিবন্ধন, কর অনুশীলন (tax compliance) এবং বীমা কভারেজ যাচাই করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

বিশেষ আমদানি বিধান (অধ্যায় ৪) – সংক্ষিপ্ত সারমর্ম

- Joint Import (Art. 10): আমদানিকারীরা গোষ্ঠী গঠন করে যৌথ আমদানি করতে পারবে।
- Imports by Actual Users (Art. 11): বাস্তব ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য টঝউ ৭,০০০ পর্যন্ত আমদানির সুযোগ পাবে।
- Import by Expatriate Professionals (Art. 12): প্রবাসী পেশাজীবীরা টুলস ও সরঞ্জাম সীমাবদ্ধতা ছাড়া আমদানি করতে পারবেন।
- Import of Samples and Gifts (Art. 13): নমুনা/প্রচারণা উপকরণ Tk. ৩,০০,০০০ পর্যন্ত অনুমতি থাকলেই পারমিশন ছাড়া আনা যাবে (শর্তসাপেক্ষ)।
- Temporary Import for Re-export (Art. 14): প্রদর্শনী, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা প্রদর্শনীর জন্য আমদানিকৃত মেশিনারি/পণ্য এক বছরের মধ্যে পুনরায় রপ্তানি করলে সময়সীমা অনুযায়ী অনুমোদিত।

BEZ ও EPZ-এ আমদানির নির্দিষ্ট বিধান (Art. 14)

Bangladesh Economic Zones (BEZ) ও Export Processing Zones (EPZ) তে আমদানি সাধারণ আমদানির নিয়মের বাইরে– তবে নিষিদ্ধ বা সীমিত পণ্যের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য থাকবে। ওইসব বিনিয়োগ বা বাণিজ্যিক এলাকায় Bangladesh Bank ও NBR এর বিধি-নির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

খাদ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ (Art. 16)

খাদ্যপণ্য আমদানি ক্ষেত্রে কঠোর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি আরোপ করা হয়েছে:

- দুধ, খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যতেলগুলোতে রেডিওঅ্যাকটিভিটি ও মেলামিন পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
- রপ্তানিকারী দেশের কর্তৃপক্ষের সনদপত্র (competent authority certificate) থাকতেই হবে।
- উপরোক্ত পরীক্ষা-শর্ত পূরণ হলে পোর্ট থেকে পণ্য মুক্তির অনুমতি দেয়া হবে।

উপসংহার

ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার ২০২১-২০২৪ একটি সমন্বিত ও বিস্তৃত নিয়ন্ত্রক কাঠামো স্থাপন করে যা উন্মুক্ত বাণিজ্য এবং ঘরোয়া শিল্প রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ঐ.ঝ. কোড বাধ্যতামূলককরণ, নমুনা ও বিশেষুরপ্তানিমুখী সুবিধাসমূহ, যৌথ আমদানি ও ইউত/উচত-সংক্রান্ত বিশেষ ধারা–এসব মিলিয়ে আমদানি শৃঙ্খলা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যনিশ্চিতকরণ ও ভোক্তা-সুরক্ষা জোরদার করার দিকে অর্ডারটি বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখে থাকে। মূলভাবে–ধারা ৩৫, ৮৯ ও ১০১৬ এই সেগমেন্টগুলো আমদানি প্রক্রিয়া, অনুবর্তিতা ও খাতভিত্তিক নিরাপত্তা বিধান বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫ (বাংলাদেশ) এর সারসংক্ষেপ

ওয়েব লিংক: http://182.160.97.198:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/911/The%20Factories%20act%2C%201965.pdf?sequence=3

কারখানা আইন, ১৯৬৫ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ পরিচালনার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে, যেখানে পেশাগত নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণ এবং শ্রম অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের শোষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে এ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র

কারখানা আইন, ১৯৬৫এর মূল উদ্দেশ্য হলো কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং তাদের কর্মঘণ্টা ও কর্মপরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। বিদ্যুৎচালিত কারখানায় যেখানে কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক এবং বিদ্যুৎ ছাড়া কারখানায় যেখানে কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক কাজ করে, সেখানে এ আইন প্রযোজ্য। টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যাল, কেমিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান্টসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতাভুক্ত।

এই আইনে মূলত তিনটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ। পেশাগত ঝুঁকি প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের সুযোগ প্রদান এবং শ্রমিকদের শোষণ রোধে কর্মঘণ্টা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল বিধানসমূহ

১. স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থা

আইন অনুযায়ী কারখানা মালিককে কারখানার অভ্যন্তরে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে হবে। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, আলো এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বর্জ্য অপসারণ এবং ক্ষতিকর ধোঁয়া ও ধূলিকণার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে হবে। বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহৃত কারখানার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগ প্রতিরোধে কঠোর বিধান অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

২. নিরাপত্তা বিষয়ক বিধান

শ্রমিকদের নিরাপত্তা এই আইনের অন্যতম মূল বিষয়। আইনে যন্ত্রপাতিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা, অগ্নি-নিরাপত্তা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। জরুরি নির্গমন পথ, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (চচউ) প্রদান করা মালিকের দায়িত্ব। তদুপরি, আইনে আইনগত কর্মক্ষম বয়সের নিচে থাকা শিশুদের নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. কল্যাণমূলক সুবিধা

আইনে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ধোয়া-মোছার স্থান, গোসলের ব্যবস্থা, ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার এবং নারী শ্রমিকদের জন্য ক্রেশ (শিশু যত্নকেন্দ্র) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে এমন কর্মস্থল তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মৌলিক প্রয়োজনের ন্যূনতম ব্যবস্থা থাকে।

৪. কর্মঘণ্টা ও ছুটি

এই আইন কর্মঘণ্টা, বিরতির সময় ও সাপ্তাহিক ছুটির বিধান নির্ধারণ করে। সাধারণত কোনো শ্রমিকের দৈনিক কাজ ৮ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক কাজ ৪৮ ঘণ্টার বেশি হওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) জন্য অতিরিক্ত মজুরি, বেতনসহ বার্ষিক ছুটি এবং

৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নারী শ্রমিকের নিয়োগ

আইনটি শিশুশ্রম ও অল্পবয়সী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং ন্যূনতম বয়স ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করেছে। নারীদের কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ সীমিত করা হয়েছে এবং গর্ভাবস্থায় বিশেষ সুরক্ষা ও সুবিধা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

৬. পরিদর্শন ও আইন মেনে চলা

সরকার এই আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ করে। পরিদর্শকদের কারখানায় প্রবেশ, কর্মপরিবেশ পরীক্ষা এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ বা আইনি শাস্তি আরোপের সুপারিশ করার ক্ষমতা রয়েছে। নিয়োগ, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নথিভুক্ত ও সংরক্ষণ করা মালিকের আইনগত দায়িত্ব।

আইনের প্রভাব

কারখানা আইন, ১৯৬৫ শিল্পক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল শ্রমসম্পর্ক, শ্রমিক সুরক্ষা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি পেশাগত দুর্ঘটনা কমায় এবং শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইলের মতো রপ্তিনির্ভর খাতে এ আইন মান্যতা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উন্নত করতে সহায়ক। ছোট ও মাঝারি কারখানায় আইন প্রয়োগে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও, সচেতনতা ও নজরদারি বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে অনুগত্যের মাত্রা বাড়ছে।

কারখানা আইন, ১৯৬৫ বাংলাদেশে শ্রম আইনের একটি মৌলিক ভিত্তি, যা শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। এটি শ্রমিকদের অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে সুরক্ষা দেয়, ন্যায্য কর্মঘণ্টা ও কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করে এবং শিশু ও নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে। নিরাপদ, উৎপাদনশীল ও টেকসই শিল্প পরিবেশ গড়ে তুলতে এ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. আয়কর আইন, ২০২৩: সারসংক্ষেপ

ওয়েব লিংক: https://nbr.gov.bd/regulations/acts/income-tax-acts/eng

আয়কর আইন, ২০২৩ (আইন নং ঢও৩ ড়ভ ২০২৩) একটি আধুনিক ও সর্বসম্মত আইন, যা ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২২ জুন ২০২৩ তারিখে আইনটি প্রকাশ করে। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো দেশের আয়কর ব্যবস্থা সহজ করা, আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল রূপ দেওয়া এবং বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী আর্থিক শাসন ও করঅনুগত্য (compliance) নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য ও পটভূমি

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সামরিক আইনকালীন বিভিন্ন অধ্যাদেশ বাতিল এবং কর আইনকে সমন্বিত ও আধুনিক করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে এ আইন প্রণীত হয়েছে, বিশেষভাবে বাংলায় একটি একীভূত আইন কাঠামো তৈরির লক্ষ্য নিয়ে। প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে, এ আইনের উদ্দেশ্য হলো "কর আরোপের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সময়োপযোগীভাবে বিধানসমূহ হালনাগাদ করা।" পূর্ববর্তী আয়কর অধ্যাদেশে আয়কর প্রশাসন, কর নির্ধারণ, করমুক্তি, জরিমানা ও আপিলুসংক্রান্ত যে সব বিষয় ছিল, সেগুলোই এই আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গঠন ও প্রয়োগক্ষেত্র

আইনটি একাধিক অংশে বিভক্ত। অংশুও (আইন অংশ)এ ২৫টি অধ্যায় ও ৩৪৫টি ধারা রয়েছে, আর অংশুওও (বিধি অংশ) এখনো প্রকাশিত হয়নি। অংশুওএর প্রথম অধ্যায় "প্রারম্ভিক"এ মূল সংজ্ঞাসমূহ এবং আইনের প্রাধান্য (ধারা ৩) উল্লেখ আছে। এ আইন বাংলাদেশে অর্জিত বা উৎসারিত আয় এবং আবাসিক ব্যক্তির নির্দিষ্ট প্রকার বিদেশী আয়ের ওপর প্রযোজ্য, অর্থাৎ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিস্তৃত পরিসর এ আইনের আওতায় আসে।

Tax Administration (Sections 4–6) (কর প্রশাসন)

ধারা ৪-এ আয়কর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে–যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং ট্যাক্স রিকভারি অফিসার–যারা আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ ধরনের স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামো কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দক্ষতা নিশ্চিত করে।

আয়ের পরিধি ও হিসাব

ধারা ২৬-এ মোট আয়ের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশে অর্জিত, উদ্ভূত বা প্রাপ্ত সমস্ত আয় অন্তর্ভুক্ত। আবাসিক করদাতার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আয় করযোগ্য, আর অনাবাসিকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাংলাদেশ উৎসারিত আয় করের আওতায় আসে। ধারা ২৭ুএ কোন কোন আয়কে বাংলাদেশে অর্জিত বা উদ্ভূত বলে গণ্য হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যার মধ্যে রয়েছে চাকরি থেকে আয়, ডিভিডেন্ড, রয়্যালটি এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে আয়।

ধারা ৩০-এ আয়কে সাতটি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে: (ক) চাকরি, (খ) ভাড়া, (গ) কৃষি, (ঘ) ব্যবসা, (ঙ) মূলধনী মুনাফা, (চ) আর্থিক সম্পদ এবং (ছ) অন্যান্য উৎস। প্রতিটি শিরোনামের জন্য মোট আয়ের হিসাব নির্ণয়ের সময় অনুমোদিত ও অননুমোদিত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়। ব্যবসা থেকে আয়ের ক্ষেত্রে ১২টি দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যেমন ব্যবসা থেকে আয়, বিশেষ ক্ষেত্রে আয়, ব্যবসার মুনাফা নির্ণয়, জল্পনামূলক ব্যবসার লাভ নির্ণয়, অনুমোদিত/অননুমোদিত ব্যয়, খারাপ ঋণ সংক্রান্ত অনুমোদিত ব্যয়, সুদ বা মুনাফা সংক্রান্ত বিশেষ হিসাব, সুদের সীমা নির্ধারণ, কর্তনযোগ্য খাতের শর্ত এবং বিশেষ ব্যবসায়িক আয় নির্ণয় ইত্যাদি।

Special Provisions and Voluntary Disclosure (Sections 24–25) (বিশেষ বিধান ও স্বেচ্ছা প্রকাশ)

ধারা ২৪ অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে বিশেষ কর প্রদান সাপেক্ষে গোপন আয় বা বিনিয়োগ স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা যায়, যা কর অনুগত্যকে উৎসাহিত করে। ধারা ২৫ুএ অষ্টম তফসিলে বর্ণিত বিশেষ হিসাব পদ্ধতি প্রয়োগের বিধান রয়েছে, যা কিছু নির্দিষ্ট শিল্প বা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কর আদায়ের ধাপসমূহ

আয়কর মূলত বার্ষিক আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং উৎসে কর কর্তন (ঞধী উবফঁপঃরড়হ ধঃ ঝড়ঁৎপব্ ঞউঝ)এর মাধ্যমে আদায় করা হয় (ধারা ৮৬ু১৩৯ ও ১৫৩)। বর্তমান আইনে, বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণ কর প্রদান হয়ে থাকলে তা সমন্বয়ের সুযোগ আছে; তবে ন্যূনতম কর (ধারা ১৬৩)সংক্রান্ত কিছু উৎসে করকে চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরের বাজেটে অর্থ আইন দ্বারা তৃতীয় তফসিলে ঘোষিত কর হারের ভিত্তিতে আয়কর আদায় করা হয়।

রিটার্ন ও আয়ের বিবরণী

ধারা ১৬৫ুএ এমন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে আয়, সম্পদ, দায় এবং ব্যয়ের বিবরণ থাকে। ধারা ১৬৬ুএ কারা আয়ের রিটার্ন দাখিল করতে বাধ্য এবং কোন ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাওয়া যাবে তা উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১৬৭ুএ ব্যক্তি, কোম্পানি ইত্যাদি করদাতার শ্রেণি অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ধারা ১৬৮ুএ মূল রিটার্নে ভুল বা ত্রুটি থাকলে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের বিধান রয়েছে।

ধারা ১৬৯ুএ রিটার্ন কীভাবে স্বাক্ষর, যাচাই ও প্রমাণীকৃত হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ধা রা ১৭০ুএ আইনি সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর রিটার্ন দাখিলের শর্তাবলি বর্ণিত। ধারা ১৭১ুএ ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রিটার্ন সংশোধনের পদ্ধতি এবং সংশোধন না করলে সম্ভাব্য পরিণতি উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১৭৩ুএ প্রতিনিধিত্বকারী করদাতা (যেমন অভিভাবক, ট্রাস্টি ইত্যাদি) কীভাবে রিটার্ন দাখিল করবেন তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ধারা ১৭৪ুএ বাংলাদেশ উৎসারিত আয় অর্জনকারী অনাবাসিকদের রিটার্ন দাখিল সম্পর্কিত বিধান আছে। ধারা ১৭৬ুএ কর কর্তৃপক্ষের নোটিশের প্রেক্ষিতে রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি উল্লেখ আছে। ধারা ১৭৭ুএ কোম্পানি, ফার্ম, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সত্তার জন্য উৎসে কেটে নেওয়া বা সংগৃহীত কর (ঞউঝ/ঞঈঝ)এর মাসিক রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

করমুক্তি ও করছাড়

আইনে কিছু নির্দিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানের জন্য করমুক্তি ও কর ছাড়ের বিধান রয়েছে। ধারা ৮১ুএ ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত শর্তাবলির ভিত্তিতে অনুমোদিত ব্যবসার জন্য কর হলিডে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, বিশেষত অগ্রাধিকার খাতের ক্ষেত্রে—যেমন নতুন উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান, আইসিটি সেবা এবং রপ্তিমুখী শিল্প।

করদাতা নিবন্ধন ও অনুগত্য (ধারা ২৬১ু২৬২)

ধারা ২৬১ অনুযায়ী সব করদাতাকে ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ঞওঘ) গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন বা রিটার্ন দাখিল না করলে স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধন এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক জরিমানার সম্মুখীন হতে হতে পারে।

ধারা ২৬৬ু৩২৮ুএ আপিল, জরিমানা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অষঃবৎহধঃরাব উরংঢ়ঁঃব জবংড়ষঁঃরড়হ্ অউজ), এবং ইলেকট্রনিক ট্যাক্স প্রশাসনুসংক্রান্ত শাসনব্যবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আয়কর আইন, ২০২৩ বাংলাদেশের করব্যবস্থাকে ডিজিটাল, স্বচ্ছ ও ন্যায্য ভিত্তির ওপর পুনর্গঠন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ আইনে স্পষ্ট সংজ্ঞা, করদাতার অধিকার ও দায়িত্বের বিধান, কর আহরণের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ এবং প্রয়োগ ও তদারকি ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশের পরিবর্তে এ আইন প্রণীত হওয়ার মাধ্যমে আধুনিক ব্যবসায়িক অনুশীলন, আন্তর্জাতিক করনীতি এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আয়কর কাঠামোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।

৬। আয়কর আইন ২০২৩-এ ট্যাক্স হলিডেঃ সারসংক্ষেপ (বাংলা সংস্করণ)

ওয়েব লিংকঃ https://nbr.gov.bd/regulations/acts/income-tax-acts/eng

বাংলাদেশের আয়কর আইন ২০২৩-এর ষষ্ঠ তফসিলে (Schedule 6) নির্দিষ্ট খাত ও অঞ্চলে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে সুবিধা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাই মূল লক্ষ্য।

ট্যাক্স হলিডের জন্য যোগ্য খাতসমূহ

মোট **৩৫ (পঁয়ত্রিশ)**টি খাত ও শিল্প ট্যাক্স হলিডের জন্য যোগ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এগুলো হলো–

১) সক্রিয় ঔষধ উপাদান (Active Pharmaceuticals Ingredient – API) এবং Radio Pharmaceuticals
২) কৃষি যন্ত্রপাতি
৩) স্বয়ংক্রিয় ইট উৎপাদন (Automatic Bricks)
৪) গাড়ি উৎপাদন (Automobiles)
৫) বাধা-নিরোধক (Barrier Contraceptive) এবং Rubber Latex
৬) ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক উপাদান
(যেমনঃ রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাল্টিলেয়ার চঈই ইত্যাদি)
৭) বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ
৮) জৈব-সার
৯) বায়োটেকনোলজি-ভিত্তিক কৃষিজ পণ্য / কৃষি-উৎপাদ
১০) বয়লার, বয়লারের যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম
১১) কম্প্রেসর ও এর যন্ত্রাংশ
১২) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার
১৩) আসবাবপত্র উৎপাদন
১৪) হোম অ্যাপ্লায়েন্স (যেমনঃ ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, ইন্ডাকশন কুকার, ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি)
১৫) কীটনাশক
১৬) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
১৭) এলইডি টিভি (খঊউ এঠ)
১৮) স্থানীয় ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ
১৯) মোবাইল ফোন (হ্যান্ডসেট) উৎপাদন
২০) পেট্রোকেমিক্যালস
২১) ফার্মাসিউটিক্যালস / ঔষধশিল্প
২২) প্লাস্টিক রিসাইক্লিং
২৩) টেক্সটাইল মেশিনারি
২৪) টিস্যু গ্রাফটিং
২৫) খেলনা উৎপাদন
২৬) টায়ার উৎপাদন
২৭) ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফরমার
২৮) কৃত্রিম আঁশ বা মানবসৃষ্ট আঁশ উৎপাদন
২৯) অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট উৎপাদন

৩০) অটোমেশন ও রোবটিক্স ডিজাইন, উৎপাদন, এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট
৩১) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও)-ভিত্তিক সিস্টেম ডিজাইন এবং/অথবা উৎপাদন
৩২) ন্যানোটেকনোলজি-ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন
৩৩) বিমান হেভি মেইনটেন্যান্স সার্ভিসেস, যন্ত্রাংশ উৎপাদনসহ
৩৪) স্থানীয় ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ (পুনরাবৃত্ত)
৩৫) টিস্যু গ্রাফটিং (পুনরাবৃত্ত)

অবস্থান ও সময়কাল (Location and Tenure)

১. ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে (শহর এলাকা ব্যতীত) অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান:

- বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখ থেকে পরপর ৫ (পাঁচ) বছর ট্যাক্স হলিডে সুবিধা।
- প্রথম বছরে ৯০% পর্যন্ত করমুক্তি,
- ধাপে ধাপে কমে পঞ্চম বছরে ২৫% করমুক্তি পর্যন্ত নেমে আসবে।

২. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান:

- বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখ থেকে পরপর ১০ (দশ) বছর ট্যাক্স হলিডে সুবিধা।
- প্রথম দুই বছরে ৯০% পর্যন্ত করমুক্তি,
- স্ল্যাবভিত্তিক হারে ক্রমান্বয়ে কমে দশম বছরে ২৫% করমুক্তি থাকবে।

ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে (Physical Infrastructure) বিনিয়োগের জন্য ট্যাক্স হলিডে

আইন অনুযায়ী চৌদ্দ (১৪) ধরনের Physical Infrastructure–এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রযোজ্য। এসব অবকাঠামো হলো–

ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার খাত (১৪ ধরনের)

১. গভীর সমুদ্রবন্দর
২. সমুদ্রবন্দর
৩. নদীবন্দর
৪. উচ্চসেতু এক্সপ্রেসওয়ে
৫. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা
৬. ফ্লাইওভার
৭. টোল সড়ক ও টোল ব্রিজ
৮. গ্যাস পাইপলাইন অবকাঠামো
৯. আইসিটি পার্ক
১০. হাইটেক পার্ক
১১. পানি পরিশোধন প্লান্ট
১২. পানি ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা লাইন
১৩. এলএনজিসংশ্লিষ্ট স্থাপনা
১৪. মোনোরেল ও সাবওয়ে রেল

এ ধরনের ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে–

- পরপর ১০ (দশ) বছর ট্যাক্স হলিডে সুবিধা দেওয়া হবে;
- প্রথম দুই বছরে ৯০% করমুক্তি,
- ধাপে ধাপে স্ল্যাবভিত্তিক হারে কমে দশম বছরে ২৫% করমুক্তি পর্যন্ত নেমে আসবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১:

প্রসেস ম্যাপের প্রতীকের ব্যাখ্যা

প্রান্তিক নির্দেশক (শুরু/সমাপ্ত)

প্রক্রিয়া

নথিপত্র

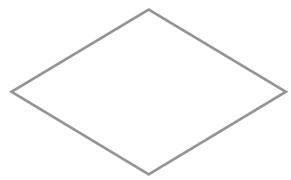

সিদ্ধান্ত

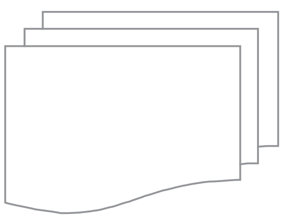

নথিপত্রের অনুলিপি

প্রস্তুতি

হাতে করা ইনপুট

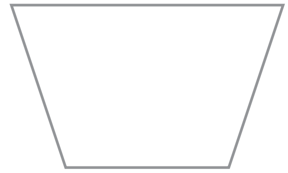

হাতে পরিচালনা

একমুখি প্রক্রিয়

উভয়মুখি প্রক্রিয়া

পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া

পরিশিষ্ট ২:
সুপারিশমালা ও মন্তব্য ফর্ম

এ গাইডের পাঠকগণ এখানে তাদের সুপািরশ ও মন্তব্য প্রদান করতে পারেঃ

১। এ গাইডের কোন অংশ আপনার কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়?

২। এ গাইডের কোন অংশ আপনার কাছে কম প্রাসঙ্গিক মনে হয়?

৩। এ গাইডে আর কি কি সন্নিবেশ করা যেতে পারে?

নাম: --

কোম্পানির নাম: --

পজিশন:--

ঠিকানা:--

ফোন: ------------------------------------ফ্যাক্স:-----------------------------

ই-মেইল:--------------------------------ওয়েবসাইট:----------------------------

পূরণ করা ফর্মটি নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করুনঃ

বিজনেস ইনিশিয়েটভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট

ডিসিসিআই বিল্ডিং (১০ম তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৯৯৬১

ই-মেইল: info@buildbd.org , ceo@buildbd.org

ওয়েবসাইটঃ www.buildbd.org

ISBN 978-984-33-7307-6

International Labour Organization

ILO Country Office for Bangladesh

PPD Scretariat Office Complex, Block F
Plot-17/B&C, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh

+880 9678 777 456-7

DHAKA@ilo.org

ilo.org/Bangladesh

BUILD dialogue • research • advocacy

Business Initiative Leading Development

9th Floor, DCCI Building
65-66 Motijheel C/A
Dhaka-1000, Bangladesh

+880 1675 481 544
+880 1673 339 062

info@buildbd.org

www.buildbd.org

facebook.com/buildbdorg

flickr.com/buildbd